পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 173 Sunday, 25 May, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৭৩ সংখ্যা ❋ ১০ জৈষ্ঠ্য ১৪৩২, রবিবার, ২৫ মে ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

জাপানে দাঁড়িয়ে অভিষেক বোঝালেন ভারতের সংজ্ঞা

‘নতজানু হব না’

টোকিয়ো, ২৪ মেঃ বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিতে দেশে দেশে যাচ্ছে ভারতের প্রতিনিধি দল। তেমনই একটি দলের প্রতিনিধি হিসেবে জাপানে গিয়ে পাকিস্তানকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টোকিয়োতে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলার সময় পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ভারত ভয়ের কাছে নতজানু হবে না। তুমি যে ভাষা বোঝো, সেই ভাষাতেই আমরা জবাব দেব।’’ একইসঙ্গে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের হলেও দেশের কথা উঠলে সবাই এক। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে পর্যটকদের উপর হামলা চালিয়ে ২৬ জনকে হত্যা করে জঙ্গিরা। হামলার দায় স্বীকার করে দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট নামে জঙ্গি সংগঠন। যারা পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন। জঙ্গি হামলার জবাব দিয়ে ১৫ দিনের মাথায় পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় আঘাত হানে ভারতীয় সেনা। গুঁড়িয়ে দেয় একাধিক জঙ্গিঘাঁটি। তবে পাকিস্তান সেনার কোনও পরিকাঠামোয় আঘাত হানা হয়নি। কিংবা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে নিশানা করা হয়নি। ভারতীয় সেনার সেই অপারেশন সিঁদুর ও সন্ত্রাসবাদকে পাকিস্তানের মদত দেওয়ার বিষয়টি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পদক্ষেপ করেছে ভারত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতের প্রতিনিধি দল যাচ্ছে। জনতা দল ইউনাইটেডের সাংসদ সঞ্জয় ঝার নেতৃত্বে তেমনই একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জাপান গিয়েছেন অভিষেক। এদিন

টোকিয়োতে প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে অপারেশন সিঁদুরের তাৎপর্য তুলে ধরেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক পাকিস্তানকে তুলোধনা করেন। তিনি বলেন, ‘‘আমরা প্রতিবেশী বেছে নিতে পারি না। আপনার প্রতিবেশী কেউ হয়তো বাড়ির সামনে নোংরা ফেলে যাচ্ছে। আপনি দেখার জন্য সিসিটিভি লাগালেন। দেখতে পেলেন, কে নোংরা ফেলছে। সিসিটিভি সব ধরা পড়েছে। তেমনই সব ধরা পড়ার পরও তারা মানতে রাজি নয় যে এসব তারা করেছে।’’ পাকিস্তানকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘আমরা ১৪ দিন তাদের সময় দিয়েছি। আশা করেছিলাম, পাকিস্তান ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করবে। তা হয়নি। ১৪ দিন অপেক্ষার পর ভারতীয় সেনা প্রত্যাঘাত করে। শুধুমাত্র জঙ্গিঘাঁটিতে আঘাত হানা হয়েছে। এটাই ভারত। পাকিস্তানের একজনও সাধারণ নাগরিকের উপর আঘাত না হেনেই জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে।’’ তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘‘পাকিস্তানের প্রকৃত মুখ আমরা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে চাইছি।’’ পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমরা ভয়ের কাছে নতজানু হব না। তারা যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়া হবে।’’ সন্ত্রাসের মদতদাতা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকে একজোট হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি। সঞ্জয় ঝার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের প্রথমে জাপান যাওয়া নিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘জাপান ভারতের অন্যতম কৌশলগত অংশীদার। সেজন্য আমরা এখানে প্রথম এসেছি। এখান থেকে আমরা দক্ষিণ কোরিয়া যাব। তারপর সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া যাব।’’ প্রবাসী ভারতীয়দের অপারেশন সিঁদুর ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরার আবেদন জানান তিনি। অভিষেক বলেন, ‘‘আমরা প্রমাণ নিয়ে এসেছি। আগে লোকে প্রশ্ন করত, যথেষ্ট প্রমাণ নেই। এবার সব প্রমাণ নিয়ে এসেছি।’’ দেশের স্বার্থের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ দূরে সরিয়ে সবাই যে এক, সেকথাও এদিন বুঝিয়ে দেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘আমরা অন্য রাজনৈতিক দলের হতে পারি, কিন্তু দেশের কথা উঠলে আমাদের সবাই এক।’’ প্রায় সাড়ে ৯ মিনিট বক্তব্য রাখেন অভিষেক। নিজের বক্তব্য শেষ করেন জয় হিন্দ বলে।

কেন্দ্র-রাজ্য হাত ধরে চললে কোনও লক্ষ্যপূরণই অসম্ভব নয়

নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ মেঃ শনিবার নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য হাত মিলিয়ে কাজ করলে কোনও লক্ষ্যপূরণই অসম্ভব নয়। নীতি আয়োগের দশম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে মোদি বলেন, ‘‘আমাদের উন্নয়নের গতি বাড়াতে হবে। যদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একসঙ্গে এগিয়ে আসে এবং হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে, যাকে টিম ইন্ডিয়া বলে, তাহলে কোনও লক্ষ্যই অসম্ভব নয়।’’

এবারের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের মূল থিম ছিল ‘বিকশিত রাজ্যের জন্য বিকশিত ভারত’। বৈঠকে মোদি বিকশিত ভারতের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ‘‘দেশের উন্নয়নই প্রতিটি নাগরিকের উদ্দেশ্য। যখন প্রতিটি রাজ্য বিকশিত হয়ে উঠবে, একমাত্র তখনই ভারতও বিকশিত হবে। ১৪০ কোটি নাগরিকের এটাই মূল আকাঙ্ক্ষা।’’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘রাজ্যগুলি যেন নিদেনপক্ষে একটি পর্যটনকেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তোলে। সেখানে যেন আন্তর্জাতিক মানের সব সুযোগ-সুবিধা ও পরিকাঠামো থাকে। এক রাজ্য, একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র। আর তা হলেই সেই আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রগুলির আশপাশের শহরগুলিও আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্যস্থল হিসেবে উন্নয়নের মুখ দেখবে।’’ বৈঠকে মোদি নারী কর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধির কথাও বলেন। তাঁর কথায়, ‘‘কর্মক্ষেত্রে আমাদের নতুন নতুন আইন আনতে হবে। নয়া নীতি গ্রহণ করতে হবে। যাতে নারীদের সম্মানের সঙ্গে দেশের কর্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারে, এমন নীতি নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। মানুষ যখন পরিবর্তন অনুভব করবেন, তখন তাঁদের মধ্যেও শক্তির বদল ঘটবে। আর সেটাই এক বিশাল পরিবর্তন ঘটাবে।’’ এদিনের বৈঠকে অবশ্য ছিলেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন না বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। গরহাজির ছিলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াও। গত বছর নীতি আয়োগের বৈঠকের মাঝপথে বেরিয়ে এসেছিলেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, বক্তব্যের মাঝে তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় রেখে কাজ হয় না বলেও তিনি অভিযোগ করেছিলেন। তবে শনিবারের বৈঠকে অবিজেপি শাসিত রাজ্যের বেশ কয়েক জন মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। গত কয়েক দিন ধরেই ভাষা-যুদ্ধ চলছে কেন্দ্র এবং তাঁর মধ্যে। স্ট্যালিনের অভিযোগ, কেন্দ্র নয়া শিক্ষানীতিকে শিখণ্ডী করে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়া চেষ্টা করছে। তাঁর রাজ্যে নয়া শিক্ষানীতি চালু করবেন না তিনি। তার পরে কেন্দ্র শিক্ষাখাতে তামিলনাড়ুর প্রাপ্য টাকা আটকে দিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই আবহে নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত অনেকের। এ ছাড়াও, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, পঞ্জাবের ভগবত মান, তেলঙ্গানার রেবন্ত রেড্ডি, অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নায়ডুরা ছিলেন বৈঠকে। সকলের সঙ্গেই মোদিকে আলাদা করে কথা বলতে দেখা গিয়েছে। বৈঠকে কেন্দ্র-রাজ্য মিলেমিশে কাজ করার কথা মোদির মুখে যেমন শোনা গিয়েছে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারেও উঠে এসেছে। নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রথম থেকেই মোদিকে খোশমেজাজে দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি কখনও হাসছেন, কখনও আবার করমর্দন করছেন, আবার কখনও একসঙ্গে চা খাচ্ছেন। অনেকের মতে, কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ‘দূরত্ব’ যে নেই, তাই উঠে এসেছে নীতি আয়োগে মোদির ব্যবহারে।

১২ জুলাই উদ্বোধন হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ কয়েকদিন আগেই নিজে গিয়ে সরজমিনে সবটা দেখে এসেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। শেষবেলার কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু, কবে খুলবে দরজা তা তখনও জানা যায়নি। অবশেষে আগামী ১২ জুলাই উদ্বোধন হতে চলেছে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে তৈরি হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের এই সার্কিট বেঞ্চ। তারই উদ্বোধনে হতে চলেছে আর মাত্র দেড় মাস পর। সূত্রের খবর, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি-সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা। শুক্রবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অন্য সাত বিচারপতির উপস্থিতিতে হাইকোর্টে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় রাজ্যের সঙ্গে। সেই বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গেই অর্থ, পূর্ত সচিব উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন এডিজি আইন শৃঙ্খলা। বৈঠকে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান কীভাবে হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই যাবতীয় উদ্যোগ নেন।

রাজ্যে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বর্ষার প্রবেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে বর্ষা প্রবেশ করতে চলেছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সোমনাথ দত্ত জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গেও জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বর্ষা ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘এবার নির্ধারিত সময়ের আগেই কেরালায় বর্ষা প্রবেশ করায় এরাজ্যেও আগাম বর্ষা প্রবেশ করতে চলেছে।’’ এদিকে আগামী মঙ্গলবার উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। সেই কারণে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার আগমণ সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হয়। এটি মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমনের ফলে ঘটে। মৌসুমি বায়ু প্রথম কেরালা উপকূলে আসে মে মাসের শেষে বা জুনের শুরুতে এবং ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায়। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৫ সালের বর্ষার আগমণ প্রাক্কালে আবহাওয়ার কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সপ্তাহে, বিশেষ করে ২৮ মে থেকে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাক-

বর্ষার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। কলকাতায়ও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাপমাত্রার পতন ঘটাতে পারে। বর্তমানে কলকাতার তাপমাত্রা ৩০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড-এর আশেপাশে রয়েছে এবং মেঘলা আকাশ রয়েছে। আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা ৩২ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৪ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠতে পারে। বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কমে আসবে এবং আর্দ্রতা বাড়বে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে যে, ২০২৫ সালের বর্ষা মৌসুম কেরালায় ২৪ মে শুরু হয়েছে, যা গত ১৬ বছরের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। সাধারণত, কেরালায় বর্ষার আগমণের পর প্রায় ১০-১২ দিন পর পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা পৌঁছায়। অতএব, ২০২৫ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে বর্ষার আগমণ হতে পারে। আশা করা যায় যে, বর্ষার আগমণ কৃষি ও পরিবেশের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

চাকরি ফিরে পেতে চেয়ে বিকাশের দুয়ারে চাকরিহারারা, আইনজীবী বললেন, ‘কেউ পাবেন না’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শনিবারই বিকাশ ভবনের সামনে থেকে বিক্ষোভ সরিয়ে নেন চাকরিহারারা। তবে চাকরি ফিরে পাওয়ার আন্দোলন যে থামবে না, সেটা তাঁরা স্পষ্ট করেছেন। কিন্তু আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যতই আন্দোলন হোক চাকরি তাঁরা ফিরে পাবেন না। স্বাভাবিকভাবেই এই কথা শুনে আশাহত হয়েছেন চাকরিহারাদের একাংশ। শনিবার সকালে আন্দোলনরত চাকরিহারাদের একাংশ দেখা করতে গেছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। আইনজীবী তাঁদের স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘‘আপনারা কেউ চাকরি ফিরে পাবেন না। আপনাদের নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হবে, তার জন্য তৈরি হন।’’ একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছেন বিকাশ। তাঁর সাফ কথা, সরকার চাকরিহারাদের ভুল বোঝাচ্ছে। রিভিউ পিটিশন করেও কোনও লাভ হবে না। চাকরিহারাদের ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল এদিন বিকাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছিল। তাঁদের আরও একটি বিষয় বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। বলেছেন, যোগ্য-অযোগ্যদের যে তালিকায় ৭ হাজার ২৫০ জনের কথা বলা হচ্ছে সেই সংখ্যাও নাকি ঠিক নয়। বিকাশের দাবি, আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে এই অযোগ্য তালিকায়। ফলত সবমিলিয়ে বিকাশের বাড়ি থেকে নিরাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে চাকরিহারাদের। এদিকে শনিবারই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চাকরিহারা শিক্ষকরা জানান, তাঁদের ইস্যু এবার সংসদে তোলার ব্যাপারে সমস্ত সাংসদদের সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি দেবেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন, সোমবারের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে হবে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করতে চান চাকরিহারারা। কোনও সদুত্তর না পেলে আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন তাঁরা।

‘২০,০০০ ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে জঙ্গি হামলায়’ পাকিস্তানের মুখোশ টেনে খুলে দিল ভারত

নিউ ইয়র্ক, ২৪ মেঃ ভারতের নামে মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছে পাকিস্তান। বিশেষ করে সিন্ধু জল চুক্তি নিয়ে ভুয়ো তথ্য রটাচ্ছে। এবার রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চেই পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিল ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ জানালেন যে জঙ্গি হানায় ২০ হাজার ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং বলেন, ‘‘জল জীবন, এটা কোনও যুদ্ধের অস্ত্র নয়।’’ এর জবাবেই ভারতের প্রতিনিধি পি হরিশ বলেন যে বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের মূলকেন্দ্র পাকিস্তান। যতক্ষণ না পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করছে, ততক্ষণ সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত থাকবে। পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিয়ে ভারতের প্রতিনিধি বলেন, ‘‘ভারত সবসময় দায়িত্বশীল আচরণ করেছে। ৬৫ বছর আগে ভারত বিশ্বাস করে সিন্ধু জলচুক্তি করেছিল। চুক্তির প্রস্তাবনাতেই বলা ছিল বন্ধুত্বের ভরসাতেই চুক্তি হয়েছিল। সাড়ে ৬ দশক পরে, পাকিস্তান সেই বিশ্বাস ধ্বংস করেছে তিনটি যুদ্ধ ও ভারতের উপরে হাজার হাজার সন্ত্রাসবাদী হামলা

চালিয়ে।’’ ভারতের প্রতিনিধি পি হরিশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সামনে তথ্য তুলে ধরেন যে বিগত ৪ দশকে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২০ হাজার ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে। তারপরও ভারত ধৈর্য্য ও মহানুভবতা দেখিয়েছে। পাকিস্তানের মদতে ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় সাধারণ মানুষের যেমন প্রাণহানি হয়েছে, তেমনই ধর্মীয় সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘‘দ্বিতীয়ত, এই ৬৫ বছরে একাধিক মৌলিক পরিবর্তন এসেছে, শুধুমাত্র নিরাপত্তা নিয়ে নয়, একইসঙ্গে ক্লিন এনার্জি, জলবায়ু পরিবর্তন ও ভৌগলিক পরিবর্তন হয়েছে। বাঁধের পরিকাঠামোর প্রযুক্তি জলের ব্যবহার ও কাজের নিরাপত্তা ও দক্ষতার জন্য পরিবর্তিত করা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান বারবার পরিকাঠামোর পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে।’’ ভারতের প্রতিনিধি জানান যে ২০১২ সালে জঙ্গিরা জম্মু-কাশ্মীরের তুলবুল নেভিগেশন প্রজেক্টেও হামলা চালিয়েছিল। পাকিস্তানকে সিন্ধু জলচুক্তি ও তার পরিবর্তন নিয়ে একাধিকবার আলোচনার আহ্বান জানালেও, পাকিস্তান বারবার সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে। সেই কারণে ভারত নিজের অধিকারের পূর্ণ ব্যবহারও করায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। পাকিস্তানের মিথ্যাচার ফাঁস করে দিয়ে তিনি শেষে বলেন, ‘‘পাকিস্তান যতক্ষণ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করবে না, ততক্ষণ সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত থাকবে।’’

নীতি আয়োগের বৈঠকে কেন নেই মমতা, ব্যাখ্যা দিলেন কুণাল-শশী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর না যাওয়ার স্পষ্ট কোনও কারণ দলের তরফে না বলা হলেও শনিবার তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল ঘোষ জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে যোগ না দেওয়ার অন্যতম কারণ হতেই পারে রাজ্যের বকেয়া টাকা কেন্দ্রের আটকে রাখা। ঘটনা হল, এর আগের নীতি আয়োগের যে বৈঠক হয়েছিল তাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে সেই অভিজ্ঞতা থেকে ঠেকে শিখেই এবার বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা। সে’বার মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে দেওয়া হয়নি। বক্তব্যের মাঝপথে তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে কক্ষ ত্যাগ করেন তিনি। যদিও শনিবার তৃণমূল ভবনে কুণাল ঘোষ ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, মমতার না যাওয়ার কারণ হতেই পারে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা। কুণাল বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী সব রাজ্যকে হাতে হাত ধরে এক হয়ে কাজ করার কথা, অমুক তমুক বলছেন, তাহলে বাংলার বকেয়াগুলো কোথায় গেল? বাংলা থেকে ট্যাক্স তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, বাংলায় একশো দিনের কাজ করিয়েছেন, সেই টাকা দেননি প্রধানমন্ত্রী। ৫৯ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারকে ৩৭ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাও পুরোপুরি রাজ্যের তহবিল থেকে। ১২ লক্ষ আবাসের টাকা দেয়নি কেন্দ্র। সেটাও বাংলার বাড়ি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছেন।’’ যদিও সরাসরি কারণ দর্শাতে চাননি কুণাল। তিনি স্পষ্ট করে বলে দেন, নীতি আয়োগের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাওয়া-না যাওয়া নিয়ে তাঁরা একটিও মন্তব্য করবেন না। যখন দরকার তখন মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার কারণ জানিয়ে দেবেন।

বঙ্গেও করোনার থাবা, কলকাতায় খোঁজ মিলল ২ আক্রান্তের, রাজধানীতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ ভারতে নতুন করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বেঙ্গালুরুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। এরই মধ্যে এবার কলকাতায় নতুন করে খোঁজ মিলল করোনা আক্রান্তের। তিন সপ্তাহের ব্যবধানে ফের কলকাতায় কোভিড পজিটিভ। আলিপুরে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের পর এবার কাঁকুরগাছির একটি নার্সিংহোমে মিলল করোনা আক্রান্তের খোঁজ। দেশের একাধিক জায়গা থেকে করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলছে। গত শুক্রবার গুজরাতের এক ২০ মাসের শিশুর দেহে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই উদ্বেগ বেড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাশাপাশি, উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা এবং কর্নাটকের বেঙ্গালুরু শহরেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে গোটা দেশে মোট ৩১২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যদিও সংখ্যাটি তুলনামূলকভাবে কম, তবে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই বৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক। ইতিমধ্যেই দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে দুজনের। ফলে করোনা সংক্রমণের এই নতুন তরঙ্গকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন করে ভয় এবং শঙ্কা। এই পরিস্থিতিতে রাজধানী দিল্লিতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। দিল্লির সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। হাসপাতালগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং করোনা প্রতিরোধী টিকা মজুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় মেডিকেল স্টাফদের প্রস্তুত রাখা হচ্ছে এবং সংক্রমণ বৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে হাসপাতালগুলির ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তবে শুধুমাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থাই নয়, দিল্লি সরকার করোনার নমুনা পরীক্ষার দিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রত্যেকটি হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নমুনাগুলি লোকনায়ক হাসপাতালে জেনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হবে। এর মাধ্যমে ভাইরাসের নতুন কোনো রূপ বা ভ্যারিয়েন্ট দেশে প্রবেশ করেছে কি না, তা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। প্রতিটি নমুনার রিপোর্ট নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে হবে, যাতে পরিস্থিতি সম্পর্কে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কোভিড আবার ফিরে এলেও আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই যদি প্রয়োজনীয় সতর্কতা মেনে চলা যায়। যারা এখনো বুস্টার ডোজ নেননি, তাঁদের তা দ্রুত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মাস্ক পরা, নিয়মিত হাত ধোওয়া এবং ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। এই মুহূর্তে করোনা সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি মিলিতভাবে কাজ করছে। দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরুসহ বড় শহরগুলিতে কোভিড পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশনগুলিতেও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। করোনার এই নতুন সংক্রমণ প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার জন্য প্রত্যেককেই সচেতন থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার সকলের উচিত আরও বেশি সতর্ক ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠা। পরিস্থিতি যদি আরও জটিল হয়ে ওঠে, তবে ভবিষ্যতে নতুন করে বিধিনিষেধ জারি করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এক শীর্ষ কর্মকর্তা। তবে এখনই সেই পথে না হেঁটে সংক্রমণ রোধে কড়া নজরদারি ও চিকিৎসার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে প্রশাসন। সবমিলিয়ে, কোভিডের এই নতুন সংক্রমণ গোটা দেশে এক নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছে প্রশাসনকে। তবে সকলের সহযোগিতা এবং সচেতনতা থাকলে আগের মতো এবারও এই সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই আবহের মধ্যেই জানা গেল, কলকাতায় আলিপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে এক মহিলা চিকিৎসাধীন ছিলেন। মে-মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি নার্সিংহোমে ভর্তি হন। এরপর শনিবার কাঁকুরগাছির একটি নার্সিংহোমে এক প্রসূতির দেহে মিলেছে ভাইরাসের অস্তিত্ব বলে জানতে ওই নার্সিংহোম সূত্রে জানা গিয়েছে।

‘পিকচার আভি বাকি হ্যায়’! সিঁদুর বিতর্কের পর এবার ‘ঝড়ের’ ইঙ্গিত সৌগতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ ‘‘সংসদে অনেক ঝড় উঠবে, পিকচার অভি বাকি হ্যায়’’, মুখ খুলেই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়ের। সাফ কথা, অধিবেশন হওয়া দরকার। আর তা হলেই অনেক কিছু হবে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে দলের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলেম সৌগত রায়। অকপটে বলেছিলেন, ‘‘পাকিস্তানকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ভারত সফল হয়নি। আর এই সিঁদুর-টিঁদুর হল মাসি সেন্টিমেন্ট। চটচটে আবেগ।’’ একইসঙ্গে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে আমেরিকার নাক গলানোও মেনে নিতে পারেননি তিনি। স্পষ্টই বলেছিলেন, ‘‘ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষ যেভাবে শেষ হল, তা ভারতের জন্য লজ্জার। এরকমভাবে ট্রাম্পের কথায় রাজি হওয়া উচিত হয়নি।’’ এদিকে সৌগতর করা মন্তব্য নিয়ে চাপানউতোর শুরু হতেই তৃণমূল যদিও তাঁকে সমর্থন করেনি। উল্টে দূরত্ব বাড়িয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের তরফে লেখা হয়েছিল, ‘আমরা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, সাংসদ সৌগত রায়ের করা মন্তব্য, কোনও ভাবে দলের মতামত নয়।’ এখন আচমকা সৌগতর ‘পিকচার আভি বাকি হ্যা’ মন্তব্যেই নতুন করে বাড়ছে চাপানউতোর। সৌগতর সাফ কথা, ‘‘পহেলগাঁওয়ের ঘটনা এক কথায় গোয়েন্দা ব্যর্থতা। এটা নিয়ে কথা হবে না?’’ শুধু তাই নয়, নিরাপত্তা ইস্যুতে গুচ্ছ গুচ্ছ প্রশ্ন জমা হয়েছে বলেই মত সৌগতর। আর সব নিয়েই কথা বলার প্রয়োজন সংসদে। সৌগতর কথায়, প্রশ্ন আছে বলেই প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। কিন্তু, ঠিক কোন কোন প্রশ্নে কেন্দ্রের অবস্থানের কাটাছেঁড়া করতে চাইছেন দমদমের সাংসদ? সৌগত বলছেন, ‘‘মমতা দেশের নেত্রী হিসেবে সঙ্গত দাবি তুলেছেন। অধিবেশন হওয়া দরকার। কোনও বিরোধীরাই যুদ্ধের সময় রাজনীতি করেনি। রাহুল গান্ধি কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূলও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখন অনেক প্রশ্ন তুলছে। প্রশ্ন আছে তাই বিরোধীরা তুলছে।’’

পাকিস্তান বোঝে এমন ভাষায় তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিতঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

টোকিও, ২৪ মে ঃসন্ত্রাস প্রসঙ্গে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার জাপানের রাজধানী টোকিও-তে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের আলাপচারিতার সময় অভিষেক বলেছেন, আমরা এখানে এই বার্তা এবং সত্য ভাগ করে নিতে এসেছি যে, ভারত ভয়ের কাছে নতজানু হবে না। আমি এমন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য যারা বিরোধী দলে রয়েছে। আমি জনসাধারণের কাছে বলেছি, পাকিস্তানকে যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি সন্ত্রাসবাদ একটি হিংস্র কুকুর হয়, তাহলে পাকিস্তান একটি হিংস্র হ্যান্ডলার। আমাদের প্রথমে এই হিংস্র হ্যান্ডলারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশ্বকে একত্রিত করতে হবে। অন্যথায়, এই হিংস্র হ্যান্ডলার আরও হিংস্র কুকুরের বংশবৃদ্ধি এবং লালন-পালন করবে।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, আমরা পাকিস্তানকে দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তারা কিছু পদক্ষেপ নেবে এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনবে। ভারত ১৪ দিন পর এয়ার স্ট্রাইক চালিয়ে ৯টি সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে। এটা ভারত, যা দৃঢ় সংকল্প এবং সম্মানজনক পদক্ষেপ নেয়। আমরা একটিও বেসামরিক নাগরিকের জীবনকে বিপন্ন না করেই সেই সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করেছি।

মাত্র ৫৪ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত অভিনেতা মুকুল দেব

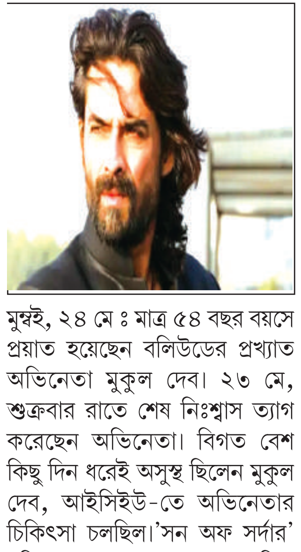

মুম্বই, ২৪ মে ঃ মাত্র ৫৪ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন বলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা মুকুল দেব। ২৩ মে, শুক্রবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অভিনেতা। বিগত বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন মুকুল দেব, আইসিইউ-তে অভিনেতার চিকিৎসা চলছিল।'সন অফ সর্দার' ছবিতে মুকুলের সঙ্গে কাজ করা বিন্দু দারা সিং এই দুঃসংবাদ জানিয়েছেন। বেশ কিছু দিন ধরেই মুকুল দেবের শরীর খারাপ ছিল, হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আইসিইউ-তে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন তিনি।দিল্লিতে এক পঞ্জাবি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মুকুল, তাঁর বাবা হরি দেব একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার হিসেবে দাযিত্ব পালন করেছিলেন। মুকুল পশতু এবং ফার্সি ভাষায় সাবলীল ছিলেন।

হরিণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল ৪ জন পরিবেশপ্রেমীর

জয়সলমীর, ২৪ মে ঃ রাজস্থানের জয়সলমীরে ৪ জন পরিবেশপ্রেমীর প্রাণ গেল হরিণ বাঁচাতে গিয়ে। জানা গিয়েছে, লাঠি থানার অন্তর্গত এলাকায় শুক্রবার রাতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বন দফতরের এক কর্মী-সহ ৪ জন পরিবেশ ও পশুপ্রেমী।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিণ শিকারের খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁদের গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। ৪ জন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায় বলে জানান।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত এক দশকের শাসনকালে দেশজ প্রযুক্তি উন্নয়নে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং আধুনিক যুদ্ধে তার প্রভাবের উপর।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পৃথ্বী বিজ্ঞানের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তর এবং কর্মীবর্গ, গণঅভিযোগ ও অবসরভাতা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জোর দিয়ে বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর এবং গত চার দিন আবার প্রমাণ করেছে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তিকে। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সাফল্যের সঙ্গে দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ ঘটিয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন বর্তমানে প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রযুক্তিই দেশে তৈরি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীই সেই ব্যক্তি যিনি আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যে।জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের সূত্র স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই দিনটি প্রথম পালিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে তকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাবনা অনুযায়ী সফল পোখরান পরমাণু পরীক্ষার উদযাপনের লক্ষ্যে। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে যে ভাবনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আরও পরিণত হয়েছে, ভারতকে পরিণত করেছে বিশ্বপ্রযুক্তি নেতাতে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে ২০১৪ থেকে অভ্যন্তরীণ নির্মাণের উপর সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরন্তর আত্মনির্ভরতা অর্জনে জোর দেওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত আর বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের আধুনিক যুদ্ধের সাফল্য Viksit Bharat ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রতিফলন।বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন টেকনোলজি ডেভলপমেন্ট বোর্ড (টিডিবি)-এর প্রশংসা করেন বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানে ১০০০ ড্রোন প্রদর্শনী সহ প্রথম শ্রেণীর উদ্যোগকে সাহায্য করার জন্য। তিনি বলেন ড্রোন, যা একদা ছিল প্রতীকী, তা এখন ভারতের বিবর্তিত প্রতিরক্ষা পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে।টিডিবি-র প্রতি বছর নতুন থিম স্থির করার ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং তুলে ধরেন এ বছরের থিম ' যা অত্যাধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, ভারত গত এক দশকে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বৃদ্ধির উপযোগী পরিমণ্ডলের জন্য কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। তিনি বলেন, ভারতে কখনও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের নেতৃত্ব আছে, যা উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা করে।বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে ভারতের চমকপ্রদ অগ্রগতিকে তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রতিফলন বেশ কয়েকটি সাফল্য। এই সূত্রে তিনি আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতে ৮১তম স্থান থেকে ৩৯তম স্থানে উঠে আসার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পেটেন্টের ৫৬ শতাংশই নথিভুক্ত করছে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাই - এটি দেশজ উদ্ভাবনের অগ্রগতির লক্ষণ। ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল হয়ে উঠেছে, উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিকে উসাহ দিয়ে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, ২,০০০ কোটি থেকে পৌঁছেছে ১৬,০০০ কোটি টাকাতে, দেশজ সক্ষমতার শক্তিকে তুলে ধরেছে। তিনি আরও বলেন, যে গ্রস এক্সপেনডিচার অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (জিইআরডি)-র জন্য বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, ৬০,০০০ কোটি থেকে ১,২৭,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএসটি এবং ডিবিটি-র বাজেট ১০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য মহাকাশ ক্ষেত্রের বাজেট প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় যা ভারতকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং 'ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্ক্রিপশন'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেরও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ফেলোশিপের জন্য একটিমাত্র পোর্টালেরও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে ভারতে গবেষণা করা সহজ হয়ে উঠেছে।অনুষ্ঠানে গত পাঁচ বছর টিডিবি-র সাহায্যপ্রাপ্ত সুপার ৩০ স্টার্টআপস-এর কমপেনডিয়াম প্রকাশ করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশনের অধীনে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দুটি নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন। কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিইউএস)-এর জন্য পাইলট প্রকল্প নিয়ে কাজ করা, শিল্প-শিক্ষা সংগঠনকে প্রকল্প অনুদান তুলে দেন তিনি।ভাষণের শেষে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২৭তম জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি উদযাপন করা হচ্ছে, যা India ২০৪৭-এর জন্য সুর বেঁধে দিয়েছে।অনুষ্ঠানে যোগ দেন পদ্মভূষণ অজয় চৌধুরী, যিনি বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে দেশজুড়ে উদ্যোগের উপর জোর দেন এবং প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অর্জনে অনুসন্ধান এনআরএফ-এর মতো উদ্যোগের পক্ষে সরব হন।অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএসটি-র সচিব ডঃ অভয় কারান্ডিকর, ডিবিটি-র সচিব ডঃ রাজেশ গোখলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট জন ছাড়াও শীর্ষ আধিকারিকেরা।

ভিন রাজ্যে কাজের মাঝে প্রাণ হারালেন মালদার পরিযায়ী শ্রমিক, দেহ ফিরতেই শোক ছায়া গ্রামে

মালদা , ২৪ মে ঃ ভিন রাজ্যে জীবিকার খোঁজে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হল মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। কফিনবন্দি দেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল গোটা পরিবার ও গ্রামবাসীরা। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক শেখ বুলুর বাড়ি মালদা জেলার ইংলিশবাজার ব্লকের শোভানগর অঞ্চলের মাদিয়া বাধা গাছ গ্রামে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় চার মাস আগে কর্নাটকের হুবলি জেলায় টাওয়ারের নির্মাণকাজে যোগ দিতে যান শেখ বুলু। মঙ্গলবার সকালে টাওয়ার তৈরির সরঞ্জাম গাড়িতে তোলার সময় দুর্ঘটনাবশত সে গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।শনিবার সকালে তাঁর কফিনবন্দি দেহ গ্রামে এসে পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী খুশবারি খাতুন ও দুই নাবালক সন্তান। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে বিপর্যস্ত পরিবার।ঘটনার খবর পেয়ে মৃত শ্রমিকের বাড়িতে পৌঁছান স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকী। তিনি মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং সমস্ত রকম সরকারি সহায়তা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি, তিনি মৃত শেখ বুলুর দুই সন্তানের পড়াশোনার সম্পূর্ণ দাযিত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন বলে জানান।ঘটনার পর মৃতের এক আত্মীয় জানান, বুলু পরিবারের জন্য সবকিছু করত। ওর মৃত্যু আমাদের ভেঙে দিয়েছে।স্ত্রী খুশবারি খাতুন বলেন, ওর ছাড়া আমাদের কিছু নেই। এখন আমি কী করে সন্তানদের বড় করব!এই মর্মান্তিক ঘটনা ফের একবার ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্ন তুলে দিল।

সন্ত্রাসের অবসান ঘটানোর জন্য ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধঃসলমন খুরশিদ

টোকিও, ২৪ মে ঃ সন্ত্রাসের অবসান ঘটানোর জন্য ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জোর দিয়ে বললেন কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ। শনিবার জাপানের রাজধানী টোকিও-তে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রবাসী ভারতীযদের আলাপচারিতার সময়, কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বলেন, আমাদের সংকল্প সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটানোর জন্য। সেই সময়ের পাকিস্তানি সেনাপ্রধান এখন নিজেকে ফিল্ড মার্শাল হিসেবে প্রচার করেছেন। ১৯৪৭ সালে, আমাদের দু'টি পথ ছিল। প্রথম পথে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা সবাই একসাথে থাকব এবং আমরা এমন একটি দেশ তৈরি করব যেখানে সবাই একসাথে থাকবে এবং তাকে ভারতবর্ষ বলবে। অন্য কেউ কেবল ধর্মের নামে একটি দেশ তৈরি করেছে। কয়েক বছরের মধ্যে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে দেশ ধর্মের নামে তৈরি হয় না। বাংলাদেশ গঠনে ভারতের বিশাল অবদান ছিল। দু'টি ভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে, একটি মতাদর্শ যা সমষ্টিগত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অন্যটি যেখানে তারা একে অপরের সঙ্গে থাকতে সক্ষম নয় বলে মনে হয়।

২৫ মে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান, অধীর অপেক্ষায় দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৪ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ মে, রবিবার মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। রবিবার আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১২২-তম পর্ব।রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

যশোর রোডের পাশে সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ, দুই ব্যবসায়ীকে পঞ্চায়েতের নোটিশ

গাইঘাটা , ২৪ মে ঃ উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার ইছাপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যশোর রোডের পাশে সরকারি জমি দখল করে অবৈধভাবে নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে দুই ব্যবসাযীর বিরুদ্ধে। অভিযোগের তির কাঞ্চন দাস ও অসিত দাস নামে দুই দোকানদারের দিকে। শুধু রাস্তার পাশেই নয়, অভিযোগ রয়েছে-জেলা পরিষদের একটি পুকুরের উপরে পিলার দিয়ে নির্মাণ করেছেন অভিযুক্তরা।পঞ্চায়েত সূত্রে খবর, স্থানীয়দের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয় ইছাপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধান জয়দেব হাজরা জানান, স্থানীয় বাসিন্দারা বিষযটি জানানোয় পঞ্চাযেত থেকে দুই অভিযুক্তকে নির্মাণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এলাকাটি পরিদর্শনের পর প্রশাসনিকভাবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, কাঞ্চন দাস ও অসিত দাস নোটিশ পাওয়ার পর কাজ বন্ধ রেখেছেন ঠিকই, তবে সামনের দিকে আর একটি দোকানের নির্মাণকাজ এখনও চলছে। ওই নির্মাণ নিয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান।অভিযোগ অস্বীকার না করে অভিযুক্ত কাঞ্চন দাস বলেন, রাস্তার ধারে অনেকেই যেভাবে সরকারি জায়গায় দোকান করেছে, আমিও করেছি। প্রশাসন যদি মনে করে নির্মাণ ভেঙে দেবে, আমার কোনও আপত্তি থাকবে না।এই বিষয়ে শনিবার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, সরকারি জমি দখল করে যেকোনও ধরনের নির্মাণ আইনবিরুদ্ধ। এই বিষয়ে প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। কোনও পক্ষপাত যেন না থাকে, সেটা দেখতে হবে।সরকারি জমি দখলের ঘটনা ঘিরে এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। প্রশাসনের তরফে কবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সে দিকেই তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা।

রাতের অন্ধকারে ফেন্সিং টপকে ঢুকছিল পাকিস্তানি, বিএসএফ বুঝিয়ে দিল ভারতের ক্ষমতা কী!

আহমেদাবাদ, ২৪ মেঃ মুখ থুবড়ে পড়েছে, তবুও শোধরাচ্ছে না পাকিস্তান। ফের সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা পাকিস্তানির। নজরে পড়তেই তাঁকে সতর্ক করে বিএসএফ। তারপরও ওই অনুপ্রবেশকারী থামেনি। শেষে গুলি চালায় বিএসএফ। নিকেশ করা হয়েছে ওই পাক অনুপ্রবেশকারীকে। গুজরাটে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা এক পাকিস্তানি। জানা গিয়েছে, গতকাল, ২৩ মে রাতে গুজরাটের বাঁশকাথায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছিল ওই পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী। সীমান্তের ফেন্সিং টপকে ঢুকছিল ওই অনুপ্রবেশকারী। সীমান্তে পাহারারত বিএসএফ জওয়ানরা দেখতে পায় তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করা হয় এবং পাকিস্তানে ফিরে যেতে বলা হয়। তারপরও থামেনি ওই অনুপ্রবেশকারী। ভারতের দিকেই এগোতে থাকে অনুপ্রবেশকারী। বাধ্য হয়েই বিএসএফ গুলি চালায়। বিএসএফের গুলিতে নিকেশ হয় ওই অনুপ্রবেশকারী। জানা গিয়েছে, ওই অনুপ্রবেশকারীর জামার ভিতর থেকে একাধিক পরিচয়পত্র ও নকশা পাওয়া গিয়েছে। কীসের নকশা এগুলি, তা এখনও জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় সরাসরি মদত ছিল পাকিস্তানের। এমনটাই দাবি ভারত সরকারের। জঙ্গি হামলার যোগ্য জবাব দিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে 'অপারেশন সিঁদুর' চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি। এরপর থেকেই দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থানে ড্রোন ও মিসাইল হামলা চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিটি হামলাই প্রতিহত করে ভারত।

ভারতের অন্যান্য অংশকেও নিশানা করা হয়েছিল, সন্ত্রাস প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর

বার্লিন, ২৪ মে ঃশুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর নয়, ভারতের অন্যান্য অংশকেও নিশানা করা হয়েছিল, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। জার্মানির বার্লিনে জার্মান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসে এক আলোচনার সময় বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এটি ছিল একটি সন্ত্রাসী হামলা, যা কেবল জম্মু ও কাশ্মীর নয়, ভারতের অন্যান্য অংশকেও নিশানা করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভীতিকর মনোভাব তৈরি করা এবং কাশ্মীরের পর্যটন অর্থনীতি ধ্বংস করা এবং ধর্মীয় বিভেদ বপন করা।এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আমরা যা প্রতিহত করেছি, তা ছিল সন্ত্রাসবাদ। আমরা সন্ত্রাসীদের সদর দফতর এবং সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করেছিলাম। আমাদের অভিযান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং এই ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থান করে, কারণ সেই দেশটি বহু বছর ধরে সন্ত্রাসবাদকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

কুপওয়াড়াতে গভীর খাদে পড়ে মৃত এক ব্যক্তি

কুপওয়াড়া, ২৪ মে ঃ উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়াড়া জেলাতে গভীর খাদে পড়ে মৃত এক ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, বিডি টিটওয়াল বনাঞ্চলে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। শনিবার সকালে ঘাস কাটতে গিয়ে পা ফসকে গভীর খাদে পড়ে তাঁর মৃত্যু হযেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তিনি প্রতিদিনের মতো জঙ্গলে ঘাস কাটতে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা পা পিছলে খাদে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মৃতের নাম মহম্মদ রফি টঞ্চ (৫৫), তিনি বিডি টিটওয়ালের বাসিন্দা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হয়, কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ২৪ মে ঃ এই হচ্ছে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার অবস্থা! তথ্য-সহ নির্দিষ্ট অভিযোগের উল্লেখ করে এক্সবার্তায় লিখলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার।তিনি শনিবার লিখেছেন, যুব তৃণমূল নেতা সৌরভ সরদার ১১৬ বিধান নগর পার্ট ২৬৯ প্রান্তিক সমাজ সদন সিরিয়াল নাম্বার ৪১৯ এবং ১১৬ বিধান নগর পার্ট ২৭০ প্রান্তিক সমাজ সদন সিরিয়াল নাম্বার ৭৮১ এর ভোটার।অন্যজন বিপ্লব পালিত, মন্ত্রী সুজিত বসুর ঘনিষ্ঠ। এই ব্যক্তি বেলেঘাটা পার্ট ৩০৬ মোহিনী বিদ্যালয়ে সিরিয়াল নম্বর ৩৮ এবং ১১৬ বিধান নগর পার্ট ২৬৯ প্রান্তিক সমাজ সদন সিরিয়াল নম্বর ২১৬ - র ভোটার।অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের এই দুই ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের দুটো কেন্দ্র থেকে ভোটার হয়ে রয়েছে। নির্বাচন এলে এরা তৃণমূলকে দুবার করে ভোট দেবে।এছাড়াও জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে দুটো করে ভোটার কার্ড দিয়েছে তৃণমূল যেমন আনসারুল্লা বাংলা জঙ্গি সংগঠনের সদস্যকে ফারাক্কা এবং মুর্শিদাবাদ - দুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটার বানিয়ে রেখেছে। এছাড়া অবৈধ বাংলাদেশ এবং রোহিঙ্গাদের ভোটার কার্ড দিয়েছে তৃণমূল।

ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে নানা জনগোষ্ঠীর ভূমিকা ও ভবিষ্যতের আভাষ তথাগতের বার্তায়

কলকাতা, ২৪ মে ঃ আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের ভূমিকা ও ভবিষ্য। শনিবার এ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানালেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, মাড়োয়ারিঃ রাজ্যের টাকার নিযন্ত্রণ এঁদের হাতে আছে, থাকবে। এঁদের মধ্যে যাঁরা শিল্পপতি তাঁরা অন্য রাজ্যে চলে যাবেন, যাঁরা কেনাবেচায় আছেন তারাই শুধু থাকবেন।বিহার-ইউপিঃপশ্চিমবঙ্গের শারীরিক পরিশ্রমের কাজ অনেকটাই এরা করেন, করবেন। এদের পিছনে বাংলা পক্ষকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা কিছুই করতে পারে নি।বাঙালি ও উর্দুভাষী মুসলমানঃসরকারের সম্পূর্ণ সমর্থন নিয়ে চুপচাপ নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে যাবে। মাঝে মাঝে মুর্শিদাবাদ-ধরণের কান্ড ঘটিয়ে রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চল হিন্দুশূন্য করে দেবে। শেষপর্যন্ত রাজ্যের প্রশাসন কুক্ষিগত করে নেবে।বাঙালি হিন্দু হতভম্ব হয়ে, বেকারী ও দৈন্যদশায় জর্জরিত অবস্থায় বসে থাকবে। রাজ্যের কর্তৃত্ব এদের হাত থেকে চলে যাবে। মাঝে মাঝে ভাতা পেয়ে খুশি হয়ে থাকবে।

মহিলা কামরা বাড়ানোর দাবিতে ট্রেন অবরোধ মথুরাপুরে

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ মে ঃ মহিলা কামরা বাড়ানোর দাবিতে ট্রেন অবরোধ শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখার মথুরাপুরে। শনিবার সকালে মথুরাপুর স্টেশন চত্বর এলাকায় সকাল ৬টা নাগাদ ট্রেন অবরোধ শুরু করেন মহিলা যাত্রীরা।বিক্ষোভের জেরে প্রায় দেড় ঘণ্টা এই শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। মহিলাদের ট্রেন অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জিআরপি এবং মথুরাপুর থানার পুলিশ।কয়েক মাস আগে ট্রেনে মহিলা কামরা বাড়ানো হয়েছে। তবে কেন রেল অবরোধ? এদিন বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, সকাল পাঁচটা পঞ্চাশে যে ট্রেনটি লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে মথুরাপুর হয়ে শিয়ালদহ পৌঁছয়, সেই ট্রেনের মহিলা কামরা কম থাকায় মহিলা যাত্রীদের ট্রেনে ওঠার অসুবিধায় পড়তে হয়। মহিলা কামরায় যাত্রীরা ঠিকঠাক ভাবে বসতে পারেনা, প্রতিদিন মহিলাদের মধ্যে ঝামেলা-অশান্তি সৃষ্টি হয় বলে দাবি তাঁদের।

রাশিফল

মেষঃ আপনার শক্তি সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে, যা আপনাকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ভাল ফলাফল দিতে পারে। হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে, তাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিনিয়োগ করুন।।

বৃষঃবন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে। যদি কোনও বিরোধ চলে, তবে এই দিনই তা সমাধানের সঠিক সময়। অন্যরা আপনার সংবেদনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তা দ্বারা প্রভাবিত হবে। ।

মিথুনঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন। আপনার পরিবারের হিতসাধনে কঠোর পরিশ্রম করুন।

কর্কটঃযদি কোনও পুরনো মতপার্থক্য চলে থাকে, তবে এই দিনই সমাধানের সঠিক সময়। কর্মক্ষেত্রে, আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। ।

সিংহঃ আজ আপনি আপনার প্রিয়জনের সাথে ভাল খবর শেয়ার করতে পারেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। ভাগ্যের প্রাধান্য এবং দক্ষতার সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির উপর জোর দেবে। ভালো ফলাফল পাবেন। আপনার মনের কথা বলা সহজ হবে। ভ্রমণ এবং বিনোদনের সুযোগ থাকবে।।

কন্যাঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। বড়সড় পরিকল্পনা এবং ধারণাশালী কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে- কোন বিনিয়োগ করার আগে সেই ব্যক্তির বিশ্বস্ততা এবং সত্যতা যাচাই করে নিন।

তুলাঃ এই দিন প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক কথোপকথন মানসিক চাপের অবসান ঘটাবে এবং বোঝাপড়া বৃদ্ধি করবে।

বৃশ্চিকঃ আপনার হাসি বিষণ্নতার বিরুদ্ধে যন্ত্রণা দূরীকরণের কাজ করবে। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন। অযত্নে অভিনয় করা আপনার আইটেমগুলি চুরি বা অপসারণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। ।

ধনুঃ ব্যক্তিগত সম্পর্কে গভীরতা আসবে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আনঃদের মুহূর্তগুলি ভাগ করে নেবেন। আপনার অনুভূতি প্রকাশ করার এটি সঠিক সময়। কেরিয়ারের দিক থেকে আপনি নতুন প্রকল্প বা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

মকরঃ আজকে আপনি খুবই চনমনে থাকবেন। প্রবল উদ্দীপনা থাকায় আপনি অনেক কাজ সম্পন্ন করে ফেলবেন এবং চারদিকে আপনার উৎসাহ ছড়িয়ে দেবেন। ।

কুম্ভঃ আজকে আপনার মাথায় অর্থ চিন্তা ঘুরবে। আপনি যদি আর্থিক বিষয়গুলি ঠিক ভাবে গোছাতে চান, তাহলে আজকে খুবই ভালো দিন।।

মীনঃ আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া এবং রসিদের টাকা প্রদান করা সুবিধাজনক করবে। বিবাহযোগ্যদের জন্য বৈবাহিক বন্ধন। ভালোবাসার জন্য উসাহময় দিন- সন্ধ্যের জন্য কিছু বিশেষ পরিকল্পনা করুন এবং এটিকে যতটা সম্ভব রোম্যান্টিক করতে চেষ্টা করুন। ঘরে ধর্মানুষ্ঠানহোমশুভ

আবহাওয়া

শনিবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে অসহ্য দহনজ্বালা থেকে স্বস্তি পেল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। শহর ও শহরতলিতে মনোরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। রাতভর বৃষ্টির পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সামান্য স্বস্তি মিলেছে শহরবাসীর। হাঁসফাঁস গরমের অস্বস্তিও কিছুটা কমেছে।পারদ-পতন হয়েছে মহানগরী কলকাতাতেও। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.৫ ডিগ্রি কম। বৃহস্পতিবারও সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা কলকাতার আকাশ। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কমবেশি ঝড়বৃষ্টি চলবে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৯ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১১টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

ঘুসুড়ির বৃদ্ধকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের নয়ডা থেকে ধৃত মূল মাস্টারমাইন্ড

উদ্ধার ৬.১৭ লক্ষ টাকা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ মেঃ ঘুসুড়ির বৃদ্ধকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের নয়ডা থেকে মূল মাস্টারমাইন্ড গ্রেফতার। উদ্ধার ৬.১৭ লক্ষ টাকা। ডিজিটাল অ্যারেস্টের এর নামে হাওড়ার ঘুসুড়ির এক বৃদ্ধের কাছ থেকে দুস্কৃতীরা হাতিয়ে নিয়েছিল প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। পরে ঘটনার তদন্তে নেমে হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার সেলের আধিকারিকরা উত্তরপ্রদেশের নয়ডা থেকে এক মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ছয় লক্ষ সতের হাজার টাকা। ধৃত কপিল কুমারকে চারদিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

হাওড়ার বেলুড় থানার অন্তর্গত ঘুসুড়ির ৭৬ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধ সাইবার অপরাধীদের ফাঁদে পড়েন। গত ১১ মার্চ মানি লন্ডারিং ও অন্য কেসে তাঁকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয় বলে জানায় দুস্কৃতীরা। মুম্বইয়ের কোলাবা পুলিশ স্টেশনের নাম করে পুলিশের পোশাক পরিহিত এক প্রতারক ওই বৃদ্ধকে ভিডিও কল করে বলেন তাঁকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তিন দিন তিনি ওই অবস্থায় থাকেন। তারপর অন্য একটি নম্বর থেকে শীর্ষ আদালতের একটি নকল অর্ডার সিট হোয়াটস অ্যাপে পাঠিয়ে তাঁকে গ্রেফতারের কথা জানানো হয়। অভিযোগ তিনি কালো টাকা পাচার এবং মুম্বই এয়ারপোর্টে কাস্টমসে তাঁর নামে বেআইনি মাল আটকে আছে। এসব থেকে মুক্তি পেতে ৩০ লক্ষ টাকা পাঠাতে বলা হয়। টাকা পাঠানোর পর অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেলে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তিনদিন পর ওই বৃদ্ধ ব্যক্তি হাওড়া সিটি পুলিশের সাইবার সেলে অভিযোগ দায়ের করেন। এই মামলায় তদন্ত নেমে হাওড়া সিটি পুলিশ উত্তরপ্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরের ৩১ বছর বয়সী কপিল কুমার নামে এক ডেলিভারি ম্যানকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত কপিল কুমারের অ্যাকাউন্টে ২০ লক্ষ টাকা জমা পড়লেও তার মধ্যে তিনি ১৯.৫০ লক্ষ টাকা অনলাইনে পাঠান এবং নিজে ৫০ হাজার টাকা রেখে দেন। ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে হাওড়ায় নিয়ে আসা হয়।

শুক্রবার তাঁকে আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যেই ৬.১৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে বৃদ্ধের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় যে ব্যক্তি ফোন করেছিলেন তিনি কপিলের সহকারি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তাঁর খোঁজ চলছে বলে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি নর্থ বিশপ সরকার জানান। তিনি বলেন, কেওয়াইসি-তে যে ফোন নম্বর ছিল তার লোকেশান ট্র্যাক করেই নয়ডা থেকে কপিলকে ধরা হয়। পুলিশি জেরায় কপিল নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে।

আবার করোনার থাবা, এবার মগরাহাটে করোনায় আক্রান্ত এক কিশোর ও এক মহিলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৪ মেঃ রাজ্যে আবার করোনারআক্রমণ। এবার মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের এক তরুণী ও এক কিশোরের শরীরে মিললো করোনারভাইরাস। তারপর থেকেই স্বাভাবিকভাবে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলা প্রশাসনের তরফে এলাকাবাসী দের সতর্ক করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত আতঙ্কের কিছু নেই বলেই স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেল। মাস্ক, স্যানিটাইজার,সামাজিক দূরত্ব বিধি পালন, কোয়ারেন্টাইন। ২০১৯ সালের শেষদিক থেকে এই শব্দগুলির সঙ্গে অভ্যস্ত প্রায় আমরা সকলে। কারণ,সেই সময় চিন থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মারণ করোনা ভাইরাস। যার কবলে পড়ে গোটা বিশ্বের ৭০ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

সেই সময় কাটিয়ে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে গোটা দেশ। তবে তারই মাঝে আবার এলো এই অশনি সংকেত। আবার ও দেশজুড়ে বাড়ছে কোভিড ভাইরাস। নতুন ভ্যারিয়্যান্টের ফলে বাড়ছে সংক্রমণ। কর্নাটক, তামিলনাড়ু, গুজরাট, দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং সিকিমেও মিলেছে করোনা আক্রান্তের খোঁজ। আর এবার এই রাজ্যের মগরাহাটে মিললো দুজন আক্রান্তের হদিশ। ডায়মন্ডহারবার স্বাস্থ্য জেলা সূত্রে জানা গেল, মাঝে মধ্যেই জেলার বিভিন্ন ব্লকে সাধারণ মানুষের থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। আর সেই নমুনা পরীক্ষাতেই প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে মগরাহাট দু নং ব্লকের ওই দু'জনের শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে।

ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলা সূত্রে জানা গেল,এখনও আতঙ্কের কিছু নেই। ওই আক্রান্ত দু'জন বর্তমানে তাঁদের বাড়িতেই রয়েছেন, সুস্থই রয়েছেন। তবে ডায়মন্ড হারবার জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর পুরো বিষয়টা নিয়ে সতর্ক রয়েছে। কোভিড আক্রান্ত এই দু'জনের স্বাস্থ্য নিয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা হচ্ছে। ব্লক স্বাস্থ্যদপ্তরকেও এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই এলাকার সব মানুষের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে আর কারুর শরীরে এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাস পাওয়া যায় নি। তবে পুরো জেলাতেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেল।

ভারতীয় জল নোটসহ গ্রেফতার এক যুবক

বসিরহাট, ২৪ মেঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থানার বড় জিরাকপুর এলাকা থেকে,এক যুবককে গ্রেফতার করলো বসিরহাট থানা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বসিরহাট থানার বড় জিরাকপুর এলাকায় সাগর দাস নামে এক যুবক, সে দীর্ঘদিন ধরে অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। পুলিশের কাছে একাধিক অভিযোগ আসছিল। এরপর বসিরহাট থানার আইসি রক্তিম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, ওই যুবক বড় জিরাফপুর এলাকায় ঘোরাঘুরি করছ।বসিরহাট থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম ওই এলাকায় যায় গিয়ে সাগর দাস নামে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই, তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় সাত হাজার ছয়শো পঞ্চাশ টাকার জাল নোট।এরপর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে আজ শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করে। ইতিমধ্যে বসিরহাট থানা পুলিশের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টা তদন্ত শুরু করেছে। কোথা থেকে ওই ভারতীয় জাল নোট নিয়ে আসলো। এর সঙ্গে কোনো আন্তর্জাতিক জাল নোট পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হাসনাবাদের কাটাখালিতে রাতের আকাশে রহস্যময় আলো যুক্ত বস্তু, ড্রোন ভাবছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা,আতঙ্কিত বাসিন্দারা

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ, ২৪ মেঃ কলকাতার পর এবার উত্তর চব্বিশ পরগনার ভরত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হাসনাবাদে ড্রোন আতঙ্ক। আকাশে রহস্যময় আলো যুক্ত চলমান বস্তু র দেখা মিললো ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের হাসনাবাদের আকাশে। হাসনাবাদের বরুণহাট সন্নিহিত এলাকার আকাশে দেখা মেলে বস্তুগুলি, যার অভিমুখ ছিলো বাংলাদেশ। ফলত বস্তুগুলি বাংলাদেশী ড্রোন বলেই ধারনা প্রত্যক্ষদর্শীদের। শুক্রবার রাতের ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় মানুষজন। বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন পুলিশ, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। জানা যায়,স্থানীয় কয়েকজন যুবক হাসনাবাদের কাটাখালি সেতুর উপর বসে মোবাইলে আই পি এল ম্যাচ দেখায় ব্যস্ত ছিলেন। ঘড়িতে তখন রাত দশটার কিছু বেশি। আচমকা তারা লক্ষ্য করেন আকাশে আলো যুক্ত চলমান যান । সাথে সাথে ঘটনাটি মোবাইল বন্দি করে ফেলেন তারা । পরবর্তীতে আরো দুটি একই বস্তর দেখা মেলে আকাশে। কিছু সময় পর সেগুলি বাংলাদেশের দিকে চলে যায় বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। বস্তুগুলি ড্রোন বলেই ধারনা তাদের। বস্ত গুলি চাক্ষুষ করার পরই খবর দেওয়া হয় হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ থানা এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে। পুলিশ ও বিএসএফের উচ্চ পদস্থ আধিকারীকরা ঘটনাস্থলে আসেন। খতিয়ে দেখেন বিষয়টি। শুক্রবার রাতের আকাশে আচমকা বিস্ময়কর বস্তু যা দেখে ড্রোন বলছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা তার আবির্ভাব নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।

সম্প্রতি,শিলিগুড়ির প্রশাসনিক সভা থেকে সীমান্তে পাহারা জোরদার করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো শুক্রবার থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বসিরহাট হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ জুড়ে বি এস এফ এবং পুলিশের পক্ষ থেকে যৌথ নজরদারিও শুরু হয়েছে।ভিন দেশ বা ভিন রাজ্য থেকে কে বা কারা আসছে কোথায় থাকছে তাদের আসার উদ্দেশ্যই বা কী ইত্যাদি নানান বিষয়ে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে নজর রাখা এবং গ্রামবাসীদের সচেতন করার কাজও শুরু হয়েছে। তারই মধ্যে রহস্যময় ড্রোনের আবির্ভাবে আশঙ্কিত হাসনাবাদের এই এলাকার মানুষ। হাসনাবাদের কাটাখালি নদীর উপর কাটাখালি সেতু।যার উত্তরে বরুনহাট , দক্ষিণে কাটাখালি।সেতুটি হাসনাবাদ এবং হিঙ্গলগঞ্জকে জুড়েছে।

কাটাখালি নদী পূবে ইছামতি নদীতে গিয়ে মিশেছে। যার কোলঘেঁষেই প্রতিবেশী বাংলাদেশের অবস্থান। এপাড়ে ইছামতী বরাবর টাকী, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা। ফলে বাড়তি নজর দিতে হয় পুলিশ এবং বিএসএফকে। এহেন ভৌগলিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে শুক্রবার রাতের এই ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ স্থানীয়দের। তবে ইতিমধ্যে পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তরফে বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কে জানানো হয়েছে বলেই জানা গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শঙ্কিত হলেও সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ও এই এলাকাকে সুরক্ষিত রাখা সীমান্ত রক্ষী বাহিনী জওয়ান ও পুলিশের উপর ভরসা রাখছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান,আবুল কালাম বলেন ছোট থেকে সীমান্ত লাগোয়া এই স্থানে তাদের বড়ো হওয়া তবে রাতের আকাশে তো নয় ই দিনের বেলা তেও কোনদিন এই ধরনের ঘটনা তারা দেখেন নি, তার কথায় প্রথমে একটি ও পরে দুটি এই বস্তু দেখা যায়, প্রথমটি বরুনহাট পরের টি পাটলী, ঘুনী সহ সন্নিহিত এলাকার আকাশ ঘোরে, তারপর বাংলাদেশের দিকে চলে যায়। স্বভাবতই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

সামশেরনগর থেকে দুই বাংলাদেশী সহ গ্রেপ্তার দুই দালাল

সৌরভ দাশ, বসিরহাট,২৪ মেঃ বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে সুন্দরবন লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগণার হেমনগর কোস্টাল থানার সামশেরনগর থেকে দুই বাংলাদেশী সহ দুই ভারতীয় দালাল কে গ্রেফতার করল পুলিস।পুলিস সূত্রে জানা যায় হেমনগরের সামশের নগরে পুলিস টহল দেওয়ার সময় শনিবার ভোর রাতে পুলিসের নজরে আসে সামশের নগরের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে চার ব্যাক্তি সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছে। পুলিস তখন তাদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। জেরায় তারা জানায় এই চার জনের মধ্যে দুজন বাংলাদেশী একজনের নাম কাসেম সর্দার আর এক জনের নাম সাবিনা খাতুন এদের দু জনের বাড়ি বাংলাদেশে যশোর জেলায়। আর ধৃত বাকি দুজন, ভারতীয় দালাল নাম শেখ আব্দুল কাইম ও রাজিবুল মোল্লা এদের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়ার থানার সরফোরাজ পুরে। অবৈধভাবে ভারতে ঢোকার অভিযোগে দুই বাংলাদেশীকে ও দুই বাংলাদেশীকে টাকার বিনিময়ে সীমান্ত পার করার চেষ্টার অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃত চার চার জনকে শনিবার বসিরহাট আদালতে পেশ করা হয়।

আজ উত্তরণের নিবেদনে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা হাওড়ার টাউন হলে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৪ মেঃ নব রবি কিরণে, অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে। আজ রবিবার বিকেলে উত্তরণ আয়োজিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে হাওড়া পুরনিগমের টাউন হল প্রাঙ্গণে। ওই অনুষ্ঠানে একক, দ্বৈত এবং সমবেত সঙ্গীতের পাশাপাশি বলাকা গ্রুপের আয়োজনে এ মিউজিক্যাল জার্নি এবং রিদিম ডান্স একাডেমির পরিচালনায় নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। থাকছে শ্রুতিনাটক। সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাবনা ও পরিকল্পনায় রয়েছেন রূপা মন্ডল ও বুদ্ধদেব মান্না।

নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প হয়ে গেল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর,২৪ মেঃ কৃষকদের নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি সামাজিক একাধিক কাজে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম। বহু বছর ধরে সুন্দরবন এলাকার মানুষের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাজ করে চলেছে এই আশ্রম। আর এই আশ্রম চিকিৎসা জগতে সাধারণ মানুষকে সেবা দিতে আরও বেশি করে এগিয়ে এলো। তাদের উদ্যোগে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমে পথ চল শুরু হলো রামকৃষ্ণ আশ্রম ডায়গনস্টিক এন্ড রিচার্চ ইনস্টিটিউটের। তাদের উদ্যোগে শনিবার নিমপীঠে কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডা. সরোজ মন্ডল ও ডা. দেবস্মীতা মন্ডলের সহায়তায় ও উপস্থিতিতে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প হয়ে গেল। এদিন এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ। এদিন এই শিবিরে ফ্রি-তে চিকিৎসা পরিষেবা দেন কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালের প্রখ্যাত কাডিওলোজিস্ট ও সমাজসেবী অধ্যাপক ডা. সরোজ মন্ডল ও প্রখ্যাত গাইনোকলিস্ট অধ্যাপক ডা. দেবস্মিতা মন্ডল। সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক দুঃস্থ মানুষ এদিন এই পরিষেবা গ্রহণ করেন। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো শিবিরটি দেখাশোনা করেন। এদিন এ ব্যাপারে ডা. সরোজ মন্ডল বলেন, আমি সুন্দরবনের ছেলে, জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলে ছাত্র জীবন কাটিয়েছি।

তাই এই এলাকার মানুষের পাশে সবসময় আছি ও আগামী দিনে ও থাকবো। করোনার সময় বা তার পরে যখনই কাজের মাঝে সময় পাই আমি মানুষের পাশে থেকে কাজ করে তৃপ্তি পাই। আগামী দিনে ও সুন্দরবনের মানুষের পাশে থেকে এই ভাবে কাজ করে যেতে চাই। আর নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজের এই ধরনের উদ্যোগে আমি সবসময় আছি। আর নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি আশ্রমের এই সেবা মূলক কাজে আসতে পেরে।

মাইক্রো প্লাস্টিকের ফলে বিষক্রিয়া হচ্ছে মানব দেহে

কলকাতা,২৪ মেঃ খাদ্যে ও পানীয় জলেও মাইক্রো প্লাস্টিকের প্রবেশের ফলে তিল তিল করে বিষক্রিয়া হচ্ছে মানব দেহে। এখুনি ব্যবস্থা না নিলে ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এই দেশ সহ গোটা বিশ্বে। শনিবার নিউটাউন জৈবহাটে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য প্রযুক্তি ও জৈব রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডক্টর প্রশান্ত বিশ্বাস। সুস্থায়ী কৃষি পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু,সহ বহু বিশিষ্ট সমাজ কর্মী। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাংসদ ও সমাজ কর্মী দোলা সেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন নদীর জল থেকে শুরু করে মাতৃদুগ্ধ সর্বত্র মাইক্রো প্লাস্টিকের প্রবেশ করেছে। একদিন বয়সের শিশুও এই বিষের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

কালনা ২ নম্বর ব্লকে অন্নপূর্ণা শীতগৃহে কর্মী সম্মেলন

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা,২৪ মে ঃ তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে পরস্পর ভাবে কালনা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আসছে বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা তৃণমূলের নেতা ব্লক সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন প্রণব রায়, এবারেও তার পুনরাবৃত্তি হয়নি এবারও তিনিই নির্বাচন হয়েছেন নির্বাচিত হওয়ার পরেই আজ তার ডাকে অর্থাৎ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে কালনা দু নম্বর ব্লকের বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গার কোন অন্নপূর্ণা শীতগৃহে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলন শুরুর আগেই ব্লক তথা কালনা বিধানসভার চিত্র তুলে ধরেন প্রণব বাবু তার কথাই কালনা বিধানসভা বিধায়ক নির্বাচিত হয় কালনা দু নম্বর ব্লকের ভোটে, কালনা শহর পৌরসভা এলাকায় ব্যাপক ভোটে হার তৃণমূল কংগ্রেসের তাই বিধায়ক নির্বাচিত করে কালনা দু নম্বর ব্লক আর এই ভোট ধরে রাখতে পাড়ায় পাড়ায় ৫ দিন ১০ দিন অন্তরী চাটা পেতে বৈঠক করার আহ্বান জানান তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস দল করতে গেলে দলের নিয়ম-শৃঙ্খলা না মেনে চললে দল থেকে বের করে দেয়া হবে পরিস্কারভাবে কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানান তিনি। আজ এই কর্মী সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কালনা ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব রায়।

রাজ্য এসসি এসটি সেলের নেতা দেবু টুডু, কালনা দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সুভাষ ঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেত্রী সোমবারই মুরমু হাজরা সহ-সভাপতি নীলিমা কৃপটি, তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রী আরতি খান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং অসংখ্য কর্মীবৃন্দরা।

৯ বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ 'ঘরের শত্রু' ২৫ মে ২০২৫, রবিবার, রাত ১০ টায়

কলকাতা, ২৪ মেঃ ৬ মে, মধ্যরাত পেরিয়েছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর আর পাকিস্তানের মাটিতে ৯ টা পর-পর মিসাইল আক্রমণ ভারতের। অপেরেশন সিঁদুর। ২৬ জন নারীর সিঁথির সিঁদুর মোছার জবাব আমরা দিয়েছি। তছনছ হয়ে গেছে পাকিস্তান। ওদের জঙ্গি ঘাঁটি থেকে সেনা বেস। পাকিস্তানের ঘুম কেড়ে নিয়েছি আমরা। এখন কোন পথে ভারতকে নাস্তানাবুদ করতে চাইছে পাকিস্তান? আমাদের দেশের মানুষকেই গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করে? তাহলে আমাদের আর্মি যতই লড়াই করুক পাকিস্তানের সঙ্গে, বর্ডার সুরক্ষিত রাখতে প্রাণ দিক জওয়ানরা, দেশকে ঘুনপোকার মতো খেয়ে ফেলবে এই সব গুপ্তচররা। জোতিরানী মালহোত্রা একটা নাম এখন শিরোনামে। আগুন রূপ। একের পর এক আকর্ষণ কেড়ে নেওয়া ভিডিও। ট্রাভেল ব্লগেই লুকিয়ে

চরবৃত্তির রহস্য? ট্রাভেল ভিডিও বানানোর অছিলায় পাকিস্তান সফর।

সেখানেই যোগাযোগ আইএসআই কর্তাদের সঙ্গে? নাকি দিল্লিতে পাক দূতাবাসেই শুরু চরবৃত্তির? দিনের পর দিন চরবৃত্তি করে সে পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করেছে দেশের তথ্য? কোন কোন স্পর্সকাতর জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছে সে? ইউটিউব ভিডিওতেই ফাঁস করেছে সেনার স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন? জ্যোতির কেঁচো খুঁড়তে আর কোন কেউটের নাম উঠে আসছে? সামনে আসছে অন্য কোন গুপ্তচরের নাম? জ্যোতির সঙ্গে পহেলগাওঁ কাণ্ডের কোন যোগ লুকিয়ে? উত্তর খুঁজতেই ৯ বাংলার নতুন নিউজ সিরিজ 'ঘরের শত্রু' ২৫ মে ২০২৫, রবিবার, রাত ১০ টায়।

মহিলা কামরা বাড়ানোর দাবিতে রেল অবরোধ শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার একাধিক স্টেশনে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর,২৪ মেঃ লোকাল ট্রেনে মহিলা কামরা বাড়ানোর দাবিতে ট্রেন অবরোধ শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখার একাধিক স্টেশনে। শনিবার সকালে মথুরাপুর স্টেশন চত্বর এলাকায় সকাল ৬টা নাগাদ প্রথম এই ট্রেন অবরোধ শুরু করেন মহিলা যাত্রীরা। বিক্ষোভের জেরে প্রায় দেড় ঘণ্টা এই শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। মহিলাদের ট্রেন অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জিআরপি এবং মথুরাপুর থানার পুলিশ। কয়েক মাস আগে ট্রেনে মহিলা কামরা বাড়ানো হয়েছে। তবে কেন রেল অবরোধ? এদিন বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি,সকাল পাঁচটা পঞ্চাশের যে ট্রেনটি লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে মথুরাপুর হয়ে শিয়ালদহ পৌঁছায়, সেই ট্রেনের মহিলা কামরা কম থাকায় মহিলা যাত্রীদের ট্রেনে ওঠার অসুবিধায় পড়তে হয়। মহিলা কামরায় যাত্রীরা ঠিকঠাক ভাবে বসতে পারেনা, প্রতিদিন মহিলাদের মধ্যে ঝামেলা অশান্তির সৃষ্টি হয় বলে দাবি তাঁদের। আর সেই কারণেই এ দিন মথুরাপুর স্টেশনে রেল লাইনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। অবশেষে ঘণ্টা দেড়েক পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। আর তার ঠিক পরে একই দাবিতে জয়নগর মজিলপুর ও গোচরন স্টেশনে রেল অবরোধে সামিল হলেন মহিলা যাত্রীরা। কিছুদিন আগে মথুরাপুর, জয়নগর মজিলপুর,দক্ষিন বারাশত, গোচরণ ও ধপধপি স্টেশনে পুরুষ যাত্রীরা ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তাঁদের দাবি ছিল ট্রেনের মহিলা বগি বাড়ানোর জেরে তাঁরা অসুবিধায় পড়ছেন। সেই দাবিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ চলে।

সেই বিক্ষোভের পর এদিন মহিলা যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখায়। যাত্রীদের অধিকাংশের বক্তব্য, ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হোক। এবং ট্রেন না বাড়ালে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দেন যাত্রীরা। সকাল সাড়ে দশটা থেকে শিয়ালদহ দক্ষিন শাখায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৭৪ সংখ্যা রবিবার ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

ফিজিক্সে দু'বার নোবেল

১৯৫৬ সাল। ডিসেম্বর ১০ তারিখের সন্ধ্যে। স্টকহোমের নোবেল পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান। জন বার্ডিন পুরস্কার নেওয়ার জন্যে এসেছেন। তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র একজনকে। সুইডেনের রাজা গুস্তাফ অ্যাডফ ষষ্ঠ, যার হাত থেকে কিছুক্ষণ আগেই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন, বার্ডিনকে তিনি মৃদু ধমক দিলেন। তার কারণ হল, রাজা জানতে পেরেছেন, বার্ডিন তাঁর তিন সন্তানের মধ্যে কেবল একজনকেই অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছেন, বাকিদের বাড়িতে রেখে এসেছেন। ক্ষ্নোবেল পুরস্কার প্রদানের মতন অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, সেখানে সকলকে কেন আনেননি? বার্ডিনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন রাজা। উত্তরে কী বলেছিলেন, বার্ডিন? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বার্ডিন মুচকি হেসে রাজাকে বলেছিলেন, পরের বারে যখন আসব, তখন সব সন্তানদের নিয়ে আসব। দারুণ সহজ সরল জীবন ছিল বার্ডিনের। কোনো আত্মম্ভরিতা ছিল না। ছিলেন দারুণ মিশুকেও । যে-কোনও স্তরের মানুষের সঙ্গে অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন তিনি। তবে রাজাকে সেবার হালকা চালে উত্তরটা দিলেও, বার্ডিন কিন্তু সত্যি সত্যিই দ্বিতীয়বার স্টকহোমে গিয়েছিলেন! আশ্চর্য হলেও এটা সত্যি যে, বার্ডিন তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। যোলো বছর পরে, ১৯৭২ সালে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার গ্রহন অনুষ্ঠানে তিন সন্তানকেই নিয়ে গিয়েছিলেন বার্ডিন। ফিজিক্সে দু-বার নোবেল পুরস্কার এখনও পর্যন্ত একজনই পেয়েছেন। তিনি আর কেউ নন, আমেরিকান ফিজিসিস্ট জন বার্ডিন (১৯০৮- ১৯৯১)। তিনি ছিলেন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। প্রিনস্টেন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ ডি করেছেন ম্যাথামেটিক্যেল ফিজিক্স,সলিডস্টেট-ফিজিক্সে। বিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে দেওয়া দশ জন কৃতি মানুষের নাম করতে হলে সেই তালিকায় অবশ্যই জন বার্ডিনের নাম থাকবে। তাঁকে ছাড়া আজকের আধুনিক প্রযুক্তি সম্ভব হত না। আমরা যে আজ রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ট্যাবলেট ব্যবহার করছি, তার জন্যে জন বার্ডিনের কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে। ট্র্যানজিস্টার, যা আজকের ইলেকট্রোনিক্স শিল্পে বিপ্লব নিয়ে এসেছে তা তাঁর আবিষ্কারের জন্যেই। বস্তুত তাঁর জন্যেই আজকের এই 'ইনফরমেশন-যুগ'-এর আকাশ-ছোঁয়া অগ্রগতি। এ সব কিছুর মূলে রয়েছে ট্রানজিস্টার আবিষ্কার। তিনি প্রথম বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্যেই। ১৯৭২ সালে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন 'সুপার কন্ডাক্টিভিটি তত্ত্ব' আবিষ্কারের জন্য। অতি সংবেদী যন্ত্র নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স স্পেক্ট্রোস্কোপি নির্মিত হয়েছে তাঁর আবিষ্কৃত 'সুপার কন্ডাক্টিভিটি তত্ত্ব' অনুযায়ী। এছাড়া, চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং করা হয়, তা সুপার-কন্ডাক্টিভিটি নীতি অনুযায়ী। ট্রানজিস্টার যেমন বিংশ শতাব্দীর একদম মূলে দাঁড়িয়ে আছে, সুপার কন্ডাক্টিভিটি, বিশেষ করে উচ্চতাপের সুপার কন্ডাক্টিভিটি, খুব সম্ভবত এই শতাব্দীতে সেই একই ভূমিকা পালন করবে। ফিজিক্সে নোবেল দুইবার পেয়েছেন বার্ডিন এটি একটি মাত্র কারণ তিনি বর্তমান বিশ্বকে অনেক খানি এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আজকে যে আধুনিক বিশ্ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে তার অবদান অপরিসীম।

তবলাশিল্পী রাধাকান্ত নন্দী

চাপাচাপি করে নির্মলা মিশ্র ফিয়েট ট্যাক্সিতে উঠলেন। ঠিক তখনই বেঁকে বসলেন ট্যাক্সি চালক। এত লোক নিয়ে তিনি এত রাতে হাওড়া থেকে বারাসত যাবেন না। তাহলে কি হবে এবার! গাড়িতে বসেছিলেন রাধাকান্ত নন্দী হঠাৎ করে বলে উঠলেন এই যে ওঁর প্রসব বেদনা উঠেছে, শিগগির করুন আর একটি সেকেন্ডও নষ্ট করবেন না। ওই কথায় নিশ্চিত টনিকের মত কাজ হল,চালক আর কথা বাড়ালেন না,একঝাঁক শিল্পী মানুষকে নিয়ে রাতের অন্ধকার চিরে ফিয়েট ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করল হাওড়া থেকে বারাসতের উদ্দেশ্য। আশ্চর্য প্রতিভার নাম রাধাকান্ত নন্দী যিনি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে না শিখেও কিভাবে প্রবাদপ্রতিম হয়ে ওঠা যায় তার খুব বড় উদাহরণ হয়ে আছেন। গানের বক্তব্যের সঙ্গে মানানসই তবলার বোলে অলংকার ফোটাতে পারতেন রাধাকান্ত। আশ্চর্য রকমের সেন্স ছিল তবলার ছন্দে। ঠিক কোন গানে ঠিক কোন ঠেকাটা বাজানো উচিৎ তাঁর থেকে বোধহয় কেউ ভাল বুঝতেন না। কত হিট বাংলা আধুনিক ও ছায়াছবির গানে তাঁর তবলা বিস্ময়ের চূড়া স্পর্শ করেছে। রাধাকান্ত নন্দী মানে তবলার জাদুকর । রাধাকান্ত নন্দী মানে চমৎকার এক মানুষ, ভালবাসা, আন্তরিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখানোয় তিনি ছিলেন অসাধারণ। একটা ভাল গান সব ধরনের শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেমন সংগীত শিল্পীর অবদান, সুরকার, গীতিকারের সাথে বাদ্যযন্ত্রীদের বিরাট অবদান থাকে। নেপথ্যের বাজনায় গান হৃদয়গ্রাহী হয়। আজকে তেমন কথা বলতে ইচ্ছে করছে প্রবাদপ্রতিম তবলাবাদক রাধাকান্ত নন্দীর কথা, আশ্চর্য প্রতিভা। সেই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কোনওদিন তবলা বাজানো শেখেননি। তবে ঝোঁক ছিল তবলার উপর। ছোটবেলা থেকে যাত্রা, নাটকের দলে তবলা বাজাতে-বাজাতে শিখে ফেলেছিলেন এই শিল্পকর্ম। আক্ষরিক অর্থেই আশ্চর্য প্রতিভার নাম রাধাকান্ত নন্দী যিনি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে না শিখেও কিভাবে প্রবাদপ্রতিম হয়ে ওঠা যায় তার খুব বড় উদাহরণ হয়ে আছেন। গানের বক্তব্যের সঙ্গে মানানসই তবলার বোলে অলংকার ফোটাতে পারতেন রাধাকান্ত। আশ্চর্য রকমের সেন্স ছিল তবলার ছন্দে। ঠিক কোন গানে ঠিক কোন ঠেকাটা বাজানো উচিৎ তাঁর থেকে বোধহয় কেউ ভাল বুঝতেন না। মান্না দে গান- বাজনার ব্যাপারে যথেষ্ট খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ, সেই তিনিও যতদিন রাধাকান্ত নন্দী বেঁচে ছিলেন অন্য কোনও তবলিয়ার সঙ্গে কোনও অনুষ্ঠানেও গাননি। মান্না দে বলেছেন তাঁর জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ তবলা বাদকের নাম রাধাকান্ত নন্দী। যে গানে তবলার বেশ বড় ভূমিকা থাকত সেখানেই রাধাকান্ত নন্দী।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

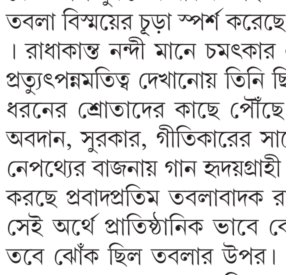

শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে না। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা।

সাধক রামপ্রসাদ

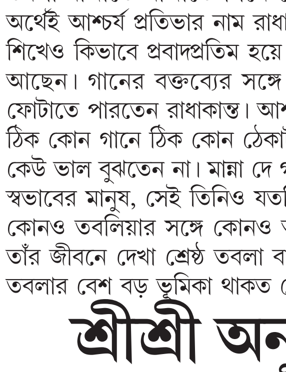

মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে। জাগাতে হবে নিজেকে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে। জাগরিত করতে হবে আপন শক্তিকে। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। শুভ শক্তির সূচনা করার প্রয়োজন। হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা।

বাংলার রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির সঙ্গে দাদাঠাকুর এবং রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে প্রীতিভাব ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

আমাদের রাজ্যের রাজ্যপালকে নিয়ে প্রায়শই আমরা নানান কথা শুনতে পাই । যা শুনে কারোর খুব ভালো লাগে , কেউ বা ব্যথিত হন । কিন্তু এমন একজন রাজ্যপালের খবর কি কারোর কাছে আছে -- যার সবটাই ভালো লাগার সোনা দিয়ে মোড়া? হ্যাঁ আছে ।

আমি আজ এমনই এক বাঙালি রাজ্যপালের গল্প শোনাতে চাই। গল্প বললে ভুল হবে। কারণ গল্পের মত শোনালেও, এঁর সবটাই যে সত্যি।

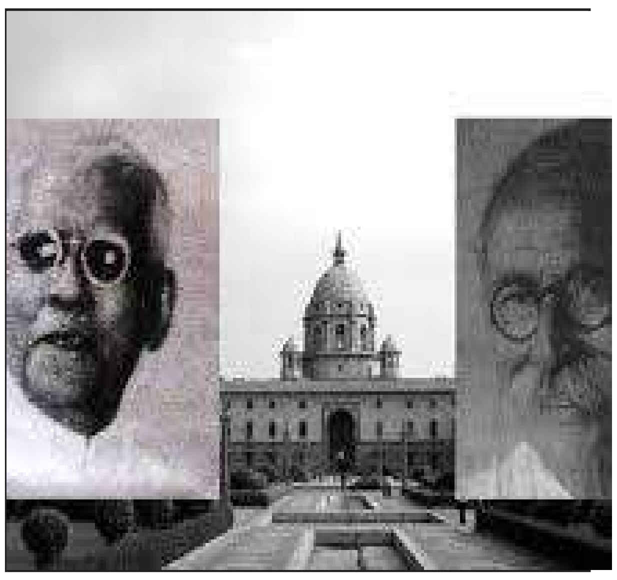

বাংলার এই রাজ্যপালের নাম ছিল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। ইংরেজিতে লিখতেন Harendra Coomar Mookerjee. ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যপাল হিসাবে ইনিই ছিলেন কলকাতার রাজ ভবনের মালিক।

ভোরবেলা রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর হাঁটতে বেরোনোর অভ্যাস। এক শীতের সকালে রাজভবন থেকে বেরোতে গিয়ে তিনি দেখলেন লিফটম্যান সারা রাত ডিউটি করে লিফটের পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এই দৃশ্যটি দেখে তিনি আবার ঘরে ফিরে গেলেন । ঘরে গিয়ে একটা শাল নিয়ে এসে লিফটম্যানের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন এই রাজ্যপাল। পরে লিফট ম্যান ঘুমিয়ে পড়ার জন্য , রাজ্য পালের কাছে গিয়ে করোজোড়ে ক্ষমা চেয়ে শাল ফেরত দিতে গেলে তিনি সস্নেহে তাকে বলেছিলেন, ছোট ভাইকে দেওয়া উপহার ফিরিয়ে নিতে নেই।

এই রাজ্যপাল তখন মাইনে পেতেন ৫০০০ টাকা। ৫০০ টাকা নিজের ও পরিবারের জন্য রেখে , বাকিটা তিনি দুঃস্থদের এবং টিবি রোগীদের চিকিৎসায় দান করে দিতেন।

একবার রাজভবনের সব কর্মচারীদের তিনি ডাকলেন এক চায়ের নিমন্ত্রণে । সবাই শঙ্কিত। কর্মচারীদের মনে এক আশঙ্কা । কারণ তাঁরা সবাই জানত, ডঃ হরেন্দ্রকুমারের একটা 'বদভ্যাস' আছে। এই ধরণের চায়ের পার্টি ডেকে তিনি টাকা তোলেন; আর পরে সেই টাকা বিলিয়ে দেন সামাজিক উন্নয়নে। এবারও তিনি কর্মচারীদের কাছে তেমন কোন চাঁদা না চেয়ে বসেন। চা-পর্ব শেষ হলে রাজ্যপাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত জোড় করে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি গরীব রাজ্যপাল। আদেশ করতে পারি না। বরং আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে । আপনারা জানেন যে আমায় টিবি ফান্ডের খাতাপত্রের হিসেব রাখার জন্য একজন লোক রাখতে হয়েছে এবং তাকে মাইনে দিতে হয় । আপনারা যদি একটু ভাগাভাগি করে হিসেব পত্তরগুলো রাখার দায়িত্ব নেন, তাহলে মাইনের টাকাটা বেঁচে যায়। ওই টাকা দিয়ে বরং রোগীদের কিছু ফলমূল কিনে দিতে পারি। শুনে তো সবার মাথা হেঁট। ওঁনার স্ত্রী-র নাম ছিল বঙ্গবালা। রাজভবনের কর্মীরা ওঁনাকে 'মা' বলে ডাকতেন।

রাজভবনের বিলাসব্যসন এই রাজ্যপাল শূন্যে নামিয়ে এনে ছিলেন । যারা তখন রাজভবনের অতিথি হয়ে বাইরে থেকে এখানে আসতেন, সেই অতিথিদের কেউ কেউ দিল্লি ফিরে গিয়ে সরাসরি নেহেরুর কাছে নালিশ করতেন -- এই রাজ্যপালের কাছ থেকে অতি সাধারণ আতিথেয়তা পেয়ে । রাজভবন ছেড়ে চলে যাবার সময় রাজ্যপালের আতিথেয়তা ফান্ডে আট লক্ষ টাকা জমিয়ে রেখে গেছিলেন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। রাজভবনে অনুমতি ছাড়া সকলের প্রবেশ নিষেধ সাধারণের তো নয়ই।

কিন্তু অনেকেই দেখছেন, একজন বৃদ্ধ মানুষ, মাঝে মাঝেই এসে সটান ঢুকে যাচ্ছেন একেবারে রাজভবনের ভিতরে । রক্ষীরা কেউ কিছু বলছেও না। কী হল ব্যাপারটা ? ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতেই একাংশ চিনতে পারলেন ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে। আরে এ যে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত; মানে দাদাঠাকুর! এসেছেন 'বন্ধু'র সঙ্গে একটু দেখা সাক্ষাৎ করতে। সুতরাং তাঁর প্রবেশ ছিল রাজভবনে অবাধ । অবাক হওয়ার কিছু নেই। ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃতীয় রাজ্যপাল। আরও ভালো করে বললে, পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পূর্ণ সময়ের বাঙালি রাজ্যপাল । যিনি ছিলেন সেই বাঙালি!

বাঙালি মানে , যাকে বলে 'ফ্রম্ টপ টু বটম্' ; আদ্যোপান্ত এক নিপাট সৎ নির্ভীক বাঙালি। আর হবেন নাই বা কেন। এত বিশাল জায়গায় গিয়েও মনটা যে তাঁর মাটির দিকেই পড়ে থাকতো। পড়ে থাকতো মাটির মানুষের কাছে । যেমন স্বভাব, তেমন ব্যক্তিত্ব, তেমনই ছিল তীক্ষ্ণ মেধা।

অবশ্য শ্রেফ রাজ্যপাল হিসেবেই তাঁকে মনে রাখেনি ইতিহাস। মনে রেখেছে আরো অনেক কারণে। পড়াশোনায়ও তিনি ছিলেন তুখোড়। হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীই ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে প্রথম ডক্টরেট। পরে সেই বিভাগের তিনি প্রধানও হয়েছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়তেই আরও নানা পদে ছিলেন তিনি।

হরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দাদাঠাকুরের সম্পর্ক ছিল গভীর বন্ধুত্বের, স্নেহের। একে অপরকে শ্রদ্ধাও করতেন। দাদাঠাকুরের ব্যঙ্গ ও রসিকতা তো কিংবদন্তিসম। সেই রস থেকে বঞ্চিত ছিলেন না হরেন্দ্রকুমার । তাঁর কড়া নির্দেশ থাকত, দাদাঠাকুর এলে যেন কেউ তাঁর পথ না আটকান। দাদাঠাকুর একদিন রাজভবনে ঢোকার পরেই রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার কুশল জিজ্ঞাসা করছেন। আসতে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা, এই প্রশ্নটাই করতেই দাদাঠাকুর বলে উঠলেন, কিছু অসুবিধা হয়নি। একজন নরকের সঙ্গী আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেছে। এই কথাটা শুনে রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। 'বলে কী - নরকের সঙ্গী! সেটা আবার কী ?' হরেন্দ্র কুমার খুবই ইতস্তত ভাবেই জিজ্ঞেস করতেই দাদাঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওই যে, যাঁদের মাথায় হেলমেট থাকে, তারাই তো নরকের সঙ্গী । 'হেল' মানে 'নরক' , আর 'মেট' মানে হল 'সঙ্গী' । তাহলে কি দাঁড়ালো বন্ধু- আমি কিছু ভুল বলেছি?' দুই বন্ধু হো হো করে হেসে উঠলেন।

এইরকমই একদিন কথাবার্তায় হঠাৎ দাদাঠাকুর হরেন্দ্রকুমারকে বলে উঠলেন, 'আপনার নামটা ভুল।' হরেন্দ্রকুমার তো অবাক ! বলে উঠলেন -- 'বলেন কী! এতদিন এই নামটা ব্যবহার করছি, বাপ-ঠাকুরদার দেওয়া নাম ভুল হয় কী করে ?' এই প্রশ্নটিরই যেন অপেক্ষা করছিলেন দাদাঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে জবাব, 'আপনি যা উপার্জন করেন, তার সবই দান করেন। অথচ আপনার নাম হরেন্দ্র । মানে 'হরণ' । কিন্তু আপনি তো হরণ করেন না!' মজার কথা হলেও, হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর স্বভাবটাই ছিল সে রকম। একদম সাদাসিধা জীবন। যেটুকু দরকার না হলেই নয়, সেটুকু নিয়েই থাকতে চাইতেন তিনি। যা রোজগার করেন, সবই দান করে দেন। রাজ্যপাল হবার আগেও তিনি এমনটা করেছিলেন। অধ্যাপক থাকাকালীনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথমে তিন লাখ টাকা , পরে আরও এক লাখ টাকা দান করেছেন । সেই সময় এই টাকার যে কত বিপুল মূল্য, তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও যখন তিনি সেখানকার ইন্সপেক্টর, তখনও খ্রিস্টান যুবকরা যাতে ঠিকঠাক শিক্ষা পায়, অসুবিধা না হয় , সেটা দেখতেন। কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে ডঃ হরেন্দ্রকুমার নিজের বাবা-মা'র নামে একটি ফান্ডও তৈরি করে ছিলেন । প্রথমে দুই লাখ, পরে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা সেখানে দিয়ে ছিলেন।

১৯৫৬ সালের আগস্টে মারা যান রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী । বয়স তখনও ৭০ পেরোয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর আরও এক বাঙালি, ফণীভূষণ চক্রবর্তী রাজ্যপাল হন ; কিন্তু সেটা মাত্র তিন মাসের জন্য। পূর্ণ সময় অবধি তাঁর মেয়াদ ছিল না। তারপর আজ পর্যন্ত বাংলা কোনো পূর্ণ সময়ের বাঙালি রাজ্যপালকে পায়নি। ডঃ হরেন্দ্র কুমারই এক এবং একমাত্র। তবে মারা যাওয়ার আগেও, নিজের সারা জীবনের সঞ্চয় ১৭ লাখ টাকা দিয়ে যান তাঁর সাধের প্রতিষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এক প্রকার নিঃস্ব হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়।

সবশেষে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে রাজপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর জীবনের একটি মহান দিক আমাদের অজানা থেকে যাবে । জানতে পারব না আমাদের দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির সেই ঐতিহাসিক দিনটার কথা।

প্রথম রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ একবার কলকাতা সফরে আসেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী । রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানানোর জন্য নিয়ম অনুয়াযী দমদম বিমানবন্দরে সেদিন হাজির রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি। বেশ কিছুক্ষন অপেক্ষার পর রাষ্ট্রপতির বিমান দমদমের মাটি ছুঁলো । অবতরণের পর প্রটোকল মেনে রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের দিকে এগিয়ে গেলেন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী । দেখা গেল রাজ্যপাল কর মর্দনের জন্য রাষ্ট্রপতির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন । কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাষ্ট্রপতি করমর্দনের পরিবর্তে নত হয়ে রাজ্যপালের পা ছুঁযে প্রণাম করলেন। রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি আপ্লুত হয়ে তাঁর প্রিয় ছাত্র রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বিমানবন্দরে তখন উপস্থিত মন্ত্রী, আধিকারিক, সাংবাদিকরা সেই প্রটোকল ভাঙার দৃশ্য দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে হত চকিত হয়ে যান। দেশের রাষ্ট্রপতি মাথা নত করছেন একটি রাজ্যের রাজ্যপালের পায়ে! এ দৃশ্য তারা কোনওদিনও দেখেননি। পরে জানা গিয়েছিল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র। তাই গুরু হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু জানাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা করেননি রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

ভাবলে গর্বে বুক ফলে ওঠে এই ভেবে যে, কলকাতার এই রাজভবনে রাজ্যপাল হিসাবে ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীর মত একজন মহান, উচ্চ শিক্ষিত, সৎ, মহৎপ্রাণ মানুষের অধিষ্ঠান ঘটেছিল।

দাদাঠাকুর ঃ দাদাঠাকুর বসবাস করতেন জঙ্গিপুরে। তাঁর সম্পাদনায় সেখান থেকে জঙ্গিপুর সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। এই 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ইংরেজ আমলে বেশ কয়েকবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার জন্য। 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-এর ওপরে ইংরেজ শাসকদের কড়া নজর ছিল সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দাদাঠাকুর তার মধ্যে বেশ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে ইংরেজ শাসকদের শাসন ব্যবস্থার দিকে তাক করে গোলাগুলি বর্ষন করতেন। ইংরেজ শাসকদের কোপে পড়েছিল এই পত্রিকাটি। বেশ কয়েকবার জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ বন্ধও করে দিয়েছিল সরকার। কিন্তু দাদাঠাকুর সরস প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ডইংলেরজ সরকার জঙ্গিপুর সংবাদকে প্রকাশ করার অনুমতি দেয়। সুভাষচন্দ্র বোস এই সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন। নির্মল চন্দ্র চন্দ্রও দাদা ঠাকুরের জঙ্গিপুর সংবাদ পড়তেন। কলকাতায় আসলেই দাটাঠাকুর নির্মল চন্দ্র চন্দ্র বাড়িতে এসে উঠতেন এবং বসবাস করতেন। তাঁর জন্য একটি ঘর এবং খাবার বরাদ্দ ছিল। দাদা ঠাকুরের জীবদ্দশায় নলিনীকান্ত লিখিত 'দাদাঠাকুর' বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৬১ সালে প্রযোজক শ্যামলাল জালান দাদাঠাকুর ছবিটি করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 'দাদাঠাকুর' ছবিটি চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রাহক ছিলেন বিভূতি চক্রবর্তী। সম্পাদনায় ছিলেন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন সেন। শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন সত্যেন রায়চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য গায়ক ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস এবং প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিশ্বজিৎ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার, ছায়াদেবী, সুলতা চৌধুরী, শ্যাম লাহা, জীবেন বোস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ। ১৯৬৩ সালে 'দাদাঠাকুর' ছবিটি রাষ্ট্রপতির 'স্বর্ণকমল' পুরস্কার লাভ করে। এই ছবিটি মুক্তি লাভ করেছিল ১৯৬২ সালে। দাদাঠাকুর জীবিত অবস্থায় এই ছবিটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু দাদাঠাকুর এতে কিন্তু খুব আনন্দলাভ করেননি। তিনি বলতেন, জীবিত দাদাঠাকুরের চেয়ে ছবির দাদাঠাকুর বেশি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। আসল দাদাঠাকুরের মান পড়তে শুরু করেছে। দাদা ঠাকুরের কথা লিখতে গিয়ে বাংলার সবচেয়ে সর্বকালের সেরা মনীষীর কথা এই মুহর্তে মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যা সাগর যেভাবে নিজের জীবন দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গিয়েছেন সেটাকে গ্রহণ করেছিলেন জঙ্গিপুরের দাদাঠাকুর। কোনও দিন কথার খেলাপ তিনি করেননি। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। সবাইকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। জীবনে বহু কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা তিনি কাউকে বলেননি। তিনি অসাধারণ কায়িক পরিশ্রম করতে পারতেন যা বিদ্যাসাগর করতে সক্ষম ছিলেন। স্বদেশ প্রেমিক বাংলার ভোট রাজনীতি নিয়ে দাদাঠাকুর বহু ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে গিয়েছিলেন। তিনি একটি ভোট নিয়ে গানও রচনা করেন। ব্রিটিশ যুগে ভারতের শাসন কর্তা ব্রিটিশরা হলেও তারা কিন্তু আঞ্চলিক শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল জনপ্রতিনিধিদের হাতে। তখন কলকাতা পুরসভায় কাউন্সিলররা নিজেদের নিজেদের ওয়ার্ডে কাজ করতেন। ছিল জেলা প্রশাসন দফতর। সেখানে চেয়ারম্যান নামে একটি পদ তৈরি করা হয়েছে। জেলার উন্নয়নের জন্য চেয়ারম্যান সব কিছু দেখভাল করতেন। তিনি জেলার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ইংরেজরা শুধু দেশের দেশের প্রশাসনিক শাসন ক্ষমতার ধারক এবং বাহক ছিলেন। বাকি কাজ করতো নির্বাচিত দেশিয় প্রতিনিধিরা। ইংরেজ আমলে বাংলায় যত রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে তা করেছে দেশিয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। সেখানে কিন্তু ইংরেজরা কোনও রকমভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। তারা শুধু দেখভাল করার দায়িত্বে ছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরা প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

'কলকাতার আগেই নবদ্বীপ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান সেখানেই পণ্ডিত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব

রিয়া পোদ্দার নবদ্বীপ

তারে আমি চোখে দেখিনি তার অনেক গল্প শুনেছি। গানের লাইনটা এই ছবিটার সাথে খুব বেশি যায়,বলা যায় এই গানটা ছবিটা পরিপূরক আমার কাছে। ভদ্রমহিলা র নাম পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মতী লতিকা চৌধুরী, খাতায় কলমে আমার দিদা, রক্তের বাঁধনে বাঁধা। খাতায় কলমে লিখলাম আমি যে আর মাম মামার বৌমা। প্রসঙ্গত বড়দাদু ওরফে মামের বাবা তার তিন জন জীবন সঙ্গী আমাকে নিয়ে নানা নামে ডাকতেন প্রথম পক্ষ বড়বোনের বন্ধু নবদ্বীপের তাঁত কাপড় হাটের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সাহা ও পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত ফণীন্দ সাহার মেজ কন্যা, অপরূপা সুন্দরী বললে হয়তো খুব

মানুষটি র কোলে পিঠে চড়ে বড় হয়েছি, তার চোখ দিয়ে আমার আশ্চর্যজনক ভাবে এনাকে চেনা, সেই ছোটবেলার থেকে গোল্লা পাকিয়ে খাওয়ানোর সময় এই মহিলার গল্প বলতো সে। তার সাথে তথাকথিত রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও যে মানুষটা দিন রাত জেগে মাম মামার পর আমাকে আর বুলু ওরফে রোহিত মামার ছেলেকে তুলোয় মুরে মানুষ করেছেন তাকে অন্যরা বলতে পারেন সৎ,সৎ অসৎ এর তকমা মানুষ ঠিক করে, নবদ্বীপের খুব কাছের মানুষরা যারা ওনাকে চেনেন সাহচর্য পেয়েছেন তারা জানেন, তিনি আমার দিদা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মতী অঞ্জুরাণী চৌধুরী, বড়দাদুর কালো বৌ বুলুর বৌদি কম বলা হবে এই মহিলার ক্ষেত্রে কারণ চাক্ষুস না করলেও এত বছর পরেও মহিলার রূপের কদর করে চলেছেন নবদ্বীপের পুরানো মানুষ জন, তার মধ্যে অন্যতম আমাদের প্রতিবেশী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী লক্ষী দিদুন,এক গা গয়না পড়ে পোড়ামা তলায় পুজো দিতে আসা তার অপরূপা বান্ধবীকে আজো চোখে হারান ভুলতে পারেন না, কথাতে বার বার ধরা পড়ে। শুধু রূপ নয় সে সময় কলকাতা বিখ্যাত কলেজে অর্থনীতির ছাত্রী সে, তখন তার বাবা হাওড়া হাটে গদি ও নিতাই চরণ লেনে বাড়ি বদল করেছেন নবদ্বীপ থেকে। সেলাই ডিপ্লোমা, সাথে গানের গলা না ওনার ভদ্রলোক বলতেন আমার মতো সবটা আমি ওনার মতো গুণী না, রান্নার হাত পাঞ্চালীর মতো, যারা চেখে দেখেছেন ভুলতে পারেন না। তাই মাত্র ২৯ পাঁচ বছরে কন্যা এক বছরের পুত্র কে রেখে অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট করে কলকাতা তাবর তাবর ডাক্তারদের ফাঁকি দিয়ে বেনারসী শাড়ি কোঁকড়ানো চুলে জবা কুসুম এক সিঁথি সিঁদুর নিয়ে নৌকা করে চুঁচুড়া থেকে নৈহাটি ঘাটে কাঠের অগ্নিস্নাতা হয়েছিলেন। মাম কোন দিন মায়ের নেওটা নয়, বরং ঠাকুরমাকে মা বলে মা মামা, মায়ের এক বছর বয়সে বড়মা ওরফে মায়ের ঠাকুরমা কাছে রেখে দিদা দাদু বন্ধুদের সাথে পুরি গিয়ে ছিলেন,না বড়মা ছোটদাদু ছোটদিদা মামকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না তাই রেখে যেতে হয়েছিল দিদা দাদুকে।একই দিনে হঠাৎ অলৌকিক, আমার দিদা হঠাৎ গর্ভবতী মাম তখন সিক্স সে চলে যাবার বহু বছর পর, সেদিন বাড়িতে তার জন্য গুরু সেবার আয়োজন বিরাট করে, হঠাৎ আট মাসে ব্যথা, নার্সিং হোম নিয়ে যেতে অবিকল এক রকম দেখতে তার ছায়া রূপ ফুটফুটে কন্যার জন্ম দেয় আমার দিদা। পরের দিন ঠিক যে সময় আমাদের স্বপ্নপরী আকাশের তারা হয়ে গিয়েছিল সে মিনিট সেকেন্ড ধরে সে চলে যায় অচিনে। প্রতি বছর একটা করে উনিশ আসে জ্যেষ্ঠ এর, মাম বলে জ্যৈষ্ঠ বড় অশুভ মাস, ৩৬৪দিন মামকে একরকম এইদিনে একরকম দেখি। আমার বড়দাদু ওরফে মামের বাবা বলতেন আমার স্বপ্নপরী অনেক টা আমার প্রতিবিম্ব, আমি ঝগড়া করতাম সেই নিয়ে বড়দাদু র সাথে সে তো আশ্চর্য অপরূপা রূপে গুণে আমি নখের যোগ্য নই। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেটি মন দেয় কলেজে পড়া সেই মেয়েটি কে প্রেম পত্র, বাবুঘাট কলেজ স্ট্রিট চীনে বাদাম প্যারা মাউন্ট শরবত, খানিকটা মনের চালচিত্র ফুটিয়ে প্রেম নিবেদন করতেন ভদ্রলোক ওরফে বড়দাদু আমাকে, আমার কর্তা মশাই বড় রোমান্টিক ছিলেন, আমি বেরসিক মানুষ,অত গভীরতা বোঝার সাধ্যি ছিল না সে সময়, এখন বুঝি চিঠির হরপগুলো অবশ্য উওর পাঠানোর মানুষ তার প্রথম প্রেমিকার কাছে অনন্তে মিলিয়ে গেছে। তবে আমার সেই স্বপ্নপরী থাক এক অজানা রহস্য হয়ে যাকে ছোঁয়া যায় না তবুও অস্তিত্ব এ অনুভব করা যায়।

কলকাতার নিবিড় প্রেমিক

''কলকাতা শহরে কত উনুন?'' ছবির প্রধান চরিত্রের মনে এই প্রশ্ন উস্কে দিত মৃণাল সেনের 'চালচিত্র'। মধ্যবিত্ত সংসারে রান্নার গ্যাসের যুগ নয় সেটা। উনুনের ধোঁয়া, লোড শেডিংয়ের অন্ধকার ঘেরা বারো-ঘর-এক-উঠোন আর পাঁজরের হাড় বার করা সত্তর-আশির কলকাতা সবচেয়ে বেশি যাঁর ছবিতে ধরা দিয়েছে, তিনি মৃণাল সেন।

চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, বাংলার চলচ্চিত্র কারদের মধ্যে কলকাতার সবচেয়ে নিবিড় এবং স্থায়ী প্রণয়ী মৃণাল সেন। যে প্রেম এসেছিল তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণিগত অবস্থান থেকেই। লং শট-এ একটু লো অ্যাঙ্গলে কে কে মহাজনের ক্যামেরায় শহরের গলিঘুঁজি, ছাদ দেখলেই চেনা যায় মৃণালের স্বাক্ষর।

চলচ্চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি বলছে, কী ভাবে উনি ফুটপাতে হাতে 'ফ্রন্টিয়ার' নিয়ে তর্ক করতে ভালবাসতেন। সেই ভালবাসাই তাঁকে কলকাতার গলি-উপগলি নিয়ে যত্নশীল করেছিল। সঞ্জয়ের মতে, ''ষাটের দশকেরগোড়াতেই 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে চিনা চরিত্রটি যখন সিনেমার পোস্টারে এক অ-বাক নারীর দিকে তাকায়, বোঝা যায়।

পাঠকদের দরবার অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র

বিশেষ প্রতিবেদক

কোলের উপর লুটিয়ে অভুক্ত নারী, তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ে ফুটে উঠল তার রূপ। ১৯৪২ সাল। কিছুদিন আগেই দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছেন তৃপ্তি ভাদুড়ী। ম্যাট্রিকুলেশনের দরজা পার না করলেও নাটকে অভিনয় করা নিয়ে প্রবল আগ্রহ তাঁর। আশুতোষ কলেজে পড়ার সময় গার্লস স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হয়ে একাধিক নাটকে যুক্ত থাকার সুযোগও হয়েছে। কলকাতায় বড়োমামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল স্বভাবলাজুক মেয়েটির ভালো বাসার প্রতি। তখন অ্যাসোসিয়েশনের রিহার্সাল হত তাঁর দিদি শান্তিদেবী ও জামাইবাবু অরুণ মিত্রের সদানন্দ রোডের বাড়িতে। শিক্ষক হিসেবে আসতেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু ভট্টাচার্য প্রমুখ। কেউই তখন নিজস্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নন ঠিকই, তবে ভবিষ্যতের আলোর নিশানা সুস্পষ্ট করে তুলছিল বাংলার সংস্কৃতি চেতনার নতুন পথ। তৃপ্তিও যুক্ত হয়ে পড়লেন তাঁদের সঙ্গে। কোনো এক অনুষ্ঠানে নামতে হল পুরুষের ভূমিকাতেও। অভিনয় চলাকালীন জোরে হাত নাড়তেই শার্টের হাতার ভিতর থেকে রিনিঝিনি করে বেজে উঠল একগোছা চুড়ি। অপ্রস্তুতের একশেষ! কোনোরকমে অভিনয় শেষ করে যেন ঠিক করলেন, আর কোনোদিন মঞ্চে না উঠতে পারলেই বাঁচেন।

ঠিক তার পরের বছরেই তাঁকে দেখা যাবে ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের 'আগুন' নাটকে। নাটককার ও পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য। ততদিনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছেন এ.আর.পি-র কাজে। সময়টাও ভারতের পক্ষে অনুকূল নয়। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অন্যদিকে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এ ছারখার হয়ে যাচ্ছে গোটা বাংলা। পড়াশোনা বন্ধ রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের লড়াইয়ে। গ্রাম ফেলে চলে আসা সহায় সম্বলহীন কৃষকদের জন্য জীবন উৎসর্গ তাঁর। আসলে কোথাও যেন একটা অস্পষ্ট মিল ছিল নিজের জীবনের সঙ্গেও। পিতা আশুতোষ ভাদুড়ি যখন যক্ষারোগগ্রস্ত, পরিবাবের মুখে খাবার জোটে না, সেই অনিশ্চিত দিনগুলিতেই এক কিশোরী বালিকা চলে এসেছিলেন কলকাতার অচেনা পরিবেশে। চুপ করে সম্পূর্ণ করতেন নিজের কাজটুকু। এতটাই নীরব হয়ে থাকতেন, যাতে সত্যেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল 'মেয়েটি কি বোবা নাকি?' এই আশঙ্কা আর নিরাপত্তাহীনতা যেন আজীবন সঙ্গী থেকেছে তাঁর, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে অনেকে সিদ্ধান্তে।

১৯৪৪ সালে অভিনীত হল গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন'। যুগ্ম পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। বাংলা থিয়েটারের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এই নাটকে বিনোদিনীর চরিত্রে অভিনয় করেন তৃপ্তি ভাদুড়ী। আমিনপুর গ্রাম থেকে খাদ্যের সন্ধানে কলকাতায় আসা এক পরিবারের সরল বালিকা বধূ সে। সন্তানসম মাখনকে কেড়ে নিয়েছে দুর্ভিক্ষ, নিজে ভুল পথে চলেছে জনৈকের 'টাউট'-এর পাল্লায় পড়ে। এসব কি নিছকই অভিনয়? না, বরং জীবন থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে খুঁজে পেয়েছিলেন অভিনয়ের প্রতিটি দৃষ্টিকোণ। একটি শিল্পীর জীবনে কত ঘটনা লুকিয়ে থাকে তার সন্ধান কেউই পান না।

আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং যোগবনীর মধ্যে বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এক জোড়া বিশেষ ট্রেনের পরিষেবা সময়সীমাও বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২৪ মে ঃ ২০২৫ সালের গ্রীষ্মকালীন ঋতুতে যাত্রীসংখ্যা ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং যোগবনীর মধ্যে একটি অতিরিক্ত গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করার কথা ঘোষণা করেছে। এই পরিষেবাটি প্রতিটি দিকে ৮টি ট্রিপের জন্য চলবে। এছাড়াও, বিশেষ ট্রেন নম্বর ০৭০৪৬ / ০৭০৪৭ (চার্লাপল্লি - নাহরলগুন - চার্লাপল্লি) -এর পরিষেবাও এবং পরিচালনার সময়সীমাও উভয়দিকে আরও ৮টি করে ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষ ট্রেন নম্বর ০৪০৭৪ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-যোগবনী) বর্তমানে চলাচল করছে এবং ২৩শে মে, ২০২৫ থেকে ১১ই জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার রাত ১১.৫৫ মিনিটে আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ছেড়ে রবিবার সকাল ৭.৩০ মিনিটে যোগবনীতে পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ট্রেন নম্বর ০৪০৭৩ (যোগবনী-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) ২৫ মে, ২০২৫ থেকে ১৩ই জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে যোগবনী থেকে ছাড়বে এবং সোমবার বিকেল ১৬.০০ টায় আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছাবে। এই ট্রেনটি গাজিয়াবাদ, কানপুর সেন্ট্রাল, লখনউ, বারাণসী জংশন, বালিয়া, ছাপরা জংশন, বারৌনি জংশন, খাগরিয়া জংশন, কাটিহার জংশন, ফোর্বসগঞ্জ ইত্যাদি স্টেশন হয়ে উভয়দিকে চলবে। এই ট্রেনটির সাথে মোট ২০টি কোচ সংযুক্ত থাকবে। আরেকটি ট্রেন নং ০৭০৪৬ (চার্লাপল্লি - নাহরলগুন) সাপ্তাহিক বিশেষ পরিষেবার ট্রেনের সময়সীমা ৭ জুন থেকে ২৬ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ট্রেন নং ০৭০৪৭ (নাহরলগুন - চার্লাপল্লি) সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনের পরিষেবার সময়সীমাও ১০ জুন থেকে ২৯ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এই ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবা সময়সূচী, সময়, কম্পোজিশন এবং স্টপেজ অনুযায়ী চলবে। এই ট্রেনগুলির রুট, স্টপেজ এবং সময় সম্পর্কে বিস্তারিত নথি আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে উপলব্ধ। যাত্রীদের তাদের ট্রেন ভ্রমণের আগে বিস্তারিত তথ্য যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বকরিদের আগে অমানবিক রেলওয়ের উচ্ছেদ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৪ মে ঃ সামনেই ঈদোজ্জোহা উৎসব । বাড়িতে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠবার কথা। যেখানে ঝুপড়িবাসী গরীবকে বাদ দিয়ে ভারতীয় রেলওয়ের অমৃত উৎসব, সেখানে ঘরে তার মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছিলো, সে কথা আজ বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছে অসহায় শুষ্ক চোখের কোনে। রেলওয়ে শুধুমাত্র কয়েক ঘন্টা সময় দিয়েছিলো জিনিসপত্র সরানোর। ৩০০ পরিবারের মধ্যে আজ অনেকেই জিনিসপত্র নিয়ে রাস্তায় বসে আছে। কোথায় যাবে ভেবে কুল পাচ্ছে না। আমরা গত দু'বছর ধরে লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত এই ভূমিহীন মানুষগুলোকে বাঁচাতে পারলাম না। আজকে আমি আবার একবার হারলাম।

তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই টুকু কেড়ে নেওয়া হবে সেটাই স্বাভাবিক। হিন্দি ফিল্মে দেখা যায় বহুতল ফ্ল্যাটের জন্য ঝুপড়ি উচ্ছেদ হয়। এবার বাস্তবে সে দৃশ্য কতো মর্মন্তুদ দেখলো অসহায় তিনশো পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে রেলওয়ের এই অপচেষ্টা আন্দোলনের মাধ্যমে রুখে দিয়েও শেষ রক্ষা হলো না। রাষ্ট্রশক্তির সামনে এই অসহায় মানুষ গুলো কত দিন প্রতিরোধ গড়তে পারে! শনিবার সকাল ১০ টা থেকে রেল কর্তৃপক্ষ বিশাল রেল পুলিশ ও জেসিপি নিয়ে ১ নম্বর ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে রেলের জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান চালালো। অসহায় সাকিলা বিবি, মানোয়ারা বিবিদের উপর মাথায় গোটা আকাশ ভেঙে পড়েছে। কোথায় ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে এই বর্ষা বাদল দিনে দাঁড়াবে তারা জানে না। কবে বৌ হয়ে এই তারপর চোখের সামনে, খড়ের ঘর, টিনের ঘর জেসিপি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হলো। পুনর্বাসন ছাড়া এই উচ্ছেদ কতটা অমানবিক তা বোধগম্য নয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে। কেন্দ্র সরকার গরিব মানুষের উপর বুলডোজার চালিয়ে অমৃত ভারতের নামে আদানি ভারতে প্রতিষ্ঠা করছে, বলে অভিযোগের আঙুল তুলেছে সাধারণ মানুষ। এই ঝুপড়ি বাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সাধারণ অসহায় মানুষের পাশে প্রথম থেকে ছিলেন স্থানীয় শহর কংগ্রেস সভাপতি সাহাজাদা হোসেন (কিনু)। তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে আমরা পৌরসভাকে বারবার ডেপুটেশন দিয়েছি এই ভূমিহীন মানুষগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য। পৌরপিতা থেকে কাউন্সিলর কেউ এই বিষয়ে কর্ণপাত করেননি। আড়াইশো থেকে

কাটিহার ডিভিশনে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১৪_২০২৫/কে/২০৬; তারিখ: ২১-০৫-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং. ঃ ১৪_২০২৫; কাজের নাম ঃ** "কাটিহার ডিভিশনে উচ্চ টিভিইউ (>২০,০০০) বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটগুলির ইন্টারলকিং" সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজের সাথে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। [এলসি গেটস নং. কেজি-৬২ (সিমরাহা-ফোর্বসগঞ্জ), এসকে-২২০ (শিলিগুড়ি জং.-বাগডোগরা), এসকে-২৩৯ (নকশালবাড়ি-অধিকারী), এসকে-২৬২(ঠাকুরগঞ্জ-আলুয়াবাড়ি রোড), এসকে-২৬৯ (ঠাকুরগঞ্জ-আলুয়াবাড়ি রোড)]। **টেন্ডার মূল্য:** ২৫,৮৫,৬৫৫/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৫১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ১৭-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for "Different types of electrical works in different wards (9,11,34,16,19 etc) under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by EE, (E&M) Deptt' BMC vide NIT No.**07/PHE (E&M)/BMC Dated:24-05-2025** Tender ID: **2025_MAD_852069_1 to 9** details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in** Last date of Bid submission (online): **21/06/2025 up to 15:00 Hrs**.

Sd/-
EE, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

Corrigendum

To inform you that the advertisement was published on **23.05.2025** of Chaighari Gram Panchayat, please read **eNIT No. 02/2025-26 instead of eNIT No. 01/2025-26**. Other details will remain unchanged.

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
FRESERGANJ, P.O.- FRESERGANJ, P.S. –FRESERGANJ COASTAL, DISTRICT - SOUTH 24 PARGANAS E-mail: pradhanfreserganj@gmail.com

NOTICE INVITING E-TENDER ; Tender Reference Number : **NIeT No-03/(25-26), Date-22/05/25.** Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the **3(Three)nos**. work. Date & Time of submission: **24.05.2025 at 04:30 PM** to **31.05.2025 at 01:30 PM.;** Date & Time of technical bid opening: **02.06.2025 at 02.00 PM.** For details please visit **Website https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

বৃদ্ধ বাবাকে মারধর, গ্রেপ্তার ছেলে

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৪ মে ঃ বাড়ি ভাঙচুরের প্রতিবাদ করায় বৃদ্ধ বাবাকে মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার গুণধর ছেলে। পুলিশ জানায় ধৃত ছেলের নাম ঝন্টু ঘোষ। তার বাড়ি নবদ্বীপ পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের প্রতাপনগর বিন্দনাথপুর এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে প্রতাপনগর থেকে অভিযুক্ত গুণধর ছেলে ঝন্টু ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার দুপুরে মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে একদিনের মঞ্জুর করেন বিচারক। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, শুক্রবার দুপুর থেকে বাড়িতে উচ্চস্বরে মাইক বাজাতে শুরু করে অভিযুক্ত ঝন্টু ঘোষ। মাইক বাজানোর প্রতিবাদ করলে বৌদি সুজাতা ঘোষ ও ভাইপো রানা ঘোষকে হাঁসুয়া নিয়ে তারা করে অভিযুক্ত ঝন্টু ঘোষ। অভিযোগ কোনও ক্রমে ঘরে ঢুকে বাড়ির চিলেকোঠায় আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচান মা ও ছেলে। বৌদি ও ভাইপোকে ধরতে না পেরে অভিযুক্ত অবাধে বাড়ির দরজা জানালা ও রান্নাঘর ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বৃদ্ধ বাবা ভূতনাথ ঘোষ প্রতিবাদ করলে তাকেও হাঁসুয়ার বাট দিয়ে এলোপাতারি মারতে থাকে বলে অভিযোগ। সুজাতা ঘোষের স্বামী পলাশ ঘোষ বাড়িতে এলে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ঝন্টু ঘোষ। পাশাপাশি আহত বৃদ্ধ ভূতনাথ ঘোষকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর অভিযুক্ত ছেলে ঝন্টু ঘোষের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বৃদ্ধ ভূতনাথ ঘোষ। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রাতেই অভিযুক্ত ঝন্টু ঘোষকে প্রতাপনগর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ভারত-ভুটান মিস্টিক মাউন্টেন ট্যুর হল আইআরসিটিসি-র ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি ট্যুরিস্ট ট্রেনের নতুন অফার

২৪ মেঃ নতুন এই ট্যুরটি ভারতের গুয়াহাটি, শিলং ও চেরাপুঞ্জি এবং ভুটানের থিম্পু, পুনাখা ও পারোকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ১৩ রাত ১৪ দিনের এই ভ্রমণপথটি ২৮ জুন, ২০২৫ তারিখে দিল্লির সফদরজং রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু হবে। অত্যাধুনিক ডিলাক্স এসি ট্যুরিস্ট ট্রেনে এসি I, ACII এবং AC III ক্লাস সহ মোট ১৫০ জন পর্যটক থাকবে। এই ট্যুরিস্ট ট্রেনে গাজিয়াবাদ, আলীগড়, টুন্ডলা জংশন, কানপুর, লখনউ এবং বারাণসী রেলওয়ে স্টেশন থেকেও পর্যটকরা যেতে পারবেন। সাংস্কৃতিকভাবে নিমজ্জিত ভ্রমণ মডেল সহ ভারত এবং ভুটানের প্রধান ল্যান্ডমার্কগুলিতে অফ-বোর্ড গাইডেড ট্যুর। ভারত ও নেপালের মধ্যে অনন্য ট্রেন ভ্রমণের সফল পরিচালনার পর, আইআরসিটিসি ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে 'ভারত ভুটান মিস্টিক মাউন্টেন ট্যুর' নামে ভারতকে তার প্রতিবেশী ভুটানের সাথে সংযুক্ত করে আরেকটি অনন্য ভ্রমণ পরিচালনা করতে প্রস্তুত। নয়াদিল্লি থেকে শুরু হওয়া ১৪ দিনের এই সফরটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গুয়াহাটি, শিলং এবং চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ করবে এবং তারপর পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনে যাবে। সেখান থেকে পর্যটকদের ভুটানে প্রবেশের জন্য সীমান্তবর্তী শহর ফুয়েনশোলিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আগামী ৬ দিনের মধ্যে, দলটি পূর্বতন রাজধানী থিম্পু, পুনাখা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং পবিত্র স্থানগুলির জন্য পরিচিত পারো ঘুরে দেখবে। দিল্লির সফদরজং রেলওয়ে স্টেশন থেকে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্যে ট্রেন যাত্রা শুরু হবে। বলা বাহুল্য, প্রথম গন্তব্য এবং মূলত একটি ট্রানজিট পয়েন্ট হল আসামের রাজধানী শহর গুয়াহাটি। নীলাচল পাহাড়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এবং প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে পবিত্র শক্তিপীঠগুলির মধ্যে একটি, কামাখ্যা মন্দিরে দর্শন করার পর গুয়াহাটিতে শিলং-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা হবে, যা 'পূর্ব স্কটল্যান্ড' নামে পরিচিত, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির মিশ্রণ। উমিয়াম লেকের ভিউপয়েন্টের উপর সূর্যাস্ত উপভোগ করার পর, অতিথিরা মেঘালয়ের রাজধানী শহরে পৌঁছাবেন এবং রাত কাটাবেন। পরের দিন চেরাপুঞ্জিতে পুরো দিনের ভ্রমণের জন্য নিবেদিত, যেখানে বর্ষাকাল কিংবদন্তিতুল্য। হিমালয়ের ধারে অবস্থিত, পর্যটকরা দর্শনীয় জলপ্রপাত যেমন সেভেন সিস্টার্স জলপ্রপাত, বিখ্যাত নোহখালিকাই এবং এলিফ্যান্ট জলপ্রপাত পরিদর্শন করবেন। মাওসামাই গুহাগুলি অনন্য গঠন এবং ভূগর্ভস্থ পুলের এক ঝলক দেখায়। শিলংয়ে রাত্রিযাপনের পর, পর্যটকরা পরের দিন

ভোরে শিলং ঘুরে দেখবেন এবং গুয়াহাটিতে ফিরে আসবেন। দিনটি শক্তিশালী ব্রহ্মপুত্রে সূর্যাস্ত ক্রুজের মাধ্যমে শেষ হবে এবং ভুটান সীমান্তের নিকটতম রেলস্টেশন হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠবেন। পরের দিন ভোরে, ট্রেনটি হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছায় যেখানে পর্যটকরা ট্রেন থেকে নেমে ফুয়েনশোলিং ইমিগ্রেশন চেক পয়েন্টের দিকে রওনা হন, যা প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, পর্যটকরা ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে প্রবেশ করেন। আশেপাশের পরিবেশ ঘুরে দেখার জন্য একটি সন্ধ্যা বিনামূল্যে পান, দিনটি ভুটানের বৃহত্তম শহরে রাত্রিযাপনের মাধ্যমে শেষ হয়। পরের দিনটি থিম্পুর স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্য নিবেদিত। মতিথাং চিড়িয়াখানা, চিত্রকলা স্কুল, জাতীয় গ্রন্থাগার এবং থিম্পু হস্তশিল্প বাজার দিনের কার্যক্রমের অংশ হবে এবং তাশি ছো জং (থিম্পু জং নামে পরিচিত) -এ শেষ হবে, একটি রাজকীয় দুর্গ যা একটি মঠ এবং ভুটান সরকারের কেন্দ্রীয় সচিবালয় হিসাবে দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

জল বাড়ছে তোর্ষা নদীর! ঝুঁকি নিয়ে নৌকা পারাপার কালীঘাট এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ মে ঃ কোচবিহার শহরের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে তোর্ষা নদী। ফলে মূল শহর থেকে দিনহাটা কিংবা মাথাভাঙা যেতে হলে ঘুঘুমারি সেতু পেরিয়ে যেতে হয়। একটি মাত্র সেতু দিয়ে অনেকটা ঘুরপথে সাধারণ মানুষকে চলাচল করতে হয়। তাই কোচবিহারের দুটি এলাকায় নদী পারাপার হয় ডিঙি নৌকার মাধ্যমে। একটি কোচবিহার রাণী বাগান সংলগ্ন তোর্ষা ফেরি ঘাট। অন্যটি কোচবিহার দুই নং কালীঘাট রোড এলাকায় খেয়া পারাপার ঘাট। এই দুই পথে রীতিমত ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন নদী পারাপার করেন বহু মানুষ। কোচবিহার দুই নং কালীঘাট রোড এলাকার ফেরি ঘাটের নৌকার চালক জানান, প্রতি বছর ঘাটের টেন্ডার নেওয়া হয়। সেজন্য সারাটা বছর তারাই নৌকা চালিয়ে থাকেন। তবে বর্ষার সময় নদীর জল বাড়লে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। জল বেশি বেড়ে গেলে নৌকা বন্ধ রাখতে হয় কিছুটা সময়। আবার নৌকা চালানোর মত পরিস্থিতি হলে শুরু করা হয় খেয়া পারাপার। তবে বছরের অন্যান্য সময় সেরকম একটা সমস্যা হয় না। বর্ষার সময় নদীর জল বাড়লে পাড় ভেঙে যায় মাঝে মধ্যেই। তখন নদীর ঘাট তৈরি করতে হয় বারবার। নদী পারাপার করা এলাকার দুই স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কোচবিহারবাসীর একাংশই প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এই পথে চলাচল করতে। তবে এই ভাবে ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করার সময় বিপদের আশঙ্কা লেগেই থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সন্ন্যাসী হালদার, পিতা- মহাদেব হালদার, সাং- গনদীপায়ন, ঐ স্বপন ভক্ত বিগত ইং ২৭/০২/২০২৩ তারিখে হাবড়া অফিসের ৮২০ নং দলিল মূলে এবং বিগত ইং ০৬/০৫/২০২৫ তারিখে হাবড়া অফিসের ১৫৭৯ নং দলিল মূলে জে.এল. নং ৭৭, জানাফুল মৌজাস্থিত LR. ৯২৩/২ নং খতিয়ান ভুক্ত RS & LR. 342 নং দাগের ৩.৩ + ৩.৩ = ৬.৬ শতক জমি রেনুকনা দাস পক্ষে ইং ১১/১২/২০২০ তারিখে হাবড়া অফিসের ৩৮৫৯ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং শর্মিষ্ঠা দাস মহাশয়ার নিকট হইতে খরিদ করিয়া ঐ জমিজমা নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার বা স্বার্থ সংশ্লিস্ট কাহারো কোনো দাবী ও আপত্তি থাকিলে, অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমান সহ বি.এল. এন্ড এল.আর.ও., হাবড়া-১ নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন, অন্যথায় উক্ত জমির নির্দায় বলিয়া গন্য হইবে এবং পরবর্তীতে কোনো দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

রুপাঞ্জন ঘটক
আইনজীবী
বারাসত জাজেস' কোর্ট, বারাসত
Enr. No.: F/526/283/2023

রামনগরে যুবক খুনের ১৫ দিনের মাথায় গ্রেফতার ৩, তদন্তে উঠে এসেছে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ মে ঃ গত ৯ মে পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থানার চন্দনপুরের এক কাজুবাগান থেকে এক যুবকের গলাকাটা দেহ উদ্ধার করে রামনগর থানার পুলিস। ঘটনার দু'দিন পর কাছাকাছি এলাকা থেকেই উদ্ধার হয় মাথার খুলি। ওই নৃশংস খুন ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তদন্তে নেমে অবশেষে ১৫ দিনের মাথায় খুনের সঙ্গে জড়িত ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল রামনগর থানার পুলিস। শুক্রবার রাতে একযোগে তিনটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়। রামনগরের হামিরপুর এলাকা থেকে রাজীব বর, বারঙ্গা এলাকা থেকে সামিল ইসলাম এবং দীঘা থানার মণ্ডুলা গ্রাম থেকে সোমনাথ দাসকে গ্রেফতার করা হয়। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন রামনগর থানার ওসি বুদ্ধদেব মাল। সহায়তা করেন ভগবানপুর, দীঘা ও মন্দারমণি থানার ওসিরা। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে খুনের কথা স্বীকার করলেও এখনও পর্যন্ত খুনের সঠিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে পুলিস। তবে তদন্তে উঠে এসেছে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। খুনের সময় গোটা ঘটনাটি অভিযুক্তরা মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করে। সেই রেকর্ডিং এখন পুলিসের হাতে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবকের নাম রাজীব দাস। তাঁর বাড়ি দীঘা থানার মণ্ডুলা গ্রামে। নিহতর দাদু সুশান্ত দাস বলেন, হঠাৎ আমার ছেলে আমাকে ফোন করে বলল, রাজীব ফোন ধরছে না। আমার দীঘায় দোকান রয়েছে। ওখানে আমার ছেলে ছিল। ওর কাছে পুলিস এসে দুটো কাগজ দেখাল। দেখে আমার ছেলে কাঁদছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কী হয়েছে? ছবিতে দেখালাম রাজীবের হাত। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বলল রাজীবকে কেউ মেরে দিয়েছে। খুব কষ্ট করে মানুষ করেছিলাম। দীঘার একটি হোটেল কাজ করত। বয়স ২৫ হবে। কে মেরেছে বুঝতে পারছি না। কিছু বুঝতে পারছি না কেন মারল। খবরের কাগজ দেখে সব জানতে পেরেছি।

সেনাকর্মীর রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৪ মে ঃ অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। মৃতের নাম বাসুদেব প্রামানিক, বয়স ৭০ বছর। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের মেমারি শহরে সুলতানপুর এলাকার দুধপুকুর পাড়ার বাড়িতে মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বাসুদেববাবুর ঘর থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় তার স্ত্রী মুক্তি প্রামানিক উদ্বিগ্ন হয়ে পাশের পাড়ায় থাকা ভাইপোকে খবর দেন। ভাইপো এসে ঘরের দরজা ধাক্কা মেরে খুলে দেখেন, বিছানায় অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন বৃদ্ধ। সাড়া না মেলায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। মেমারি থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাসুদেব প্রামানিক ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। অবসরের পর তিনি কিছুদিন ডিভিসিতে কাজ করেছিলেন। বর্তমানে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সুলতানপুরে বসবাস করছিলেন। তার একমাত্র ছেলে, পুত্রবধূ এবং কন্যা বেঙ্গালুরুতে আইটি সেক্টরে কর্মরত। পরিবারের দাবি, শুক্রবার রাত তিনি খেয়ে ঘুমোতে যান। সকালে ঘুম থেকে না ওঠায় এবং দীর্ঘ সময় দরজা না খোলায় সন্দেহ হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে মামলা রুজু করা হয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কী কারণে এই মৃত্যু, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে তৃণমূলের জোর প্রচার, লক্ষ্য ২০২৬

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ মে ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া তৃণমূল। একদিকে যেমন বিজেপি এই মর্যাদার আসন ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে শাসকদলও ময়দানে নেমে জোরকদমে জনসংযোগে ব্যস্ত। জেলার ১২ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বাঁকুড়া কেন্দ্রকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে সব রাজনৈতিক দল। জেলা সদর হওয়ায় প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এই কেন্দ্রের গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। ফলে বাঁকুড়াকে ঘিরে লড়াই বরাবরই হাড্ডা-হাড্ডি। সম্প্রতি বাঁকুড়া তৃণমূল ভবনে যুব তৃণমূলের সংবর্ধনা সভায় নবনির্বাচিত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, বাঁকুড়া জেলা সদরের আসনটি আমাদের কাছে নেই, এটা লজ্জার। তাই ২০২৬-এ এই আসন ফিরিয়ে আনা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি আরও জানান, সেই লক্ষ্য পূরণে সংগঠনকে শক্তিশালী করে জনসংযোগে জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেও বিজেপির নীলাদ্রি শেখর দানার কাছে ১৪৬৮ ভোটে হেরে যায়। তার আগে ২০১৬-তে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী শম্পা দরিপা জয়ী হন ১০২৯ ভোটে, হারান প্রয়াত কাশীনাথ মিশ্রের স্ত্রী মিনতি মিশ্রকে। তবে ২০১১-তে কাশীনাথ মিশ্র ২৯০৯০ ভোটে জয় পান তৃণমূলের হয়ে। তার আগের দু'টি বিধানসভা নির্বাচনে ২০০৬-এ সিপিএম প্রার্থী পার্থ দে এবং ২০০১-এ কাশীনাথ মিশ্র জয়ী হয়েছিলেন খুব কম ব্যবধানে। জেলা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের মতে, বাঁকুা কেন্দ্রের ভোটাররা অত্যন্ত সচেতন। তারা প্রার্থীর মান দেখে ভোট দেন, দলের রঙে প্রভাবিত হন না। তাই এই আসনে ভবিষ্যতদ্বাণী করা কঠিন।

লামডিং ডিভিশনের হয়বরগাঁও পার্কিং চুক্তির ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনের হয়বরগাঁও পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: পিএআরকে-এলএমজি-০২-২০২। নিলাম শুরু (সকল লট) ঃ ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১০:০০ ঘন্টা; রেট ইউনিট** ঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন ঃ** ১০৯৬;

ক্রম নং	লটনং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এলএমজি-আরএএইচএ-এমএক্স-১২৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	(ডিভিশন লামডিং)-এর পার্ক-এলএমজি-এইচবিএন-০১-২৫ অবস্থানে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৩-০৬-২০২৫ তারিখে ১০:৩০ ঘণ্টা। প্রাথমিক কুলিং -এর সময় ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

MIHIKA INDUSTRIES LIMITED

(CIN : L70101WB1983PLC035638)
Reg. Office - ASO- 432 on the 4th (Fourth) Floor at Rajarhat It Park Ltd, at Plot No- 2C/I, Action Area II C, RAJARHAT, New Town, Kolkata – 700161
Corp. Office : B-1810, Navratna Corporate Park, Ashok Vatika, Ambli, Ahmedabad, Gujarat- 380 058
Website : www.mihikaindustries.co.in Email: mihikainudstrieslimited@gmail.com
Contact No. : +91 73836 25975

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2025

Based on the recommendations of the Audit Committee and the Board of Directors at their respective Meetings held on 23rd May, 2025 approved the standalone audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2025 along with Auditor's Report as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The result is also available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity at https://www.mihikaindustries.co.in/financial-results.html
Scan the QR code to view the Financial results on the website of the company.

Place : Kolkata
Date : 23/05/2025

For and on behalf of
MIHIKA INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Aakash P Shah
Managing Director
(DIN : 08843980

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Regd. Office : 113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email : century@centuryextrusions.com
Website : www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; **Telefax:** +91(033) 2249 5656
CIN : L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Rs. in lacs)

	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
	PART- I					
1	Revenue from operation	11979	10354	9230	43125	37510
2	Other Income	44	6	19	70	55
3	**Total Income from operation (1+2)**	**12023**	**10360**	**9249**	**43195**	**37565**
4	**Expenses**					
	a) Cost of materials consumed	9004	8784	6479	33513	29410
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	92	(707)	485	(301)	(625)
	c) Employee benefits expense	574	374	592	1914	1776
	d) Finance Cost	291	257	255	1037	936
	e) Depreciation and amortisation expense	76	86	119	343	335
	f) Other expenses	1658	1259	1108	5408	4676
	Total Expenses	**11695**	**10053**	**9038**	**41914**	**36508**
5	**Profit(+)/ Loss(-) before exceptional items (3-4)**	**328**	**307**	**211**	**1281**	**1057**
6	Exceptional Items	—	—	(32)	—	(32)
7	**Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)**	**328**	**307**	**243**	**1281**	**1089**
8	**Tax Expenses**					
	(1) Current tax	83	60	155	308	370
	(2) Deferred tax	(22)	2	(27)	(21)	(26)
9	**Net Profit(+)/ Loss(-) after tax (7-8)**	**267**	**245**	**115**	**994**	**745**
10	Other Comprehensive Income/ (Loss) net of tax	(5)	1	50	(2)	45
11	**Total Comprehensive Income for the period (9+10)**	**262**	**246**	**165**	**992**	**790**
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Re. 1/- each)	800	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	—	—	—	—	—
14	**EPS for the period (Rs.) (not annualised)**					
	a Basic	0.33	0.31	0.14	1.24	0.93
	b Diluted	0.33	0.31	0.14	1.24	0.93

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

(Rs. in Lacs)

	PARTICULARS	31-Mar-2025	31-Mar-2024
		Audited	Audited
A	**ASSETS**		
1	**Non-Current Assets**		
	a) Property, Plant & Equipment	2718	2757
	b) Intangible Assets	19	27
	c) Right of use Assets	407	154
	d) Capital Work-in-progress	426	39
	e) Financial Assets		
	i) Loans	40	36
	ii) Other Financial Assets	48	8
	f) Deferred Tax Assets (Net)	28	6
	g) Other Non-Current Assets	2068	1203
	Sub total Non-Current Assets	**5754**	**4230**
2	**Current Assets**		
	a) Inventories	4056	3963
	b) Financial Assets		
	i) Trade Receivable	3544	3535
	ii) Cash & Cash Equivalents	1006	1056
	iii) Other Bank Balances	650	557
	iv) Loans	9	13
	v) Other Financial Assets	65	83
	c) Other Current Assets	1999	2488
	Sub total Current Assets	**11329**	**11695**
	TOTAL ASSETS	**17083**	**15925**
B	**EQUITY AND LIABILITIES**		
1	**Equity**		
	a) Share Capital	800	800
	b) Other Equity (Reserve & Surplus)	7497	6505
	Total Equity	**8297**	**7305**
2	**Liabilities**		
	Non-Current Liabilities		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	186	430
	ii) Other Financial Liabilities	222	39
	b) Long term provisions	68	22
	Sub-total Non-Current Liabilities	**476**	**491**
3	**Current Liabilities**		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	4732	4377
	ii) Trade Payable		
	total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	37	11
	total outstanding dues of creditors other than micro and small enterprises	2676	2835
	iii) Other Financial Liabilities	76	28
	b) Other current liabilities	699	793
	c) Short-term provisions	18	40
	d) Current Tax Liabilities (net)	72	45
	Sub-total Current Liabilities	**8310**	**8129**
	Total Liabilities	**17083**	**15925**

Notes :

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 24.05.2025 for the Quarter and Year ended 31st March 2025 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 24.05.2025.
2. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
3. The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at **www.bseindia.com**, NSE at **www.nseindia.com** and on Company's website at **www.centuryextrusions.com**
4. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is a decrease in the profit of the Company by Rs. 2.39 lakhs for the year ended 31st March 2025.
5. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year upto 31st March 2025 and the unaudited published year to date figures upto 31st December 2024 being the dates of the end of the third quarter of financial year respectively which were subject to limited review.
6. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

Place : Kolkata
Date : 24.05.2025

For **Century Extrusions Limited**
Sd/-
Vikram Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN :- 00169833

খাওয়া-দাওয়া

রইল এক নতুন রেসিপি আমডালের পাতুরি, আপনি খেয়েছেন কি

উপকরনঃ বুটের ডাল মিহি বাটা আধা কাপ, নারকেল মিহি বাটা আধা কাপ, কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ বা স্বাদমতো, লবণ পরিমাণমতো, আস্ত কাঁচা মরিচ প্রয়োজনমতো, হলুদের গুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা আমবাটা ৩ চা-চামচ, শর্ষের তেল সিকি কাপ, সাদা শর্ষেবাটা আধা চা-চামচ, ভাজা জিরাগুঁড়া ১ চিমটি, কলাপাতা পছন্দমতো আকার করে কাটা ৭৮ টুকরা।

প্রণালিঃ প্রথমে বুটের ডাল ভালো করে ধুয়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর মিহি করে বেটে নিতে হবে বা ব্লেন্ড করে নিন। একটা বাটিতে শর্ষের তেলসহ ওপরের সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে মেখে নিন। এবার কলাপাতাগুলো একটু সেঁকে নিতে হবে। কলাপাতার ওপরে ডালের মিশ্রণ থেকে ২ চা-চামচ নিয়ে চারকোনা আকার করে বিছিয়ে দিতে হবে। আস্ত কাঁচা মরিচ ১টি আর সামান্য একটু শর্ষের তেল দিয়ে কলাপাতা ভাঁজ করে নিন। একটা প্যান চুলায় বসিয়ে গরম করে নিতে হবে। চুলার আঁচ কমিয়ে কলাপাতাগুলো প্যানে বিছিয়ে দিয়ে ঢেকে রাখুন। এভাবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে। এক পিঠ হলে উল্টে আর এক পিঠ ভেজে ফেলুন। হয়ে গেলে গরম-গরম সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

তন্দুরি পরোটার

উপকরনঃ ময়দা ৩ কাপ, ডালডা আধা কাপ, লবণ ১ চা-চামচ, কিশমিশ ও পনির প্রয়োজনমতো, চিনি সিকি কাপ, জল পরিমাণমতো, তেল ২ টেবিল চামচ, চিজ আধা কাপ, ডিম ১টা এবং গুঁড়া দুধ আধা কাপ।

প্রণালিঃ ময়দা, লবণ, তেল, চিনি, দুধ দিয়ে খুব ভালো করে ময়ান করে নিতে হবে। এবার ডিম ও জল দিয়ে মোটামুটি নরম খামির বানিয়ে নিন। এই খামির ৩০ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। ৩০ মিনিট পর ওই খামিরকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে একটি প্রশস্ত জায়গায় ফাঁকা ফাঁকা করে তেলে ডুবিয়ে ২ ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এবার একটি বড় পিঁড়িতে তেল মাখিয়ে নিন। তেলে ভেজানো একটি করে ডো নিয়ে হাত দিয়ে চেপে ও টেনে পাতলা করে বড় করতে হবে। ডালডা ভালোভাবে ময়ান করে অল্প তেলের সঙ্গে মিশিয়ে পাতলা রুটির ওপর প্রলেপ দিন। প্রলেপের ওপর চিজ ও কিশমিশ ছড়িয়ে দিতে হবে। রুটিটি চার ভাঁজ করে নিন।

একই নিয়মে ওই ভাঁজের ওপর ডালডার হালকা প্রলেপ দিয়ে চার ভাঁজ করে গোল করে ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর ওভেন ট্রেতে ঘি ব্রাশ করে চেপে চেপে পরোটার আকার করে ওভেন ১৮০ ডিগ্রিতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট বেক করে নামিয়ে ওপরে ঘিয়ের ছিটা দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

সড়ক সুরক্ষা ও ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতনতায় সূচনা হচ্ছে জাগৃতি কর্মসূচি

আগরতলা, ২৪ মেঃ সড়ক সুরক্ষা এবং ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে সচেতন করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার জাগৃতি নামে এক নতুন কর্মসূচি শুরু করতে যাচ্ছে। ১১ জানুয়ারি এই কর্মসূচির সূচনা হবে। শনিবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহণ এবং খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই সংবাদ জানান। খাদ্যমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে জানান, এখন থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে খাদ্য দপ্তর এবং পরিবহণ দপ্তর যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচিটির আয়োজন করবে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের ২৫টি ডিগ্রি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সড়ক সুরক্ষা, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা এবং নেশার কুফল বিষয়ের উপর ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। আগামী ১১ জানুয়ারি উদয়পুরে এই কর্মসূচির সূচনার দিনে গোমতী, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত ডিগ্রি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে, ১৮ জানুয়ারি কুমারঘাটে ধলাই, উনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ডিগ্রি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এবং ২৭ জানুয়ারি আগরতলায় পশ্চিম এবং খোয়াই জেলার অন্তর্গত ডিগ্রি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে তিনটি শ্রেষ্ঠ ক্যুইজ দলকে নিয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় ফাইনাল ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

ক্যুইজ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কলেজস্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হেলমেট বিতরণ এবং সড়ক সুরক্ষা, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা এবং নেশার কুফল বিষয়ের উপর র্যালির আয়োজনও করা হবে। জাগৃতি সচেতনতামূলক কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে স্কুল অব সায়েন্স এবং ত্রিপুরা ইনফো ডট কম সহযোগিতা করবে।

খাদ্যমন্ত্রী জানান, ১১ জানুয়ারি, ১৮ জানুয়ারি এবং ২৭ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় ক্যুইজ প্রতিযোগিতার জন্য যথাক্রমে ১০ জানুয়ারি, ১৪ জানুয়ারি এবং ২৫ জানুয়ারির মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসের প্রতি মার্কিন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের আহ্বান

জেরুজালেম,২৪ মে ঃ গাজায় পূর্ণ যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠায় ইসরায়েলের দেওয়া রূপরেখাকে শুক্রবার 'ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা' করার কথা জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এদিনই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ রূপরেখার বিস্তারিত তুলে ধরেন। ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের কথা ঘোষণাকালে প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রায় আট মাস ধরে চলা গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি টানার আহ্বান জানান। তবে দ্রুতই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বাইডেনের শান্তি আলোচনা শুরুর আহ্বানে নেতিবাচক মনোভাব দেখান। জোর দিয়ে তিনি বলেন, হামাসের গাজা শাসন করার ক্ষমতা ও ইসরায়েলের জন্য হুমকি হয়ে ওঠার বিষয়টি নিঃশেষ না করা পর্যন্ত ইসরায়েলি সেনারা লড়াই চালিয়ে যাবেন। যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসের প্রতি মার্কিন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের আহ্বান জানানোর পর গতকাল সন্ধ্যায় একটি বিবৃতি দিয়েছে সংগঠনটি। বিবৃতিতে বলা হয়, 'স্থায়ী যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা, গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার এবং এ উপত্যকার পুনর্গঠন ও বন্দী বিনিময়' নিয়ে বাইডেনের বক্তব্যকে ইতিবাচকভাবে দেখছে তারা। হামাসের প্রতি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেওয়া ও গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আহ্বানের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনও। এদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে এমন অগ্রগতিতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস 'জোরালো আশাবাদ' ব্যক্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। আশাবাদ জানিয়েছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবকও। তিনি বলেন, ইসরায়েলের প্রস্তাব যুদ্ধ বন্ধে আশার আলো ও একটি সম্ভাব্য পথ দেখাচ্ছে। গাজায় রক্তপাত বন্ধে এ 'ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক' দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রধান উরসুলা ভন ডার লেন। গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় অতি ঘনবসতিপূর্ণ রাফা শহরে অভিযান না চালাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের আহ্বান উপেক্ষা করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এতে হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে গতকাল ইসরায়েলের ওই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ঘোষণা করলেন বাইডেন। প্রস্তাবটি তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। এ সময়ে গাজার সব জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি সেনাদের সরিয়ে নেওয়া হবে। হামাস 'নির্দিষ্টসংখ্যক' জিম্মিকে মুক্তি দেবে। বিনিময়ে ইসরায়েলে বন্দী কয়েক শ মানুষকে মুক্তি দেওয়া হবে। গাজার সব এলাকায় বেসামরিক ফিলিস্তিনিদের তাঁদের বাড়িঘরে ফিরতে সুযোগ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বাড়ানো হবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গাজাবাসীর জন্য হাজারো সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করবে। যুদ্ধবিরতি চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের মধ্যস্থতায় শান্তি আলোচনা চলমান থাকবে। যদি আলোচনা সফল হয়, তাহলে বাস্তবায়ন শুরু করা হবে পরবর্তী পর্যায়ের পরিকল্পনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে অবশিষ্ট জিম্মি মুক্তি দেবে হামাস। তাঁদের মধ্যে জিম্মি সেনারাও থাকবেন। সেই সঙ্গে গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর সর্বশেষ সেনাকেও সরিয়ে নেওয়া হবে।

চার শতাধিক রোহিঙ্গার মৃত্যুর আশঙ্কা

নাইপাইড়ু, ২৪ মেঃ সাগরে ৯ ও ১০ মে দুই নৌকাডুবির ঘটনায় মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের অন্তত ৪২৭ জন মারা যেতে পারেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। এ আশঙ্কা সঠিক হলে, তা হবে এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য আরেকটি বড় প্রাণঘাতীর ঘটনা। গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনারের (ইউ এনএইচসিআর) কার্যালয় জানায়, যদি এ তথ্য নিশ্চিত হয়, তবে চলতি বছর রোহিঙ্গা শরণার্থী-সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে প্রাণঘাতী সাগর দুর্ঘটনা হবে এটি। 'চলতি মাসের শুরুতে মিয়ানমার উপকূলে দুটি নৌকাডুবির খবর নিয়ে জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন', বলা হয় বিবৃতিতে। সংস্থাটি আরও জানায়, এ নৌকাডুবির প্রকৃত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তারা এখনো কাজ করছে। সংস্থার প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, ৯ মে ২৬৭ জন যাত্রী বহনকারী একটি নৌকা ডুবে যায়। এর মধ্যে ৬৬ জন বেঁচে যান। ১০ মে ২৪৭ রোহিঙ্গা বহনকারী আরেকটি নৌকা উল্টে যায়। সেখানে মাত্র ২১ জন জীবিত উদ্ধার হন। বিবৃতিতে বলা হয়, নৌকাগুলোয় থাকা রোহিঙ্গারা হয় বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থীশিবির ছেড়ে যাচ্ছিলেন কিংবা মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্য থেকে পালাচ্ছিলেন। মিয়ানমারে দশকের পর দশক নিপীড়নের শিকার রোহিঙ্গাদের হাজারো মানুষ প্রতিবছর প্রাণ বাঁচাতে ঝুঁকি নিয়ে দেশটি থেকে নাজুক নৌকায় সাগর পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া একটি পোস্টে ইউএনএইচসিআরের হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, এ দুই মর্মান্তিক খবর 'রোহিঙ্গাদের চরম দুর্দশার একটি স্মারক এবং বাংলাদেশে শরণার্থীরা যে কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছেন, তার প্রতিফলন যেহেতু মানবিক সহায়তা ক্রমেই কমে আসছে।' ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নৃশংস অভিযানের পর রাখাইন রাজ্য থেকে ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন।

রেলস্টেশনে ছুরি হামলায় আহত ১৭

জার্মানির উত্তরাঞ্চলীয় শহর হামবুর্গের প্রধান রেলস্টেশনে ছুরি হামলায় অন্তত ১৭ জন আহত হওয়ার পর এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে কর্তৃপক্ষ।জার্মানির জরুরি সেবাদানকারী সংস্থা জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের কেন্দ্রস্থলে এ হামলা হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তত চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।হামবুর্গ পুলিশের মুখপাত্র ফ্লোরিয়ান অ্যাবেনসেথ জানিয়েছেন, ৩৯ বছর বয়সী ওই জার্মান নারীকে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এআরডি জানায়, ফ্লোরিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁর কাছে গেলে তিনি কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই নিজেকে গ্রেপ্তার করতে দেন। ওই মুখপাত্র আরও বলেন, 'ওই নারীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কি না, সে সম্পর্কে এ মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন কি না, তা আমরা খতিয়ে দেখছি।' হামবুর্গ পুলিশ এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে, অভিযুক্ত নারী একাই হামলাটি করেছেন। হ্যানোভার ফেডারেল পুলিশ অধিদপ্তরের এক মুখপাত্র এএফপিকে বলেন, ওই নারী রেলস্টেশনে যাত্রীদের ওপর হামলা চালান বলে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্ত চলাকালে রেলস্টেশনের চারটি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জার্মানির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রেলওয়ে কোম্পানি ডয়চে বান হামলার ঘটনায় 'গভীরভাবে মর্মাহত' বলে জানিয়েছে।

গোল্ডেন ডোম প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরির বিষয়ে ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়ানশিংটন,২৪ মেঃ আকাশ থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঝরে পড়ছে। শব্দের চেয়েও দ্রুতগতির ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের অবকাঠামোতে আঘাত হানছে। আকাশে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, ভবিষ্যতে উচ্চ প্রযুক্তির হামলায় যদি যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো ও সীমিত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ হয়, তাহলে এমনই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের দৃশ্য দেখা যেতে পারে। এমনকি মার্কিন নাগরিকদের মাথার অনেক ওপরে যদি একটি ছোট পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে, সেটাও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এ ধরনের বিস্ফোরণে তৈরি হবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পালস (ইএমএপি), যার কারণে আকাশে উড়তে থাকা উড়োজাহাজ মাটিতে পড়ে যাবে। মোবাইল, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এমনকি পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসবই অকেজো হয়ে পড়বে।নর্থ ক্যারোলাইনার মন্ট্রিট কলেজের লেখক ও অস্ত্র গবেষক উইলিয়াম ফোর্টসচেন বলেন, 'আমরা ১০০ বছর পেছনে ফিরে যাব না, বরং সবকিছু হারাব। আমরা জানি না, সেখান থেকে কীভাবে আবার শুরু করব। এটা এমন হবে, যেন আমরা এক হাজার বছর পেছনে চলে গেছি এবং নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে।' এই সম্ভাব্য বিপদের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'পরবর্তী প্রজন্মের' একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরির কথা ভাবছেন, যার নাম দিয়েছেন 'গোল্ডেন ডোম'। অনেক বিশেষজ্ঞ একমত, এ ধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা তৈরি করা দরকার। তবে এর উচ্চব্যয় ও জটিলতা ট্রাম্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে কঠিন করে তুলতে পারে। নির্বাহী এক আদেশে বলা হয়েছে, শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'আয়রন ডোম' নামে যে ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা এখন 'গোল্ডেন ডোম'-এ রূপ নিচ্ছে। আদেশে বলা হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মের অস্ত্রগুলোর হুমকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র ও জটিল হয়ে উঠছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর বিপদের কারণ হতে পারে। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক গবেষণা

সংস্থা সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ প্যাট্রিসিয়া বাজিলচিক বিবিসিকে বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মূলত উত্তর কোরিয়ার মতো দেশের আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) প্রতিহত করার জন্য তৈরি। কিন্তু রাশিয়া ও চীনের মতো শক্তিশালী দেশ এখন আরও উন্নত প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে, যেগুলো শুধু প্রতিবেশী দেশ নয় বরং মহাসাগরের ওপারেও আঘাত হানতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা যেসব নতুন হুমকির কথা বলছেন, তার মধ্যে রয়েছেশব্দের চেয়ে দ্রুতগতির হাইপারসনিক অস্ত্র, ফ্র্যাকশনাল অরবিটাল বোম্বার্ডমেন্ট সিস্টেম (এফওবিএস)। এই প্রযুক্তি মহাকাশ থেকে নির্দিষ্ট লক্ষে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে পারে। এই অস্ত্রগুলো সংখ্যায় কম হলেও কিন্তু মারাত্মক।বাজিলচিক বলেন, 'গোল্ডেন ডোম আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা নীতিকে রাশিয়া ও চীনের মতো বড় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। কারণ, তারা এখন এমন সব অস্ত্রে বিনিয়োগ করছে, যা আমরা আগে মোকাবিলা করিনি।' 'গোল্ডেন ডোম' দেখতে কেমন হবেএখন পর্যন্ত হোয়াইট হাউস বা প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা 'গোল্ডেন ডোম' প্রকল্পের নির্দিষ্ট কোনো বিবরণ দেননি। কারণ, এটি এখনো পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। ২০ মে ট্রাম্প ওভাল অফিসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এই ব্যবস্থাটি 'ভূমি, সমুদ্র এবং মহাকাশে একাধিক স্তরে কাজ করবে, যার মধ্যে থাকবে মহাকাশভিত্তিক সেন্সর ও প্রতিরোধব্যবস্থা।ট্রাম্প বলেন, এই ব্যবস্থা এমনকি পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে বা মহাকাশ থেকে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ করতে পারবে। এই কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যযেমন ফ্লোরিডা, ইন্ডিয়ানা ও আলাস্কা থেকে পরিচালিত হবে।স্পেস ফোর্সের জেনারেল মাইকেল গেটলাইন কংগ্রেসে জানান, 'গোল্ডেন ডোম' পূর্ববর্তী আইসিবিএম প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। তবে এতে আরও স্তর যোগ হবে, যা ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রসহ অন্যান্য হুমকি শনাক্ত ও প্রতিরোধ করতে পারবে। এমনকি শত্রুপক্ষ ওই ক্ষেপনাস্ত্র ছোড়ার আগেই বা যেকোনো পর্যায়ে সেটি অকার্যকর করে দিতে পারবে।বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সংস্থা ৪৪টি ভূমিভিত্তিক প্রতিরোধব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে থাকে। সেগুলো আলাস্কা ও ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত। এগুলো শুধু সীমিত হামলা প্রতিরোধ করতে সক্ষম। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, রাশিয়া ও চীনের মতো দেশের বড় আকারের আক্রমণ ঠেকাতে এই ব্যবস্থা একেবারেই অপর্যাপ্ত। এসব দেশের কাছে শত শত আইসিবিএম এবং হাজার হাজার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।সেন্টার ফর আ নিউ আমেরিকান সিকিউরিটির প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ স্টেসি পেটিজন বলেন, বর্তমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কেবল উত্তর কোরিয়ার জন্য তৈরি ছিল। এটা রাশিয়ার বিশাল অস্ত্রভান্ডার বা চীনের তুলনামূলক ছোট হলেও অনেক বড় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ঠেকাতে পারবে না। কংগ্রেসনাল রিসার্চ অফিস (সিবিও) বলেছে, এই ধরনের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে মহাকাশে 'শত শত বা হাজার হাজার' প্ল্যাটফর্ম বসাতে হবে, যা হবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ইসরায়েলের 'আয়রন ডোম',একটি উদাহরণ ট্রাম্প গত মার্চে কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে প্রথম 'গোল্ডেন ডোম'এর ধারণাটি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'ইসরায়েলের এটি আছে, আরও কিছু দেশের আছে, যুক্তরাষ্ট্রেরও অবশ্যই থাকা উচিত।' ইসরায়েলের আয়রন ডোম মূলত ছোট আকারের রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়, যা গাজা বা লেবানন থেকে ছোড়া হয়। ২০১১ সাল থেকে তারা এগুলো ব্যবহার করছে। তবে বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে তারা আরও দুটি সিস্টেম ব্যবহার করে ডেভিড'স স্লিং ও অ্যারো। ইরান বা ইয়েমেনের হুতিদের হামলা প্রতিরোধে এগুলো ব্যবহার করা হয়। গোল্ডেন ডোম এই সীমা ছাড়িয়ে আরও দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত ও প্রতিরোধ করতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাজিলচিক বলেন, এটি করতে হলে অনেক ধরনের প্রযুক্তি একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এবং এমন একটি কমান্ড ও কন্ট্রোল সিস্টেম দরকার হবে, যেটা এখনো তৈরি হয়নি। এটা কি সম্ভব এই ধরনের একটি জটিল ব্যবস্থা তৈরি করা খুবই কঠিন এবং একসঙ্গে ব্যয়বহুলও বটে। ওভাল অফিসে ট্রাম্প বলেন, এই প্রকল্প তাঁর মেয়াদের মধ্যেই শেষ করা সম্ভব। এর জন্য ধাপে ধাপে মোট ১৭ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার খরচ হবে, যার মধ্যে ২ হাজার ৫০০ কোটি ডলার ইতিমধ্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিবিও বলছে, শুধু মহাকাশভিত্তিক ব্যবস্থার জন্যই ২০ বছরে ৫ হাজার ৪০২ কোটি ডলার খরচ হতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, পুরো প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেটের বড় অংশ খেয়ে ফেলবে।পেটিজন বলেন, এই সময়সীমা বাস্তবসম্মত নয়। এটি খুবই জটিল। প্রতিটি ধাপের আলাদা ঝুঁকি, খরচ ও সময়সীমা আছে। দ্রুত করতে গেলে ব্যয় ও ঝুঁকি আরও বাড়বে।পেটিজন আরও বলেন, 'আপনি সম্ভবত এমন কিছু তৈরি করবেন, যা পুরোপুরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না। এই প্রক্রিয়ায় ভুলত্রুটি হবেই এবং শেষ পর্যন্ত যা তৈরি হবে, তা হয়তো বড় ধরনের পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়োজন পড়বে।' 'গোল্ডেন ডোম' তৈরির পরিকল্পনা একটি নতুন 'অস্ত্র প্রতিযোগিতা' শুরুর আশঙ্কাও সৃষ্টি করেছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষরা এখন এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেদ করা বা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে বের করতে নিজেদের প্রস্তুতি জোরদার করবে। এ ছাড়া এই প্রকল্পকে ঘিরে আন্তর্জাতিক উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেছেন, 'এই পরিকল্পনা মহাকাশকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।'

যাঁরা সবচেয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁরা এসব উদ্বেগে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁদের যুক্তি, সম্ভাব্য শত্রুরা এমনিতেই আক্রমণাত্মক অস্ত্রে অনেক বেশি বিনিয়োগ করছে। বাজিলচিক বলেন, 'গোল্ডেন ডোম আমাদের শত্রুদের কৌশলগত হিসাব পাল্টে দেবে। এটি তাদের আক্রমণ চালানোর সাহস কমাবে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে।'নর্থ ক্যারোলাইনার মন্ট্রিট কলেজের লেখক ও অস্ত্র গবেষক উইলিয়াম ফোর্টসচেন বলেন, গোল্ডেন ডোম আংশিকভাবেও তৈরি হলে, তা ভয়ংকর পরিস্থিতি এড়াতে সাহায্য করতে পারে। ফোর্টসচেন আরও বলেন, 'তাহলে আমি অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব। আমাদের এই ধরনের একটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থার খুবই দরকার। গোল্ডেন ডোমই এর সমাধান।'

১২ তলা থেকে পড়েও বাঁচলেন

বেজিং, ২৪ মেঃ চীনা নারী পেং হুইফাং কাজ করছিলেন ১২ তলায়। সঙ্গে নিরাপত্তা সরঞ্জাম না থাকায় হঠাৎ তিনি নিচে পড়ে যান। কিন্তু ৪৪ বছর বয়সী এই নারী বিস্ময়করভাবে বেঁচে যান। চিকিৎসকেরা আশা করছেন, ছয় মাসের মধ্যে তিনি আবার হাঁটতে পারবেন। ঘটনাটি ঘটেছে ১৩ মে, চীনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় জিয়াংসির লেপিং শহরে। হুইফাং একটি কারখানায় পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে কাজ করেন। ঘটনার দিন তিনি স্বামীর ফোন পেয়ে তাঁকে সহায়তা করতে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী জানালার ব্যবসা করেন। এক গ্রাহকের বারান্দায় জানালা লাগাতে গিয়ে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। ক্রেন দিয়ে ১২ তলায় কয়েক শ কেজি ওজনের একটি জানালা তোলা হচ্ছিল। ১২ তলার ব্যালকনি থেকে দূর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সাহায্যে সেটি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন হুইফাং। একপর্যায়ে জানালাটি একটি গাছের ডালে আটকে দ্রুত নিচে পড়ে যায়। জানালার সঙ্গে টান খেয়ে হুইফাংও নিচে পড়ে যান। হুইফাং বলেন, 'মনে হচ্ছিল, আমি মরে যাচ্ছি। আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।' তবে নিচে পড়ে টের পান, তিনি বেঁচে আছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বামীর উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন, 'আমি এখনো মরিনি, ১২০-এ ফোন করো!' হুইফাংকে দ্রুত নানচাং বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর ডান পা, বাঁ পা ও পিঠে আঘাত লাগে। তবে ওপরের অংশে মন কোনো চোট লাগেনি। তাঁর আবার অস্ত্রোপচার করা হবে। হুইফাংয়ের আঘাত আরও গুরুতর হতে পারত। কিন্তু তিনি সরাসরি মাটিতে না পড়ে একটি ছাউনিতে পড়েন। সেখান থেকে মাটিতে পড়েন। মূলত এ কারণেই তিনি গুরুতর আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন। নিরাপত্তা সরঞ্জাম না পরার জন্য নিজেকেই দায়ী করছেন হুইফাং। তাঁর চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে ৭০ হাজার ইউয়ান (১০ হাজার ডলার) খরচ হয়েছে। এখন চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ। মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে হুইফাংয়ের পরিবার।

পুকুর ভরাটের প্রতিবাদে প্রাক্তন কাউন্সিলের প্রতি মার মুখি শাসক ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার

মধ্যমগ্রাম, ২৪ মেঃ মধ্যমগ্রাম পুরসভার একাধিক এলাকায় একাধিক পুকুর ভরাটের অভিযোগ পুরসভা ঘনিষ্ঠ প্রোমোটারের বিরুদ্ধে। পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে সরব হলে হেনস্থা,হুমকি সহ মার মুখি হওয়ার অভিযোগ কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার সন্তোষ হালদার এবং তার ছেলে রাজের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, মধ্যমগ্রাম এলাকায় একাধিক পুকুর ভরাট চলছে যার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরে অভিযোগ জানালেও সুরাহা হয়নি। মেঠোপাড়া এলাকায় বর্তমান কাউন্সিলর সুমিতা ঘোষের বাড়ির পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে দু দুটি পুকুর ভরাট চলছে রাতের অন্ধকারে তার ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। সনত বিশ্বাস দাবি করেন পুরসভার অনুমোদন ছাড়া এ কাজ কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আজ সকালে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় একা পেয়ে প্রোমোটার সন্তোষ হালদার এবং তার ছেলে তার ওপর চড়াও হয় এবং তিনি কেন প্রতিবাদ করছেন এ কথা জানতে চেয়ে মারমুখী হয়ে ওঠেন প্রোমোটার তৎক্ষণাৎ স্থানীয় মানুষজন সনত বিশ্বাসকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। এরপর মধ্যমগ্রাম থানায় প্রাক্তন কাউন্সিলর সনত বিশ্বাস অভিযুক্ত প্রোমোটার সন্তোষ হালদার এবং তার ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও পুকুর ভরাটের এই অভিযোগ অস্বীকার করেন মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ।

তার দাবি প্রাক্তন কাউন্সিলরের মারফত কোন অভিযোগ আসেনি পুরসভায়। এ ধরনের কাজ হলে পুরসভা থানা কে জানিয়ে সেই কাজ বন্ধ করে। এ ঘটনা সত্যি হলে তার বিরুদ্ধে পুরসভার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে পুকুর ভরাট কেন্দ্র করে মধ্যমগ্রাম পুরসভার উদাসীনতা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

Name Change

I, Sabir Ali F/o Shaheen Tabassum, Resident of 95/29, Patterson Road, Netaji Nagar Colony, Po. Hajinagar P. S. Naihati, district North 24 Parganas West Bengal, India do hereby solemnly affirm and declaring actual name Sabir Ali instead of Md Sabir Ali Vide an affidavit Sworm before the Ld. Judicial magistrate 1st class at Barrackpore North 24 Parganas on 10.3.2025. Sabir Ali and Md Sabir Ali both are the same and one identical person.

Name Change

I, Saheb Mondal S/o Sukur Ali Mondal resident of Vill. Shimulgachhi Purba Para, P.O. Bhaluka, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia, Pin-741317 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Saheb Mondal instead of Sahib Mondal vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 16/05/2025. Saheb Mondal S/o Sukur Ali Mondal and Sahib Mondal S/o Sukur Ali Mondal both are the same and one identical person.

বর্ধমানে ধৃত জামতাড়া গ্যাং-এর ৩ জন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৪ মে ঃ ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া গ্যাংয়ের তিন প্রতারক বর্ধমান শহরে ঘরভাড়া নিয়ে দিব্যি কাজ চালাচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ প্রতারকদের টের পায়নি। বর্ধমান থানার পুলিশও জানতে পারেনি প্রতারকদের ডেরার বিষয়ে। কিন্তু, তিন প্রতারক দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। উদ্ধার করেছে প্রচুর সিমকার্ড ও মোবাইল ফোন। শুক্রবার সকালে বর্ধমান শহরের আলমগঞ্জের একটি ভাড়াবাড়ি থেকে রবি মণ্ডল, রমেশ কুমার মণ্ডল ও মহেন্দ্র কুমার মণ্ডল নামে তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির সবদরজং এনক্লেভের সাইবার থানার পুলিস। রবির বাড়ি ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া জেলার শিয়াতর গ্রামে। ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার মার্গো মুণ্ডা থানার কেন্দ্যাতাণ্ড রমেশের বাড়ি। অপরজনের বাড়ি ঝাড়খণ্ডেরই গিরিডি জেলার বেঙ্গাবাদ থানার রাতডি এলাকায়। ধৃতদের সকলের বয়স তিরিশের মধ্যে। ধৃতরা জামতাড়া গ্যাংয়ের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। তিনজনই দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণায় জড়িত বলে জানতে পেরেছে তদন্তকারীরা। শুক্রবার রাতে ধৃতদের বর্ধমান সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের শনিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লি নিয়ে যাবে সেখানকার দক্ষিণ-পশ্চিম জেলার সাইবার থানার পুলিশ। হাতিয়ে নেওয়া টাকা উদ্ধার করতে এবং গ্যাংয়ের বাকিদের হদিশ পেতে ধৃতদের দিল্লি নিয়ে যাওয়া প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন সিজেএম বিনোদ কুমার মাহাতো। ধৃতদের পাতিয়ালা হাউস কোর্টের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে

২৭ মে-র মধ্যে পেশ করার জন্য তদন্তকারী অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছেন সিজেএম। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্টও ই- মেইল করে ২৮ মে-র মধ্যে পাঠানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিল্লির সেক্টর আর কে পুরম এলাকার বাসিন্দা লক্ষণ আগরওয়ালের কাছে এ বছরের ১২ মে একটি মেসেজ আসে। দিল্লির জলবোর্ড থেকে মেসেজটি পাঠানো হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়। মিটার রিডিং আপ-টু ডেট না করার জন্য তার জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে বলে মেসেজে জানানো হয়। জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া আটকাতে তাঁকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে বলা হয়। লক্ষণ তা করেন। এরপর তার কাছ থেকে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন তথ্য জানতে চাওয়া হয়। তিনি তা দিয়ে দেন। এরপরই তাঁর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে থাকা অ্যাকাউন্ট থেকে ৩৮ হাজার ১৬১ টাকা তুলে নেওয়া হয়। খোঁজখবর নিয়ে লক্ষণ জানতে পারেন, তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। জলবোর্ডের কর্মীর পরিচয় দিয়ে তাঁকে ঠকানো হয়েছে। এরপরই তিনি সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে সাইবার থানার পুলিশ যে মোবাইল নম্বর থেকে তাঁকে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল সেটির সম্পর্ক তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর মোবাইল এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল সাপোর্টের সাহায্যে ঘটনায় এই তিনজনের জড়িত থাকার কথা জানতে পারে দিল্লি পুলিস। টেকনিক্যাল সাপোর্টের মাধ্যমে প্রতারকরা বর্ধমান থানা এলাকায় রয়েছে বলে জানতে পারে দিল্লি পুলিস। এরপরই দিল্লি পুলিসের একটি টিম বর্ধমানে এসে স্থানীয় পুলিসের সাহায্য নিয়ে প্রতারকদের পাকড়াও করে। প্রতারকরা দীর্ঘদিন ধরে সাইবার প্রতারণায় জড়িত বলে দিল্লি পুলিসের অনুমান।

ডেবরায় গ্যাস ট্যাঙ্কার ফেটে বিস্ফোরণ, আহত ৭ জন

দুরন্ত বার্তা, ডেবরা, ২৪ মে ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরায় একটি গ্যাস ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৭ জন। আহতদের উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে ডেবরার অর্জুনী এলাকায় জাতীয় সড়ক ১৬-তে একটি গ্যাস ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণে সাতজন গুরুতর আহত হয়েছেন, যার ফলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরণে একটি স্কুল বাস, দু'টি লরি এবং আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ এবং হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

জঙ্গলমহল এলাকার মানুষদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতার জন্য এগিয়ে এলো জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ মে ঃ কোনও যাদু নয়, প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে রয়েছে একটি লজিক। এটা বুঝতে পারলেই জীবন অনেক সুখের। কুসংস্কার বড্ড ধ্বংসাত্মক এক জিনিস! কুসংস্কারের দোহাই দিয়ে আজও ভারতবর্ষের বুকে দেখা যায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চল। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল রাণীবাঁধ এলাকার মানুষদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতার জন্য এগিয়ে এলো জেলা পুলিশ! একটি নাটকের মাধ্যমে ফুটে উঠল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা। বাঁকুড়া পুলিশের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যকলাপ করা হয় গোটা জেলা জুড়ে। কুসংস্কারের ছায়া এখনও গোটা ভারতবর্ষ থেকে মুছে যায়নি। প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলায় রয়েছে কুসংস্কারের প্রভাব! বাঁকুড়া জেলা পুলিশের রানিবাঁধ থানার উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সহযোগিতায় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামনে রেখে সচেতনতা শিবির হল রানিবাঁধের রুদড়া হাটতলায়। দুর্দান্ত এই সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে ফুটে উঠলো কুসংস্কারের কু-প্রভাব গুলি, ছড়িয়ে পড়ল গ্রামবাসীদের মধ্যে সচেতনতা। মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। প্রত্যেককে উৎসাহ করলেন পুলিশ এবং বিজ্ঞান মঞ্চের এই মেলবন্ধন। প্রত্যেকটা ঘটনার পিছনে রয়েছে একটি করে লজিক। এভাবেই লজিক দিয়ে কুসংস্কারকে মুছে ফেলতে হবে বাঁকুড়ার বুক থেকে। সেই কারণেই পুলিশ এবং বিজ্ঞান মঞ্চের যৌথ প্রয়াস বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত জঙ্গলমহলে, যা প্রশংসা কুড়িয়েছে সাধারণ মানুষের।

ওডিএফ প্লাস সচেতনতা র‍্যালি পূর্বস্থলীতে

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৪ মে ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ওডিএফ প্লাস (ODF Plus) প্রকল্পের আওতায় একটি বিশেষ সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলী নতুন বাজার থেকে শুরু হয়ে পূর্বস্থলী স্টেশন বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়। র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা এবং প্লাস্টিক বর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (BDO) পৌষালী চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার, পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের প্রধান অনিন্দিতা রায় সহ পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা। তাঁদের সক্রিয় উপস্থিতি ও বক্তব্যে র‍্যালিটি এক বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। র‍্যালির মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের এবং সাধারণ নাগরিকদের প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং প্লাস্টিক বর্জনের আহ্বান জানানো হয়। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব

অভ্যাস গড়ে তোলার বার্তা দেন। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতার জোয়ার সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব সমাজ গঠনের পথ আরও সুগম হবে বলেই মনে করছেন সকলে।

প্রতীক্ষার অবসান, উত্তরবঙ্গ থেকে দীঘা যাওয়ার ৬টি উন্নত মানের ভলভো বাস চলবে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ মে ঃ দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে উত্তরবঙ্গের জেলা থেকে সরাসরি দীঘা যাওয়ার সুযোগ পাবেন সাধারণ মানুষ। কিছুদিন আগেই দীঘায় জগন্নাথ ধামের শুভ সূচনা হয়। মূলত সেই কারণেই এবারে সরকারি ভাবে পর্যটকদের যাতায়াতে সুবিধা করতে নেওয়া হল বিশেষ উদ্যোগ। ছয়টি উন্নত মানের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ভলভো বাস আনা হল উত্তরবঙ্গে। এই বাস গুলি কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ এবং মালদা থেকে চলাচল করবে কলকাতা ও দীঘা পর্যন্ত। এতে পর্যটকরা অনেকটা সহজেই কলকাতা ও দীঘা পর্যন্ত যাত্রা করতে পারবেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, দীর্ঘ সময় ধরে উত্তরের জেলা থেকে কোনও সরাসরি বাস ছিল না দীঘা পর্যন্ত। এবারে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে সরকারি ভাবে মত ছয়টি বাস দিয়েছেন। এই বাসগুলিকে উত্তরের ছয় জেলা থেকে চালানো হবে কলকাতা ও দীঘা পর্যন্ত। মূলত পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে দীঘায় আরোও পর্যটক আনাগোনা করতে পারেন সহজেই। বাতানুকূল ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এই বাসগুলি একেবারেই নতুন মডেলের। এতে জিপিএস, সিসিটিভি, স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র রয়েছে। তিনি আরোও জানান, কোচবিহার থেকে প্রতি সপ্তাহের সোমবার এবং শুক্রবার করে চলবে এই বাস। দুপুর ২ টায় মেইন টার্মিনাস থেকে বাস ছাড়া হবে দীঘার উদ্দেশ্যে। বাস দুটি ফলাকাটা, শিলিগুড়ি, মালদা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা হয়ে দীঘা পৌঁছাবে। দীঘার ভাড়া রাখা হয়েছে ২১৬০ টাকা এবং কলকাতার ভাড়া রাখা হয়েছে ১৭২০ টাকা। তবে প্রথম একমাস ১৫ জুন পর্যন্ত বিশেষ ২৫ ছাড় দেওয়া হচ্ছে ভাড়ায়। ফলে বর্তমানে ভাড়া লাগছে ১৬২০ টাকা। এছাড়া বসে ব্ল্যাংকেট ও জলের বোতল দেওয়া হবে যাত্রীদের জন্য। এছাড়া বাসে মোবাইল চার্জার ও সিসিটিভি রয়েছে। বর্তমানে যেভাবে ধীরে ধীরে জেলার পর্যটন বিকাশ লাভ করছে। ততই

অত্যাধুনিক মানের বাসের চাহিদা বাড়ছে জেলা গুলিতে। এবারে সেই আশা পূরণ হওয়ার উত্তরের জেলার মানুষেরা অনেকটাই খুশি হয়েছেন। দীঘার জগন্নাথ ধাম ও কলকাতা যাওয়ার এই সহজ ব্যবস্থা হওয়ার কারণে অনেকটাই সুবিধা হবে অনেক মানুষের। এতে আগামীতে যাতায়াত ব্যবস্থা আরোও অনেকটাই উন্নত হবে। এটুকু নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব। বর্তমানে যেভাবে ধীরে ধীরে জেলার পর্যটন বিকাশ লাভ করছে। ততই অত্যাধুনিক মানের বাসের চাহিদা বাড়ছে জেলা গুলিতে। এবারে সেই আশা পূরণ হওয়ার উত্তরের জেলার মানুষেরা অনেকটাই খুশি হয়েছেন। দীঘার জগন্নাথ ধাম ও কলকাতা যাওয়ার এই সহজ ব্যবস্থা হওয়ার কারণে অনেকটাই সুবিধা হবে অনেক মানুষের। এতে আগামীতে যাতায়াত ব্যবস্থা আরোও অনেকটাই উন্নত হবে। এটুকু নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব।

জমি নিয়ে বিবাদ, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ মে ঃ জমি দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, তার জেরে আহত অন্তত জনাদশেক ব্যক্তি। জানা গেছে, শনিবার মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার রামচাঁদ মাটি এলাকায় রেল কলোনিতে জমি দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জানা যাচ্ছে, গুরুতর জখম হন অন্তত জনাদশেক ব্যক্তি। অভিযোগ, রেলকলোনির এক বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে তাঁর বাড়ি প্রোমোটারের লোকজন দখল নিতে এলে স্থানীয়রা বাধা দেয়, তারপরেই শুরু হয় দুপক্ষের সংঘর্ষ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উদ্ধার অজগর

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৪ মে ঃ মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা বাগানে ফের উদ্ধার হল বিশালাকৃতি অজগর। সকালে চা শ্রমিকেরা বাগানের ৩৩ নম্বর সেকশনে কাজ করার সময় নালার মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা একটি সাপ দেখতে পান। প্রথমে আতঙ্ক ছড়ালেও পরে বিষয়টি বন দফতর এবং চালসার সর্পপ্রেমী দিবস রাইকে জানানো হয়। দিবস রাই প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় ১২ ফুট লম্বা অজগরটিকে সুরক্ষিতভাবে ধরে খাঁচাবন্দি করেন। উদ্ধার হওয়া অজগরটি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল এবং তাকে বনদফতরের তত্ত্বাবধানে উপযুক্ত জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে বনদফতর জানিয়েছে।

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet

E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender- **NIT MEMO No. JBPUR-II/176/2025, Date: 23/05/2025** Last date of Tender droping: **31.05.2025, 17.30pm,** Date of opening of Bibs: **03.062025, 11.00 AM**, Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

Office of the
MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT
P.O.-Jibanti, PS-Kandi, Dist.- Murshidabad
NIeT No. (1) 01/MHND-II G.P./2025-26, (2) 02/MHND-II G.P./2025-26, Date: 21.05.2025

The Prodhan, Mahalandi-II G.P. invites e-tender for total 14(Fourteen)Nos. different works. Bid submission starting from **23/05/2025 at 18.00 Hrs. up to 02/06/2025 16:00 Hrs**. Bid opening date for Technical **04/06/2025 at 16:00 Hrs**. & Financial Proposals on **09/06/2025 at 11:00 Hrs.** For details visit **website https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Mahalandi-II Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ আজিজুল পিতা- মৃত সেখ মোবারক সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া ১) শ্রী অরুন দাস, ২) শ্রী বরুন দাস, ৩) শ্রী তরুন দাস, সকলের পিতা- সুধীর দাস ওরফে সুধীর চন্দ্র দাস সর্ব্ব সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ৪) শ্রীমতী রুপালী দাস, স্বামী- শ্রী অজিত দাস ওরফে অজিত কুমার দাস, সাং- কাউলিয়া, পোঃ- নিবড়া, থানা- ডোমজুর, জেলা- হাওড়া, ৫) শ্রীমতী দিপালী নস্কর স্বামী- শ্রী আনন্দ নস্কর, সাং- দক্ষিন থানামাকুয়া, পোঃ- দানেশ সেখ লেন, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ৬) শ্রীমতী শেফালী আদক স্বামী- দিলীপ কুমার আদক, সাং- পোদড়া (পশ্চিমপাড়া), পোঃ-পোদড়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে D.S.R.-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫১৩১০৩৭৩ / ২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ হাবিব, পিতা-মৃত সেখ হাকিম আলি, সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- পাঁচপাড়া, জে.এল., নং ৩৭ হাল ২৮২৩ খতিয়ান ভুক্ত হাল ৫৫৩ নং দাগে অবস্থিত ৫.৬২৫ শতক ডাঙ্গা জমি ০৫০৩০০০৮১ / ২০২৪ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটী অফিসে রেজেস্ট্রী করিয়া ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Molla
Advocate
Judges court Howrah
Mob. No: 8296046406

বিজ্ঞপ্তি

আমি কুন্দন কুমার সাহানি, আভিনাশ সাহানি, পিতা শঙ্কর সাহানি, আমি মিরা সাহানি, পিতা শঙ্কর সাহানি, পিতা শঙ্কর সাহানি, গ্রাম বালি, হাওড়া বাসিন্দা। বালি মৌজায় ২০০৭৫৩ /২৪, নং দলিল মূলে (রেকর্ড ভুক্ত রায়তের নাম- কাশিনাথ মণ্ডল, নিতাই চন্দ্র মণ্ডল, শম্ভু নাথ মণ্ডল, শিবনাথ মণ্ডল, রিনা ভাঙ্গি) এর নিকট হইতে ২২২৩৬ নং দাগের উপর ০.০২২২ শতক পরিমান ২৬।০৫।২০২৫ তারিখে ২৩৫০/ ২৩ নং (বিজয়লক্ষি রাও) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0503/4665, MN/2025/0503/4666, MN/2025/0503/4667, নং নামপত্তন কেস মূলে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয় কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ১ মাসের মধ্যে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও বেলুড় বাজার অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ আলী হোসেন পিতা- সেখ আফতাব আলী, সাং- পাঁচপাড়া (গাজীপাড়া), পোঃ-রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া ১) শ্রী অরুন দাস, ২) শ্রী বরুন দাস, ৩) শ্রী তরুন দাস, সকলের পিতা- সুধীর দাস ওরফে সুধীর চন্দ্র দাস সর্ব্ব সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ৪) শ্রীমতী রুপালী দাস, স্বামী- শ্রী অজিত দাস ওরফে অজিত কুমার দাস, সাং- কাটলিয়া, পোঃ- নিবড়া, থানা- ডোমজুর, জেলা- হাওড়া, ৫) শ্রীমতী দিপালী নস্কর স্বামী- শ্রী আনন্দ নস্কর, সাং- দক্ষিন থানামাকুয়া, পোঃ - দানেশ সেখ লেন, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, ৬) শ্রীমতী শেফালী আদক স্বামী- দিলীপ কুমার আদক, সাং- পোদড়া (পশ্চিমপাড়া), পোঃ-পোদড়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে D.S.R.-II হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫১৩১০৩৭৩ / ২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ হাবিব, পিতা- মৃত সেখ হাকিম আলি, সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- পাঁচপাড়া, জে.এল, নং ৩৭ হাল ২৮২৩ খতিয়ান ভুক্ত হাল ৫৫৩ নং দাগে অবস্থিত ৫.৬২৫ শতক ডাঙ্গা জমি ০৫০৩০০০৬২ / ২০২৪ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটী অফিসে রেজেস্ট্রী করিয়া ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Molla
Advocate
Judges court Howrah
Mob. No: 8296046406

ডিজাইন, যোগান, নির্মাণ, পরীক্ষণ এবং কমিশ্বনিং কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরডি/এলএমজি/১১ অফ ২০২৫-২৬ তারিখঃ ২২-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচইএমওডি৩২আর২ তারিখঃ ২২-০৫-২০২৫। কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং মণ্ডলের ৪/৭-৮ কিলোমিটারে চাপরমুখ জংশন-হয়বরগাঁও খণ্ডের রহা-ফুলগুড়ির মধ্যে স্থায়ী দিশ পরিবর্তনের ওপরে পিএসসি শ্লেবের দ্বারা সেতু নং. ৭ এর পুনঃনির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডির সংশোধন এবং ২৫ কেভি, ৫০ এইচজেড, সিঙ্গল ফেজ রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণের জন্যে ডিজাইন, যোগান, নির্মাণ, পরীক্ষণ এবং কমিশ্বনিং কাজ (০.০০ আরকেএম/১ টিকেএম)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯১,৪৬,৯৮৭.৫৮/-টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৮২,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি এণ্ড জিএস/লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী কিরণ রাজভর, স্বামী শ্রী গুড্ডু রাজভর, গ্রাম বালি, হাওড়া বাসিন্দা। চকপাড়া মৌজায় ০১২৭১৪ / ২৩ নং দলিল মূলে (রেকর্ড ভুক্ত রায়তের নাম-জয়ন্ত পাল) এর নিকট হইতে ১২৬৩ নং দাগের উপর ০.০২০৬ শতক পরিমান ২৯।০৫।২০২৫ তারিখে ১২২৭৬/ ২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (রাম প্রসাদ আধিকারি, পূর্ণিমা আধিকারি) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0503/5105 নং নামপত্তন কেস মূলে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয় কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ১ মাসের মধ্যে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও বেলুড় বাজার অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_জিএস_০৯_২৫-২৬; তারিখ ঃ ১৯-০৫-২০২৫; টেন্ডার নং ঃ ইএল_জিএস_০৯_২৫-২৬; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** (১) "বথনাহা জংশন: সিসিটিভি, আলোর ব্যবস্থা, সার্কুলেশন এরিয়া উন্নয়ন এবং ড্রেনেজের মতো পণ্য ইয়ার্ড সুবিধার উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" এবং (২) "পূর্ণিয়াঁ জংশন: পণ্য ইয়ার্ডের সুবিধার উন্নয়ন, যেমন জল সরবরাহ বুথ, সিসিটিভি, বৈদ্যুতিক কাজ এবং সঞ্চালন এলাকার উন্নয়ন ইত্যাদি।" (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৯,৫৪,৬৮১.১১/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৫৯,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ১২-০৬-২০২৫** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের দরপত্রের সম্পূর্ণ নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ১২-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই /টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পরিকাঠামোর উন্নয়ন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ০৭-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ** গৌরীপুরেঃ প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, সামগ্রী কার্যালয়, মার্চেন্ট কক্ষ, সামগ্রী চতুর্দিকের এলাকার লেবার শেড ধরণের পরিকাঠামো এবং শৌচাগার, পানীয় জল, কাভারশেড, সিসিটিভি পরিকাঠামোর উন্নয়ন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫,৪১,৩২,৮৯১.০৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,২০,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ০৭-এএমসি-বইলার-২৫ তারিখঃ ২০-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** ৫ (পাঁচ) বৎসরের এক সময়সীমার হেতু ওয়াটার সফটেনার প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ সহিত আরওএইচ-নিউ জলপাইগুড়িতে ০৩ (তিন) টি বইলারের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৮,১০,৪২০/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৩৬,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১২-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমি রামনাথ শা, পিতা আশরাফি শা। নন্দিনী শা, স্বামী রামনাথ শা। আমি বাদল শা, পিতা রামনাথ শা। গ্রাম- ১১৯ /৩৫ দাসপাড়া রোড, পোস্ট- ভট্টনগর, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়ার বাসিন্দা। কোনা মৌজায় ১০৩৫৮ /২৩, ১০৩৫৬/ ২৩, ৮৫৯১/ ২৪, ৬৭৯/ ২৪ নং দলিল মূলে (রেকর্ড ভুক্ত রায়তের নাম- অর্চনা কুমারি, সিন্ধুবালা পাটওয়ারি দিং) এর নিকট হইতে ১২২ নং দাগের উপর ০.৩৩০০ শতক পরিমান ০৪।০৬।২০২৫, ২৬।০৫।২০২৫, ১০।০৬।২০২৫, ২৯।০৫।২০২৫ তারিখে ১০১২৪৭, ১২৩৯৫, ২৬৯, ২৬৫৫, ২৭৭৬ ও ১৩১২৮৪৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (শ্রীমতী অর্চনা কুমারি, ভোলানাথ পাটওয়ারি দিং) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0503/5103, MN/2025/0503/5108, MN/2025/0503/5106, MN/2025/0503/ 5104 নং নামপত্তন কেস মূলে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয় কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ১ মাসের মধ্যে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও বেলুড় বাজার অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মধুসূদন নন্দন, পিতা গোপাল চন্দ্র নন্দন, গ্রাম বালি, হাওড়া বাসিন্দা। বালি মৌজায় ৭৬ /৬ নং দলিল মূলে (রেকর্ড ভুক্ত রায়তের নাম- গোপাল কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, আনুরুপা মুখোপাধ্যায়, দিপক মুখোপাধ্যায়) এর নিকট হইতে ২৪১১ নং দাগের উপর ০.০২৭৩ শতক পরিমান ২৬।০৫।২০২৫ তারিখে ৫৭১ /১৯৯৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে (রানু দে) এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি এবং MN/2025/0503/5102 নং নামপত্তন কেস মূলে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয় কাহার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ১ মাসের মধ্যে বালি জাগাছা বি. এল. এন্ড. এল. আর. ও বেলুড় বাজার অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

Office of the
KANTABARI GRAM PANCHAYAT
Purusottampur, Agarda
Onda, Bankura
E-mail ID:- wbregs.kantabar@gmail.com

Kantabari Gram Panchayat has invited Two (02) Nos of **NIeT on 26/05/2025** Vide NIeTNo: **01/2025-26** Vide Memo No **189/15TH CFC/KGP** and **NIeTNo: 02/2025-26** Vide Memo No **190/5TH SFC/KGP** Scheduled to be open on **05/06/2025 (at12.30 PM)** and last date of Submission is on **03/06/2025 (Up to 12.00 AM)** for more details please visit on:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Fuleshwari Layek
Pradhan
Kantabari Gram Panchayat
Block-Onda, Dist.- Bankura

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/০৬/২০২৫-২৬; তারিখঃ ২২-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ-

ক্র.নং. ১। টেন্ডার নং. ৫০/২৫/৫১১৯/ওটি/৫২/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ১) আইপি-এমপিএলএস রাউটারের জন্য উপযুক্ত ১৬ পোর্ট চ্যানালাইজ্‌ড ই১ ইন্টারফেস কার্ডের সরবরাহ এবং টিএস-০১ অনুসারে আরডিএসও টেকনিক্যাল ডকুমেন্ট নং. এসটিটি/টিএন/আইপিএমপিএলএস/২০২০ ভিইআর ২.০ (টিপিআই-এর মাধ্যমে সামগ্রী পরিদর্শন (৯০টি ই১ কার্ডের জন্য)-তে উল্লেখিত সমস্ত সফ্টওয়ার বৈশিষ্ট, পরিবেশগত মানদণ্ড এবং সুরক্ষা বৈশিষ্টগুলিকে সমর্থন করা উচিত। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩৬ মাস]। পরিমাণ- এসএসই/টেলি./এইচকিউ/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৯০.০০টি। পি. এল. নং.- ৫৭০১৬৪৫৪০১৪৮। ২) টিএস-০১ অনুসারে সমস্ত আনুষঙ্গিক সহ ১৬ পোর্ট চ্যানালাইজ্‌ড ই১ ইন্টারফেস কার্ডের ইন্টলেশন ও কমিশনিং (১৬টি ই১ কার্ডের ইন্টলেশন পরিদর্শন কনসাইনি দ্বারা করা হবে)। পরিমাণ- এসএসই/টেলি./এইচকিউ/মালিগাঁও, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬.০০টি। পি. এল. নং.- ৫৭০১৬৪৫৪০১৬১।

ক্র.নং. ২। টেন্ডার নং. ৫০/২৫/০৪৬০/ওটি/৫৩/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ পিআইজেএফ কেবল, ০.৬৩ এমএম, ৫০ পেয়ার, আইআরএসঃ টিসি৪১/৯৭ (এমেন্ড.৩) লেটেস্ট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সি ঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ১]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকার ঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০ কেএম। (ii) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ২ কেএম। পি. এল. নং.- ৫০৮৩০০৯০।

ক্র.নং. ৩। টেন্ডার নং. ৫০/২৪/০৬৩৪এ/ওটি/৫৪/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ মেটাল টু কার্বন রিলে কিউ সিরিজ নিউট্রাল লাইন (নন-এসিআই) (৮এফ/৮বি), ২৪ভি ডিসি, স্পেসি. নং. বিআরএসঃ৯৩০ সর্বশেষ সংশোধন/সংস্করণ সহ, আইআরএসঃএস৩৪ ও আইআরএসঃএস২৩ (প্রযোজ্য অনুসারে)। স্পেসিফিকেশনঃ আইআরএসঃএস৩৪ ও আইআরএসঃএস২৩ (প্রযোজ্য অনুসারে)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমঃ ৩১০০০১১, রিলে কনটাক্ট-এসআইজি- (কেবল কিউ সিরিজ প্লাগ-ইন টাইপ রিলের জন্য), সাব আইটেমঃ রিলে কনটাক্ট-এসআইজি- (কেবল কিউ সিরিজ প্লাগ-ইন টাইপ রিলের জন্য), আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৬০০টি, (ii) পরিমাণ- কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) -এর জন্য ৩০০টি, (iii) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩০০টি। পি. এল. নং.- ৫৬৫০৮১১৬।

ক্র.নং. ৪। টেন্ডার নং. ৩০/২৫/১১২৮/ওটি/৫৫/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরসিএফ ড্রয়িং নং. এলডব্লিউ৫৬৪৭৫, অল্ট-এফ অথবা সর্বশেষ মেটারিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ রিভিজন ও সংশোধন সহ ড্রয়িং অনুযায়ী এলএইবি কামরার জন্য শৌচাগারের দরজা (এলএইচ) কমপ্লিট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮৩টি, (ii) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশব ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬৭টি। পি. এল. নং.- ৩৩৫৬৫০৭৭।

ক্র.নং. ৫। টেন্ডার নং. ১০/২৪/৫০৩০সি/ওটি/৫৬/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ পাওয়ার অ্যাসেম্বলি ফর্ক রড টু বিএলডব্লিউ পিএল নং. ১৬৩৫০০১৭ ফর ডব্লিউডিজি৪/ডব্লিউডিজি৪ লোকোমোটিভ (ডিএলডব্লিউ ডিআরজি নং. ৪০০২৮০১৪, অল্ট. 'বিএ')। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং]। আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/ডি/নিউ গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬ টি। পি. এল. নং.- ১৬৩৫০০০৮০০২০।

ক্র.নং. ৬। টেন্ডার নং. ৫০/২৫/০৬০৫এ/ওটি/৫৭/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ "লিড এসিড লো মেনটেনেন্স স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেল ২ভি, ৮০এএইচ ক্ষমতা ১০ ঘন্টার ডিচার্জ হারে, হার্ড রাবার কনটেনারে টিউবলার পজিটিভ এবং পেস্টেড নেগেটিভ প্লেট্স-এর সাথে অ্যাসেম্বল করা/স্বচ্ছ (পলিপ্রপিলিন) মাইক্রোপোরস ভেন্ট প্লাগের সাথে, লিড কোটেড ইন্টার সেল কনেক্টর, নাট, বোল্ট এবং ওয়াসার ইন ড্রাই কন্ডিশন, আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. এস-৮৮-২০২৪ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধন/সংস্করণ সহ)। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং]ঃ আইটেমঃ ৩১০০১৫৮, এসঅ্যান্ডটির জন্য সেকেন্ডারি বেটারি/সেল, সাব আইটেমঃ এসঅ্যান্ডটির ইন্টলেশনের জন্য লো মেনটেনেন্স লিড এসিড স্টেশনারি সেকেন্ডারি সেলঃ ৮০ এএইচ] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- পান্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৫০০টি। (ii) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য ১২০০ টি। (iii) পরিমাণ- কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার)-এর জন্য ৩০০ টি। পি. এল. নং.-৫৬১৫০০৮৮।

ক্র.নং. ৭। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫১৭৩/ওটি/৫৮/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ চেক রেল ফর লেভেল ক্রসিং, ৫২ কেজি সাইজ ৯.৫ মিটার আরডিএসও ড্রয়িং টি-৪২১৫। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং]ঃ আইটেমঃ ৩১০০০৪৫, ওভার-রাইডিং কার্ভড সুইচেস), আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- জিতেন্দ্র কুমার, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৭৫০টি। পি. এল. নং.- ৬০২৩০২৭২০০১০।

ক্র.নং. ৮। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫১১২/ওটি/৫৯/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ পিএসসি স্লিপার ফর টিডব্লিউএসইজে টি-৮৮৩৮। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৬৬৭৫টি। পি. এল. নং.- ৬০০৫০০৩৬১৬৫০।

ক্র.নং. ৯। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৪৭১সি/ওটি/৬০/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ইউআইসি ৬০ কেজি রেল (ডুয়াল গেজ পিএসসি স্লিপার স্থাপনের জন্য)-এর গেজ ১ ইন ১২ টার্ন আউট টি/ডি ভ্যারিয়ান্ট আরএইচ/এলএইচ টার্ন-আউট -এর সরবরাহ, থিক ওয়েব সুইস এবং ওয়েল্ডেবল সিএমএস ক্রসিং সহ, সমস্ত কমপ্লিট রেল, সমস্ত কম্পোনেন্ট, ফিটিং ও ফাস্টনিং (পিএসসি স্লিপার, ইআরসি এমকে-V ব্যতীত) আরডিএসও সার্টিফাইড বিক্রেতার দ্বারা (১২ টি টার্ন আউটের মধ্যে ১টির জন্য সরবরাহ) এই সামগ্রীকে বিশ্বস্তরে যেকোনো জায়গায় সরবরাহ এবং সন্তোষজনকভাবে কাজ করার ডকুমেন্টরি প্রমাণ। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩৬ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ)। (i) পরিমাণ- এস.ডিইএন/সি/লামডিং, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৪ সেট। পি. এল. নং.- ৬০০৬০২৬৮।

ক্র.নং. ১০। টেন্ডার নং. ৬১/২৫/৫১৩৩/ওটি/৬১/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১২-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ (১) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৮১। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩৭৮০ টি। পি. এল. নং.- ৬০০৩০১৫৭০০৯২। (২) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৮২। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১০৬০২ টি। পি. এল. নং.- ৬০০৩০১৫৮০০৫০। (৩) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৮০। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩৭৮০ টি। পি. এল. নং.- ৬০০৪০০৭৪০১৩৩। (৪) পিএসসি ওয়াইডার স্ল্যাক গেজ স্লিপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. আরটি-৮৯৭৯। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজ ঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] ঃ আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- এসএসই/সিএস/এইচকিউ, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৩৭৮০ টি। পি. এল. নং.- ৬০০৬০০২০০৮০৮।

ক্র.নং. ১১। টেন্ডার নং. এমএল২৫৫০২৩এ/ওটি/৬২/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০৭-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ সংলগ্ন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী টেস্টিং ফ্যাসিলিটি ফব কম্পোনেন্ট অব্ ই-৭০ ব্রেকিং সিস্টেম-এর সাপ্লাই, ইন্টলেশন ও কমিশনিং। পরিমাণ- ডিওয়াই.সিএমএম/মালদা টাউন-এর জন্য ০১ সেট।

ক্র.নং. ১২। টেন্ডার নং. ৩০/২৫/১১২৮/ওটি/৬৩/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরসিএফ ড্রয়িং নং. এলডব্লিউ৫৬৪৭৫, অল্ট-এফ অথবা সর্বশেষ মেটারিয়াল স্পেসিফিকেশনঃ সর্বশেষ রিভিজন ও সংশোধন সহ ড্রয়িং অনুযায়ী এলএইবি কামরার জন্য শৌচাগারের দরজা (এলএইচ) কমপ্লিট। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৮৩টি, (ii) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশব ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৬৭টি। পি. এল. নং.- ৩৩৫৬৫০৭৭।

ক্র.নং. ১৩। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৬৭৮এ/ওটি/৬৪/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ওয়াইডার লেভেল ক্রসিং স্লিপার টি-৮৯৬৯। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ সিওএনএসজি, স্টেজ আইএনএসপিঃ প্রযোজ্য নয়, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পরিমাণ- সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্ক্স/কনক্রিট স্লিপার, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৫৩৫৫টি। পি. এল. নং.- ৬০০৪০০৮৩০০৫৫।

ক্র.নং. ১৪। টেন্ডার নং. ৬১/২৪/৫৬৩৭এ/ওটি/৬৫/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ আরডিএসও স্পেসি. নং. ১৭৭৩৫৪৯/২০২৩; ইডি/বিএনএস/আরডিএসও-এর কার্যালয় অনুযায়ী ২৮ মিমি ডায়া হুক বোল্ট-এর জন্য এম-২৭ আকারের পুনঃব্যবহারযোগ্য সেল্ফ-লকিং স্প্রিং ইনসার্টেড স্টিল নাট সিঙ্গেল পিসের সরবরাহ। ০১ টি উপযুক্ত বক্স রেঞ্চ / ৫০টি নাট সহ। স্পেসিফিকেশন বিবরণঃ এলএন- ৩৭.৫ এমএম, এসএন- ৪১.০ এমএম, এইচএন- ২২.০ এমএম, বিএন- ৪১.০ এমএম, সিএন- ৪৭.৩ এমএম। প্লেটিং- ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজ্‌ড বা হট-ডিপ গ্যালভানাইজ্‌ড বা নিক্যাল অ্যালয়। যথাযথ ওইএম/অনুমোদন সার্টিফিকেট-এর সাথে এনএএস৩৩৫০ ভাইব্রেশন টেস্ট সার্টিফিকেট টেন্ডারের সাথে আপলোড করতে হবে। মেক- স্যাপার লক বা অনুরূপ। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), পি. এল. নং.- ৭৩১৩০১৬৯০০১২।

ক্র.নং. ১৫। টেন্ডার নং. ৩০/২৫/০৫৩৪এ/ওটি/৬৬/২০২৫-২৬,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পি.এল. নং. ও পরিমাণঃ ফিড পাইপ কমপ্লিট-এর জন্য এয়ার ব্রেক হোস কপলিং। আরডিএসও ডিআরজি. নং. ডব্লিউডি-৮১০২৭-এস-০১, অল্ট-১৪ বা সর্বশেষ। সেপ্টেম্বর-২০১৬ বা সর্বশেষ-এর এমেনমেন্ড ০৪-এর সাথে সামগ্রী স্পেসিফিকেশনছ আরডিএসও, ০২-এবিআর-০২। [ওয়্যারেন্টি সময়ঃ ডেলিভারির তারিখের পর ৩০ মাস]। [পরিদর্শন এজেন্সিঃ টিপিআই, স্টেজ আইএনএসপিঃ না, স্টেজঃ ০]। [ইউভিএএম লিঙ্কিং] আইটেমঃ ৩১০০৩৮৯, ফ্রেট ও কোচিং স্টক-এর জন্য গ্রেজুয়েটেড রিলিজ কমপ্রেস্‌ড এয়ার ব্রেক ইকুইপমেন্ট, সাব আইটেমঃ এয়ার ব্রেক হোস কপলিং], আইটেমের প্রকারঃ পণ্য (সরবরাহ), (i) পরিমাণ- নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ১০৫৭টি, (ii) পরিমাণ- নিউ গুয়াহাটি/ডিপো, এনএফআর (অসম) -এর জন্য ৯৩৮টি, (iii) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জং./ডিজেল/ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৭০৭টি, (iv) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ৪০২টি, (v) পরিমাণ- পান্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ২৮৬৫টি, (vi) পরিমাণ- নিউ বঙাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম)-এর জন্য ১৮০৩টি, (vi) পরিমাণ- মালদা টাউন ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) -এর জন্য ৪০৫টি। পি. এল. নং.- ৩১৩৫৭১০৬।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (**www.ireps.gov.in**) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিএমএম/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শুভমন গিলই ক্যাপ্টেন, পন্থ ভাইস ক্যাপ্টেন, নেই সামি

মুম্বই, ২৪ মেঃ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করেছে। শনিবার নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই দল ঘোষণা করেন। এই দলে সবচেয়ে বড় চমক হল শুভমন গিলকে টেস্ট দলের নতুন অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ। ২৫ বছর বয়সি এই তরুণ ব্যাটসম্যানের কাঁধে ভারতীয় টেস্ট দলের দায়িত্ব তুলে দিল বিসিসিআই। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় টেস্ট দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অবসরের পর এই নেতৃত্বে পরিবর্তন আনাটা ছিল প্রত্যাশিত। শুভমন গিলের অধিনায়কত্বে শুরু হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেটের একটি নতুন অধ্যায়। গিলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ, যিনি সম্প্রতি দীর্ঘ চোট কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন। এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট, ভবিষ্যতের নেতৃত্বে বিসিসিআই পন্থ ও গিলের উপরই ভরসা রাখতে চাইছে। একাধিক সিরিজে দারুণ নেতৃত্ব দেওয়া পেসার জসপ্রীত বুমরাহ এইবারের স্কোয়াডে থাকলেও কোনও নেতৃত্বের ভূমিকা পাননি। অনেকে আশা করেছিলেন, অভিজ্ঞতার দিক থেকে বুমরাহ হয়তো সহ-অধিনায়ক হবেন, কিন্তু বিসিসিআই এই দায়িত্ব দিয়েছে ঋষভ পন্তকে। বুমরাহকে মূলত তার বোলিংয়ে মনোনিবেশ করতে দেওয়ার জন্যই হয়তো এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই দলে বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার রয়েছেন, যাঁদের সামনে নিজেদের প্রমাণ করার বড় সুযোগ। সাই সুধর্শন, নীতিশ রেড্ডি, আকাশদীপ, ও অর্শদীপ সিং-এর মত খেলোয়াড়রা সাম্প্রতিক ডোমেস্টিক ও আইপিএল পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে নির্বাচকদের নজরে এসেছেন। তরুণদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বোর্ড ভবিষ্যতের একটি শক্তিশালী পাইপলাইন তৈরি করতে চাইছে। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছেন কেএল রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব এবং মহম্মদ সিরাজ। দলের ভারসাম্য রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের কঠিন কন্ডিশনে এই অভিজ্ঞতা দলের জন্য বড় সহায়ক হতে পারে।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজটি ভারতীয় দলের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। ইংল্যান্ডের মাটিতে সফল হওয়া সবসময়ই কঠিন, কিন্তু এই নতুন দল, নতুন নেতৃত্বে ভারত দল একটি নতুন প্রত্যয়ে সফরে নামবে। ব্যাটিং লাইনআপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে-গিল, জয়সওয়াল, রাহুল, ও পন্তের মধ্যে ওপেনিং ও মিডল অর্ডারে জায়গা নিয়ে লড়াই হবে। পেস বিভাগেও বুমরাহ, সিরাজ, অর্শদীপ, আকাশদীপ ও প্রসিদ্ধের মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন জোরালো হবে। শুভমন গিলের অধিনায়কত্বে ভারতীয় টেস্ট দলের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই সিরিজ শুধু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নয়, বরং আগামী দিনের ভারতের নেতৃত্ব, পরিকল্পনা এবং তরুণদের উপর আস্থা রাখার বার্তা বহন করছে। এখন দেখার পালা- নতুন এই দল কতটা সফল হতে পারে ইংল্যান্ডের মাঠে। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর পরিষ্কার করে দেন, গত কয়েক মাস ধরেই শুভমনকে ক্যাপ্টেন হিসেবে ভাবা হচ্ছিল। সেই সিদ্ধান্তটাই নেওয়া হল। স্কোয়াডে মহম্মদ সামির জায়গা না পাওয়ার কারণ হিসেবে, ফিটনেস সমস্যাকেই তুলে ধরেছেন নির্বাচক প্রধান। বলেন, ''গত কয়েক মাসে প্রচুর চোটে ভুগেছে। আমাদের মনে হয় না, ও পাঁচ ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় রয়েছে। আশা করেছিলাম, কয়েক টেস্ট হলেও পাব। কিন্তু ওর মতো বোলারকে না পাওয়া খুবই কষ্টের।'' ভারত এ টিমে থাকলেও টেস্টের দরজা খুলল না ঈশান কিষাণের। ঋষভ পন্থের সঙ্গে দ্বিতীয় কিপার হিসেবে স্কোয়াডে ধ্রুব জুরেল জায়গা করে নিলেন। টেস্ট টিমের দরজা খুলল বাঁ হাতি তরুণ পেসার অর্শদীপ সিংয়ের। তেমনই প্রত্যাবর্তন হল করুণ নায়ার এবং শার্দূল ঠাকুরের।

ইংল্যান্ড সফরের জন্য ঘোষিত স্কোয়াড- শুভমন গিল (ক্যাপ্টেন), ঋষভ পন্থ (ভাইস ক্যাপ্টেন), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, সাই সুদর্শন, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, করুণ নায়ার, নীতীশ রেড্ডি, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাডেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দূল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণ, কুলদীপ যাদব, আকাশ দীপ।

খালিদ জামিলকেই সেরা কোচ বলে মনে করেন প্রণয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ মেঃ আইএসএলে বিদেশি কোচদের ভিড়ে একমাত্র ব্যতিক্রম খালিদ জামিল। জামশেদপুর এফসির হেড কোচ জামিলকে অন্যতম সেরা বলে মনে করছেন ইস্পাত নগরীর ক্লাবেরই ফুটবলার প্রণয় হালদার। বাংলার এই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার গত মরশুমে জামশেদপুরের মাঝমাঠের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। প্রণয় জানিয়েছেন, যাঁদের প্রশিক্ষণে তিনি খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে খালিদ অন্যতম সেরা কোচ। পাশাপাশি খালিদের অনন্য কোচিং শৈলীরও প্রশংসা করেছেন প্রণয়। গত আইএসএলে প্লে অফে উঠেছিল জামশেদপুর। সেই সঙ্গে উঠেছিল কলিঙ্গ সুপার কাপের

ফাইনালে। প্রণয় গত আইএসএলে ১০টি ম্যাচে খেলেন। শুরুর দিকের কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারেননি চোটের জন্য। প্লে অফের তিনটি ম্যাচেই শুরু থেকে খেলেন, যার মধ্যে দু'টি ম্যাচে দল জয় পায়। এর মধ্যে একটি ছিল শিল্ড ও কাপজয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের প্রথম লেগ। তবে জামশেদপুরের অভিযান সেমিফাইনালেই থেমে যায়। জামশেদপুরের প্রধান কোচের সম্পর্কে প্রণয় বলেন, ''খালিদ স্যারের কোচিংয়ের নিজস্ব একটি স্টাইল রয়েছে। তবে তার চেয়েও বড় কথা হল, তিনি ড্রেসিংরুমে দলের সবার সঙ্গে খুব ভাল ভাবে মিশে যান। আমার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক দারুণ। স্যারের সবচেয়ে বড় গুণ হল তিনি কখনও পক্ষপাতিত্ব করেন না।'' গত মাসে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিচারে বর্ষসেরা কোচের খেতাব অর্জন করেছেন খালিদ জামিল। তাঁর প্রশিক্ষণে লিগে পঞ্চম স্থান অর্জন করে জামশেদপুর। প্রণয় আরও বলেন, ''জামিল স্যার একজন আদর্শ নেতা। বর্ষসেরা কোচের পুরস্কারে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান পেয়েছেন। আমার ফুটবল কেরিয়ারে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ। সঞ্জয় সেন স্যারের পাশাপাশি তিনিই আমার দেখা সেরা কোচ।'' কোনও ট্রফি ছাড়াই মরশুম শেষ করলেও জামশেদপুরের কাছে এটি ছিল এক স্মরণীয় মরসুম। প্রণয় জানিয়েছেন, তিনি আগামী মরসুমে আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে ফিরবেন। বলেন, ''হার-জিত খেলাধুলোরই অঙ্গ। কিন্তু সুপার কাপের ফাইনালের পর যে ভাবে কোচ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আগামী মরশুমের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আমরা।''

বিরাট-রোহিতের মতো অবসরের পথে হাঁটতে হবে বাংলার পেসার সামিকে?

মুম্বই, ২৪ মেঃ একে একে সিনিয়রদের সরে যেতে হবে। তাঁদের জায়গা নেবেন নতুনরা। অঘোষিত এই রীতিই যেন মেনে নিয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি। টেস্ট টিম থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। রো-কোর আগে আবার ছুটি নিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বাকি শুধু রবীন্দ্র জাডেজা। স্পিনার-অলরাউন্ডারকে ইংল্যান্ড সফরে দলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আর এক সিনিয়রকে বিবেচনা করা হল না। তিনি আর কেউ নন, মহম্মদ সামি। বাংলার পেসারের দীর্ঘ চোটের রেকর্ড, সেই অর্থে ফর্মে না থাকা, বয়স বাড়া- এমন কিছু গিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ইংল্যান্ড সফরের দল থেকে বাদ পড়ার পর একটাই প্রশ্ন ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে, সামিরও কি অবসরের সময় হয়ে গিয়েছে? ২০২৩ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে চোট পেয়েছিলেন সামি। ইঞ্জেকশন নিয়েই খেলে গিয়েছেন টানা। ফাইনালের পর তাঁর চোট প্রকাশ্যে আসে। গোড়ালির চোট মাঠের বাইরে ছিটকে অনেকদিনের জন্য দিয়েছিল সামিকে। অস্ত্রোপচার, বারবার রিহ্যাব করার পর আবার ক্রিকেটে ফিরেছিলেন। সামির চোট প্রবণতার কারণে বোর্ড তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায়নি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিমে ফেরেন। আর এক পেসার বুমরা ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অভাব ঢেকে দিয়েছিলেন সামি। ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড সফরের দলে বিবেচনা করা হল না তাঁকে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএলে খেলছেন এই মরসুমে। কিন্তু সামির ফর্মে সন্তুষ্ট নয় বোর্ড। শুধু তাই নয়, দিনে ১০ ওভার বল করার মতো জায়গায় আছেন কিনা বাংলার পেসার, তাও জানা নেই। দল নির্বাচনের আগে কিন্তু সামি বলেছিলেন, ইংল্যান্ডে তাঁকে আর বুমরাকে লাগবে ভারতীয় টিমের। সামির কথায়, ''ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারত কী কম্বিনেশন তৈরি করে, সেটা দেখার অপেক্ষায় রইলাম। আমার আর বুমরার টিমে থাকাটা জরুরি। আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। স্ট্রেনথ ট্রেনিং করছি। নিয়মিত প্র্যাক্টিস সেশনগুলোয় যাচ্ছি। নেটে যথেষ্ট বলও করছি। তবে লাল বলের জন্য ওয়ার্কলোড আরও বাড়াতে হবে।'' সামির আবেদন কিন্তু শুনলেন না নির্বাচকরা। নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর দল নির্বাচনের পর সামিকে বাদ দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথায়, ''গত কয়েক মাসে প্রচুর চোটে ভুগেছে। আমাদের মনে হয়নি, ও পাঁচ ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় রয়েছে। আশা করেছিলাম, কয়েক টেস্ট হলেও পাব। কিন্তু ওর মতো বোলারকে না পাওয়া খুবই কষ্টের।'' ২০১৩ সালে টেস্ট অভিষেক। ৬৫টা টেস্টে ২২৯টা উইকেট। গত ১০ বছরে বিদেশের মাটিতে ভারতের সেরা পেস বোলিং অ্যাটাকের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন তিনি। সেই সামিকে নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে একটাই, সামিরও কি টেস্ট ফর্ম্যাট থেকে সরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে? উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ।

মেসির কাছে মায়ামি কোচ মাসচেরানোর চাওয়া 'প্রশান্তি'

ফ্লোরিডা, ২৪ মেঃ এমনিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল নিয়ে গোটা ফুটবল বিশ্বের আগ্রহ খুব একটা থাকে না। ইন্টার মায়ামিরও পরিচিতি ছিল মূলত মালিকপক্ষে ডেভিড

বেকহ্যামের মতো একজন তারকা থাকায়। তবে মেসি যোগ দেওয়ার পরই ক্লাবটি ফুটবল বিশ্বের প্রতিটি কোণায় পৌঁছে যায় রাতারাতি। ক্লাবটিকে ঘিরে কৌতূহলও পৌঁছে যায় তুঙ্গে। মেসির হাত ধরে প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বাদও পায় ক্লাবটি। গত মরসুমে জয় করে তারা সাপোর্টার্স শিল্ড। তবে এই মরসুম দিয়েই শেষ হচ্ছে এখানে মেসির চুক্তি। নতুন চুক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায়নি এখনও। সপ্তাহখানেক আগে মাসচেরানো বলেছিলে, তার আশা দ্রুতই মেসিকে নিয়ে কোনো সুখবর মিলবে। ইন্টার মায়ামি কোচের কণ্ঠে সেই একই কথা শোনা গেল শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনেও। ''একজন কোচ হিসেবে অবশ্যই আমি চাইব যত দ্রুত সম্ভব সে যেন নতুন চুক্তিতে সই করে এবং যতটা দ্রুত সম্ভব খবরটি যেন আমরা জানতে পারি। সবকিছুর ওপরে সমর্থকদের প্রশান্তির জন্য, ক্লাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছু ও সবার স্থিরতা ও প্রশান্তির জন্য। তবে এটা করার বা এটা নিয়ে মন্তব্য করার দায়িত্ব আমার নয়। দুই পক্ষের আলোচনার অংশ নই আমি।'' মেজর লিগ সকারে রবিবার ভোরে ফিলাডেলফিয়ার মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ সাত ম্যাচের স্রেফ একটি জিততে পেরেছে মেসি-মাসচেরানোর দল, হেরেছে পাঁচটিতেই। কোচের ধারণা, ''দলের আত্মবিশ্বাসে চোট লাগার কারণেই পারফরম্যান্সে প্রভাব পড়ছে। লম্বা সপ্তাহের সুযোগ নিয়েছি আমরা আরও তীব্র ও দীর্ঘ অনুশীলন সেশন করে। আমাদের যেটা বিবেচনায় নিতে হবে তা হলো, নিজেদের আত্মবিশ্বাস ঝালাই করতে হবে আমাদের। দল কিছুটা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ফুটবলে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কেউ প্রচুর অনুশীলন করতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের ম্যাচে কে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরছে, সেটিই আসল। আমরা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছি। খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠা ও উন্নতি করা এবং এই সময়টাকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের হাতেই।''

ক্লাব বিশ্বকাপে মেসি-রোনাল্ডোর এক দলে খেলার সম্ভাবনা দেখেন ফিফা সভাপতি

জুরিখ, ২৪ মেঃ কথাটা বলেছেন স্বয়ং ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর নাকি ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা আছে। এ নিয়ে নাকি আলোচনা চলছে। শুধু তা-ই নয়, ক্লাব বিশ্বকাপে মেসি এবং রোনাল্ডোকে এক দলে খেলতে দেখতে চান ইনফান্তিনো। যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ইউটিউবার ও অনলাইন স্ট্রিমার স্পিডের আইশোস্পিড চ্যানেলে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো। সেখানে ক্লাব বিশ্বকাপে মেসি-রোনাল্ডোর একসঙ্গে খেলার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি। দুই কিংবদন্তিকে 'গ্রেট খেলোয়াড়' সম্বোধন করে রোনাল্ডোকে নিয়ে ইনফান্তিনো বলেন, ''ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে পারেন ক্রিস্টিয়ানো এ নিয়ে আলোচনা চলছে। কে জানে কোনো ক্লাব হয়তো তাকে সই করাতে চায়। এখনো কয়েক সপ্তাহ বাকি আছে। মজা হবে।'' যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ১৪ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। এবারই প্রথমবারের মতো টুর্নামেন্টটি ৩২ দল নিয়ে আয়োজিত হবে। রোনাল্ডোর দল আল নাসর ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সৌদি আরব থেকে

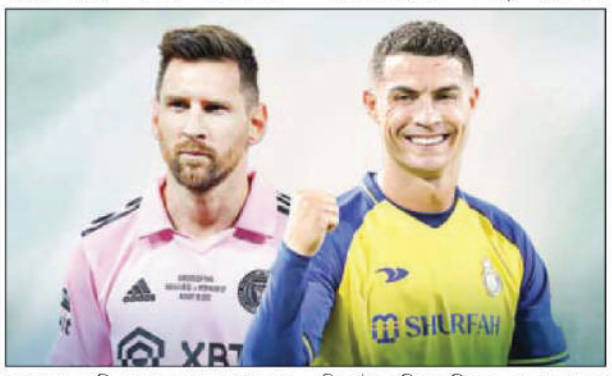

শুধু আল হিলাল সুযোগ পেয়েছে এই টুর্নামেন্টে। কয়েক মাস আগে ইন্টার মায়ামিকে ঘিরে একটি গুঞ্জন চাউর হয়েছিল। মেজর লিগ সকারের ক্লাবটি নাকি রোনাল্ডোকে দলে টানতে চায়! আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, এ নিয়ে মেসির সঙ্গে কথাও হয়েছে মায়ামির সহমালিক ও ইংল্যান্ডের প্রাক্তন মিডফিল্ডার ডেভিড বেকহামের। মেসি নাকি রোনাল্ডোকে নিয়ে আসার বিষয়ে সম্মতিও দিয়েছেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, বেকহাম নিজেই নাকি এ বিষয়ে রোনাল্ডোকে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন। ইনফান্তিনো এ নিয়ে বলেছেন, ''আমি তাদের একসঙ্গে খেলতে দেখতে চাই। এই টুর্নামেন্টে তারা যদি একসঙ্গে খেলে তাহলে কেমন হবে ভাবতে পারেন! এটা হবে বিশেষ কিছু।'' শুধু রোনাল্ডোই নয়, টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে রিয়াল কিংবদন্তি লুকা মদরিচেরও মায়ামিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। গত বছর এমএলএস সাপোর্টার্স শিল্ডজয়ী মায়ামি আয়োজক দেশের দল হিসেবে এবার ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবে। ১৪ জুন মিসরের ক্লাব আল আহলির মুখোমুখি হবে হাভিয়ের মাচেরানোর দল। এরপর ১৯ জুন তাদের প্রতিপক্ষ পর্তুগালের পোর্তো ও ২৩ জুন ব্রাজিলের পালমেইরাসের মুখোমুখি হবে মায়ামি। আল নাসরের সঙ্গে রোনাল্ডোর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে আগামী মাসে। দ্য অ্যাথলেটিক জানিয়েছে, সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন এই কিংবদন্তি। কিন্তু দুই পক্ষ এখনো সম্মতিতে পৌঁছাতে পারেনি। আল নাসর ছেড়ে ধারে অন্য কোনো ক্লাবে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রোনাল্ডোর নেই বলে জানিয়েছে এই সংবাদমাধ্যম। তবে গুঞ্জন উঠেছে, সৌদি আরব ছেড়ে রোনাল্ডো নাকি ব্রাজিলের ঘরোয়া ফুটবলে নাম লেখাতে পারেননি।

নাটকীয় মরসুম শেষে অবিশ্বাস্য গোলে লিগ শিরোপা মারাদোনার নাপোলির

ভিন্ন সমীকরণ সামনে নিয়ে একই সময়ে দুই মাঠে নামল শিরোপাপ্রত্যাশী দুই দল। শুরুতে প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠিয়ে লড়াইয়ের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা জাগাল ইন্টার মিলান। কিন্তু তেমন কিছু হতে দিল না নাপোলি। দাপুটে ফুটবলে কাঙ্ক্ষিত জয় তুলে নিয়ে উৎসব শুরু করল আন্তোনিও কন্তের দল।

নেপলস, ২৪ মেঃ দিয়েগো মারাদোনার হাত ধরে দুবার সিরি আ শিরোপা জিতেছিল নাপোলি। এরপর তৃতীয় শিরোপা জেতার জন্য দলটিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩৩ বছর। অবশেষে ২০২২-২৩ মরসুমে শেষ এসে লুসিয়ানো স্পালেত্তির অধীন তৃতীয় শিরোপা জেতে নেপলসের ক্লাবটি। তবে তৃতীয় শিরোপা জেতার পর চতুর্থ শিরোপার জন্য খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না নাপোলিকে। এক মরসুম বিরতি দিয়ে এবার নাটকীয় এক মরসুম শেষে আবারও লিগ জিতল মারাদোনার স্মৃতিবিজড়িত ক্লাবটি। ইতালির শীর্ষ লিগে মরসুমের শুরু থেকেই নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল না কারোই। প্রথম দিকে নাপোলি, আতালান্তা ও ইন্টার মিলান নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এমনকি উড়ন্ত পারফরম্যান্সে লিগ জয়ের দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছিল আতালান্তাই। কিন্তু মরসুম যতই এগিয়েছে, পথ হারিয়েছে আতালান্তা। একপর্যায়ে লড়াই সীমিত হয়ে পড়ে ইন্টার মিলান ও নাপোলির মধ্যে। দুই দলের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধানও ছিল সামান্য। গতকাল রাতে দুই দল যখন নিজেদের শেষ লিগ ম্যাচ খেলতে মাঠে নামে, তখন তাদের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান ছিল ১। অর্থাৎ শেষ ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর কোনো সুযোগ ছিল কারোই। তবে নাপোলি জিতলেই চ্যাম্পিয়ন। সে ক্ষেত্রে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিততে না পারার আক্ষেপ নিয়েই মাঠ ছাড়তে হবে ইন্টারকে। গতকাল ম্যাচ শেষে হয়েছেও তা-ই। ইন্টার কোমোর বিপক্ষে ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে ঠিকই, কিন্তু জয় পেয়েছে নাপোলিও।

নেপলসের দিয়েগো মারাদোনা স্টেডিয়ামে কালিয়ারির বিপক্ষে নাপোলিও জিতেছে ২-০ গোলে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত শিরোপা ওঠে তাদের হাতেই। ৩৮ ম্যাচের মরসুম শেষে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নাপোলি। সমান ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়ে লিগ শেষ করল ইন্টার। কাল নাপোলির শিরোপা জয় নিশ্চিতের পরই গোটা স্টেডিয়াম ফেটে পড়ে উল্লাসে। আলোর ঝলকানিতে উদ্ভাসিত হয় নেপলস শহর। মাঠে উদযাপন করেছেন খেলোয়াড়েরা আর মাঠের বাইরে শহরজুড়ে উল্লাস করেছেন সমর্থকেরা। তিন মরসুমের মধ্যে দ্বিতীয় শিরোপা জয় নিশ্চিতভাবে নাপোলির জন্য বিশেষ কিছু, যা বিশেষ হয়েছে নাপোলির কোচ আন্তনিও কন্তের জন্যও। প্রথম কোচ হিসেবে তিনি ভিন্ন তিনটি ক্লাবের হয়ে ইতালিয়ান শীর্ষ লিগের শিরোপা জিতলেন। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ মরসুমে কন্তে শিরোপা জিতেছেন জুভেন্তাসের হয়ে। এরপর ২০২০-২১ জিতেছেন ইন্টার মিলানের হয়ে আর এবার জিতলেন নাপোলির হয়ে। পাশাপাশি এই মরসুমে নাপোলির লিগ জেতার পথে নিজেকে যেন নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন রোমেলু লুকাকু। নাপোলির হয়ে মরসুমে সর্বোচ্চ ১৪ গোল করেছেন এই বেলজিয়ান স্ট্রাইকার। পাশাপাশি সহয়তাও করেছেন ১০টি গোলেও। নাপোলির লিগ জয়ের আরেক নায়ক স্কট ম্যাকটমিনে। তাঁর গোলসংখ্যা ১২ এবং গোলে সহায়তা ৭টি। এমনকি সিরি আ-তে মরসুমসেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন ম্যাকটমিনে। মরসুমজুড়ে দারুণ খেলা লুকাকু ও ম্যাকটমিনে কাল রাতেও দলের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। পয়েন্ট হারালেই লিগের স্বপ্ন শেষ-এমন সমীকরণে দলের জয়ে গোল দুটি করেছেন দুজন। দুটি গোলই অনেক দিন মনে রাখার মতো। একই সময়ে নিজ নিজ ম্যাচ খেলতে নেমেছিল নাপোলি ও ইন্টার। ২০ মিনিটে ইন্টার এগিয়ে গেলে চাপে পড়ে নাপোলি। ৪২ মিনিটে সেই চাপ কমান ম্যাকটমিনে। মাতেও পলিতানোর ক্রসে দারুণ এক বাইসাইকেল কিকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন স্কটিশ মিডফিল্ডার। এরপর বিরতি থেকে ফিরে দ্বিতীয় গোলটি করেন লুকাকু। প্রায় মাঝমাঠ থেকে বল ধরে এগিয়ে গিয়ে একক প্রচেষ্টায় গোল করেন। এই দুই গোল ম্যাচের পাশাপাশি গড়ে দেয় লিগের ভাগ্যও।

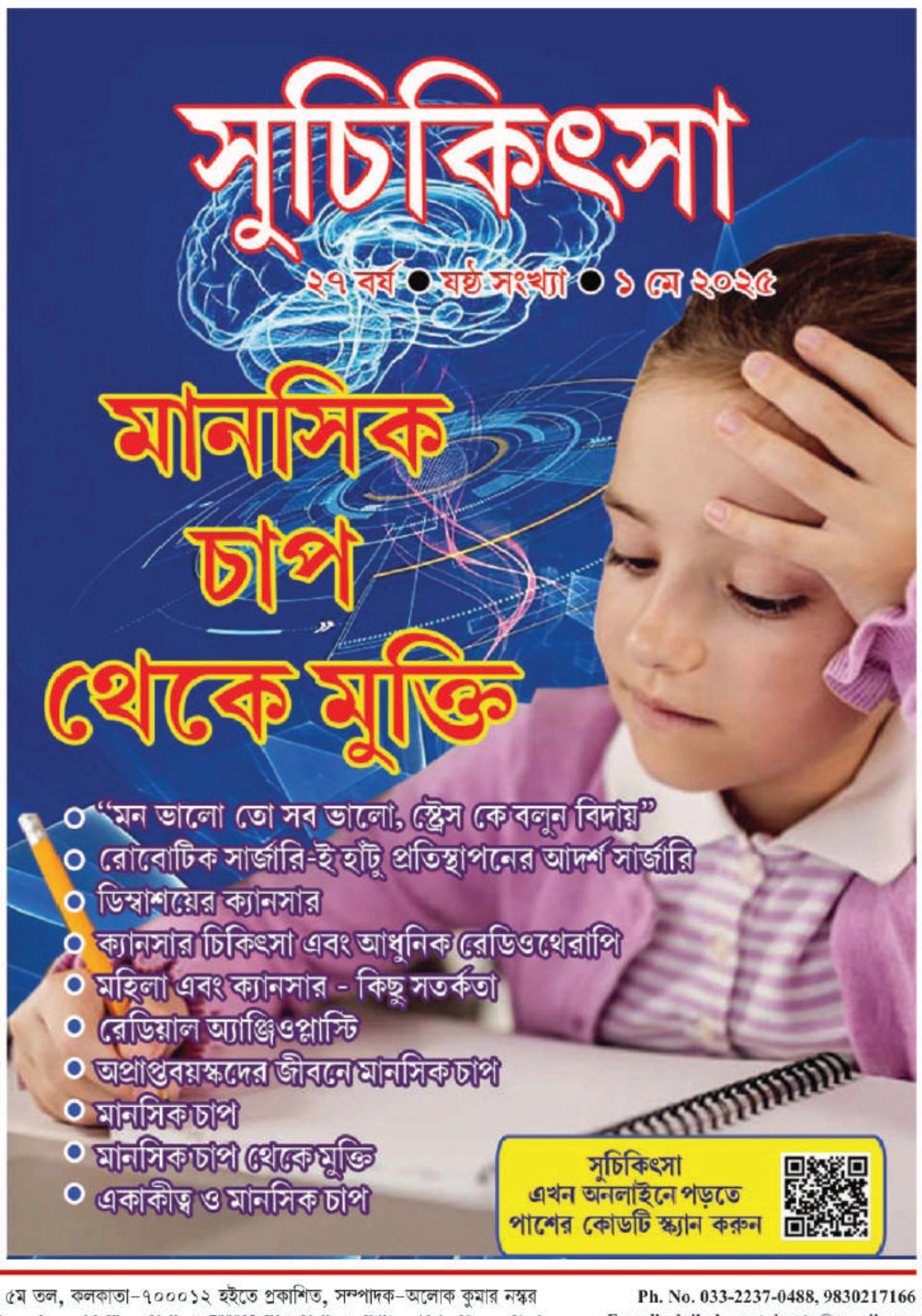

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com